উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮২,৬৯৩.৭১ (+৩১৩.০২)

নিফটি : ২৫,৩৩০.২৫ (+৯১.১৫)

জোট নিয়ে দ্বিধায় সিপিএম
এ রাজ্যে আগামী বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি সিপিএম। এই দল এখনও অপেক্ষা এবং পরিস্থিতির উপর নজর রেখে এগোচ্ছে।
» ৭

হিমাচলে মৃত বেড়ে ১৮
উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলপ্রদেশে বেশিরভাগ নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বর্ষণে দুই রাজ্যে ১৮ জনের মৃত্যুর খবর রয়েছে। এখনও অন্তত ২০ জন নিখোঁজ রয়েছেন।
» ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

জেলে ভরলেই শিক্ষা হবে, দূষণ নিয়ে প্রধান বিচারপতি
» ৭

১ আশ্বিন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 18 September 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 122

মোদির শৌর্যগাথা

‘পাকিস্তান হাঁটু মুড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে’

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : জন্মদিনেও নরেন্দ্র মোদির মুখে ‘অপারেশন সিঁদুর’। ভারতীয় সেনার অভিযানের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, ‘নতুন ভারত আর পরমাণু বোমার ভয়ে ভীত নয়।’ প্রায় আস্ফালনের সুরে তাঁর কথায়, ‘আমাদের বীর সেনারা পাকিস্তানকে চোখের পলকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেছে।’

নিজের ৭৫তম জন্মদিনে বুধবার মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় এক জনসভায় মোদি জানান, সিঁদুর অভিযানে ভারতীয় সেনা যে পাকিস্তানি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তা স্বীকার করেছে জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিগোষ্ঠীটিই। ওই সংগঠনের এক শীর্ষ নেতা কবুল করেছেন, জইশ প্রধান মাসুদ আজহারের পরিবারকে কার্যত শেষ করে দিয়েছে ভারতীয় সেনা।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ‘জইশ গোষ্ঠীর লোকই ইসলামাবাদের স্বরূপ প্রকাশ্যে ফাঁস করে দিয়েছে।’ অপারেশন সিঁদুরের আবহে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের পরমাণু হামলার হুমকি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এটা নতুন ভারত। আজকের ভারত কারও পারমাণবিক হুমকিকে ভয় করে না। পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা আমাদের মা-বোনদের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল। আমরা অপারেশন সিঁদুরে তাদের ঘাঁটি ধ্বংস করেছি। ভারতীয় সেনারা ঘরে ঢুকে জবাব দেয়।’

জম্মু-কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুর পর পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতীয় সেনা মোট ন’টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। ওই হামলায় মৃত্যু হয় মাসুদের বোন, ভগ্নীপতি, এক শিশু সহ পরিবারের ১০ সদস্যের। মৃত্যু হয় জঙ্গি নেতার চার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীরও। উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবিতে ‘সুভান আল্লাহ’ নামে পরিচিত জামিয়া মসজিদের একটি গম্বুজ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত ও আশপাশের পরিকাঠামো ধ্বংসের প্রমাণ মিলেছিল।

মে মাসে নিহতদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য হলেও প্রকাশ্যে স্বীকার করেনি ইসলামাবাদ। কিন্তু মঙ্গলবার জইশের প্রথম সারির কমান্ডার মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরি বলেন, ‘ভারতীয় সেনার হামলায় মৌলানা মাসুদ আজহারের পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে।’ বুধবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনার বীরত্বের কথা শোনা গিয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের মুখেও। তিনি বলেন, ‘ভারতীয় সেনার বীরত্বের কথা আমাদের বলার প্রয়োজন নেই।

এরপর দশের পাতায়

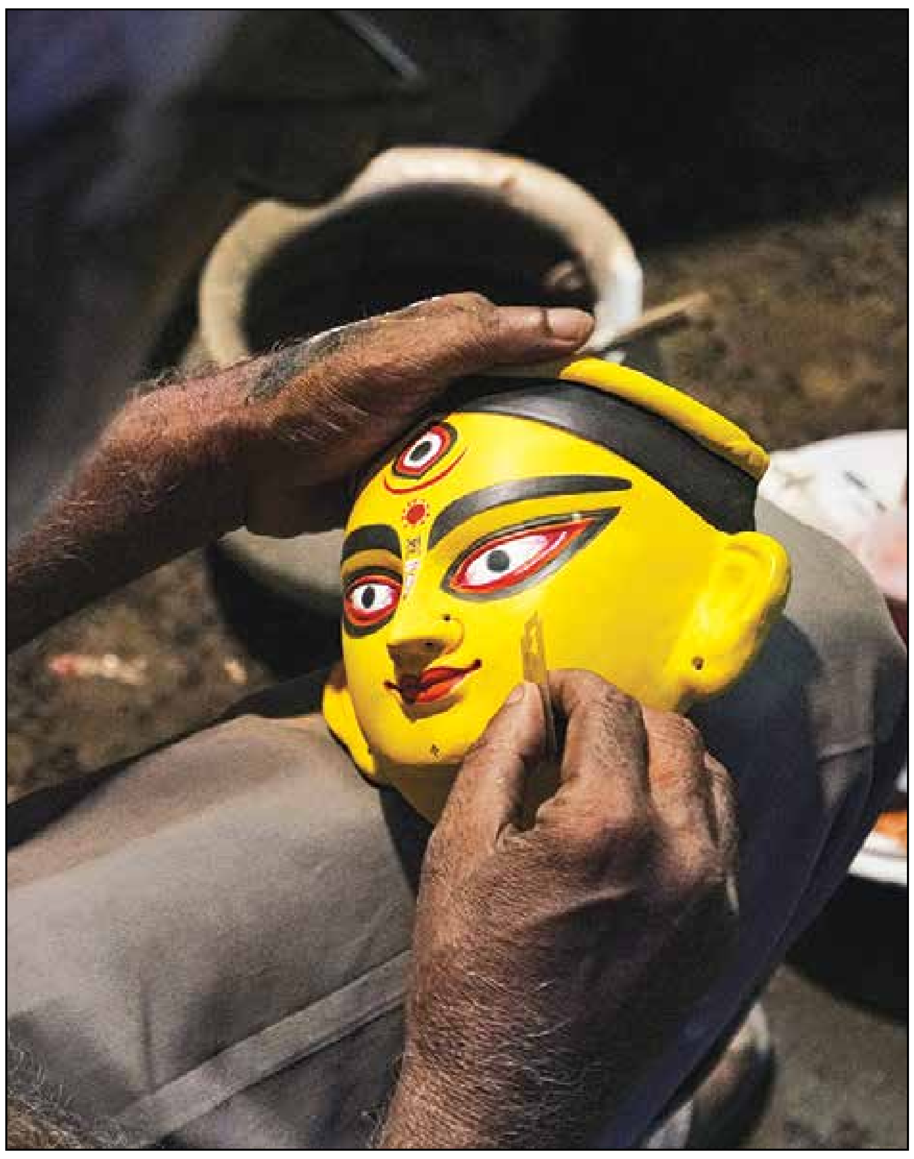

মৃন্ময়ীর লাবণ্য ফোটাতে মগ্ন শিল্পী। বুধবার কলকাতার কুমোরটুলিতে।

জন্মদিনের শুভেচ্ছা নিয়ে কূটনীতির খেলা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শুভেচ্ছার কূটনীতি! ডোনাল্ড ট্রাম্পের খেলাতেই তাঁকে কিস্তিমাতের চেষ্টা নরেন্দ্র মোদির। খানিকটা সফলও। অভ্যাস অনুযায়ী কৃতিত্ব দাবি করার আগে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন জনসমক্ষে হাট করে দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। যদিও শুল্ক যুদ্ধের আবহে বেশ কিছুদিন মোদি-ট্রাম্পের বাক্যালাপ বন্ধ থাকার পর ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কে বরফ গলার সম্ভাবনা তৈরি হল বলে মনে করা হচ্ছে।

সুযোগটা এনে দিল নরেন্দ্র মোদির ৭৫তম জন্মদিন। শুভেচ্ছা জানাতে মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাত ১২টারও এক ঘণ্টা আগে নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে টেলিফোন বেজে ওঠে। ওপারে তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কয়েক মিনিটের কথায় জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও নিছক সৌজন্য। ট্রাম্প কিছু বলার আগে এক্স হ্যান্ডেলে ঠিক রাত ১০.৫৩ মিনিটে ফোনালাপের খবর বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন মোদি।

মোদি-ট্রাম্পের ফোনালাপ

ওই সূত্রেই বিশ্ববাসী জানলেন, ট্রাম্পই ফোন করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। এক্সে মোদি লেখেন, ‘আমার ৭৫তম জন্মদিনে ফোনে উষ্ণ অভিনন্দন জানানোয় আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ধন্যবাদ। আপনার মতো আমি ভারত-মার্কিন সার্বিক ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিকে নয়া উচ্চতায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। ইউক্রেন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আপনার উদ্যোগকে আমরা সমর্থন জানাচ্ছি।’

সবকিছু আগাম জানাতে ও কৃতিত্ব নিতে পারদর্শী ট্রাম্পকে যেন আগ বাড়িয়ে কিছু বলার সুযোগই দিলেন না মোদি। ট্রাম্প প্রতিক্রিয়া দিলেন বটে। কিন্তু মোদির এক্স বার্তার ৩৭ মিনিট পর ১১টা ৩০ মিনিটে। ট্রুথ সোশ্যাল মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি নরেন্দ্র সম্বোধন করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, ‘এইমাত্র আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে

এরপর দশের পাতায়

পুরসভার জমিতে পার্টি অফিসে বিতর্ক

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : পুরসভার জমিতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়। খোদ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্রের হাতে বিতর্কিত ভবনটির উদ্বোধনের সম্ভাবনা রয়েছে বৃহস্পতিবার। তার আগেই ভবনটি নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধী বিজেপি এবং সিপিএম। তবে বিতর্ক শুরু হতেই, ঘটনার প্রভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে পড়তে শুরু হওয়ায় মুখে কুলুপ এঁটেছে গঙ্গারামপুর পুর কর্তৃপক্ষ। পুর চেয়ারম্যানকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তা তিনি ধরেননি। দেননি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের কোনও উত্তর।

গঙ্গারামপুর শহরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উত্তর প্রান্তে মাথা তুলে দাঁড়ানো তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় এখন শহরে আলোচনার কেন্দ্রে। যদিও বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ভবনটির কাজ শুরু হওয়ার সময় গত জুন মাসেই নানা প্রশ্ন উঠেছিল। সে সময় তৃণমূলের বিরুদ্ধে পূর্ত দপ্তরের জায়গা দখল করে দলীয় কার্যালয় তৈরির অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। পরে জানা যায়, জায়গাটি গঙ্গারামপুর পুরসভার। তবে বিজেপি অভিযোগ তুললেও তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়

উদ্বোধনে চেয়ারম্যান

তৈরির কাজ আটকে থাকেনি। কাজ শেষে বৃহস্পতিবার পুর চেয়ারম্যান সহ দলের জেলার শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে নবনির্মিত দলীয় কার্যালয়টির উদ্বোধন হওয়ার কথা।

তার আগে বিরোধিতায় নতুন করে সুর চড়িয়েছে বিজেপি এবং সিপিএম। গঙ্গারামপুরের বিধায়ক বিজেপির সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলছেন, ‘এটা পুরোপুরি মানবিক চেতনার ওপরে নির্ভর করছে। এর আগেও ওরা বাসস্ট্যান্ডে আমাদের দলীয় কার্যালয় দখল করেছে। দখলদারির রাজনীতি তৃণমূলের পুরোনো অভ্যাস। সরকারি জমি থেকে রাস্তার জায়গা, সর্বত্রই দখল চলছে। কমিশন, কাটমানি এবং জবরদখলের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল। বিরোধী দল হিসেবে মানুষের কাছে এই অপকীর্তি ও দুর্নীতির সত্য তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য।’ সিপিএমের গঙ্গারামপুর এরিয়া কমিটির সম্পাদক জীবন সরকারের বক্তব্য, ‘এটা নতুন কিছু নয়। গোটা রাজ্যেই সরকারি সম্পত্তি, এমনকি অনেক জায়গায় রায়তি জমিও দখল হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

ভূতনিতে ডুবে মৃত্যু ২ পড়ুয়ার

মালদা মেডিকেলে কান্নায় ভেঙে পড়েছে মৃত তরুণের পরিবার। -সংবাদচিত্র

আজাদ

মানিকচক, ১৭ সেপ্টেম্বর : ফের ভূতনিতে বন্যার পরিস্থিতির বলি দুই পড়ুয়া। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে জলে ডুবে মৃত্যু হল দুজনের। মৃতের মধ্যে একজন প্যারামেডিকেল পড়ুয়া রোজ শেখ (২১), অপরজন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী হিমাঙ্গিনী মণ্ডল (১২)। এ বছর বন্যা পরিস্থিতির কারণে এখনও পর্যন্ত ভূতনিতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। দুই পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ভূতনিতে। বিপর্যয় মোকাবিলা দল দেরিতে আশায় উদ্ধারকাজে দেরি হয়েছে বলে অভিযোগ দুই মৃতের পরিবারের।

বুধবার বন্যা পরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি হয়েছে। পশ্চিম রতনপুরের কাটা বাঁধ দিয়ে প্রতিনিয়ত জল ঢুকছে ভূতনির সংরক্ষিত এলাকায়। গঙ্গার জলের প্রচণ্ড স্রোত থাকায় বাঁধ মেরামতির কাজ করতে পারছেন না সেচ দপ্তরের কর্মীরা। এই অবস্থায় ভূতনির তিনটি অঞ্চলের প্রায় লক্ষাধিক মানুষ বন্যা পরিস্থিতির শিকার, জলমগ্ন ১৫টিরও বেশি গ্রাম। এর মধ্যে প্রতিনিয়ত বাড়ছে গঙ্গার জলস্তর। ভূতনির বেশিরভাগ রাস্তার উপর দিয়ে জল বইছে। এই পরিস্থিতিতে উত্তর চণ্ডীপুরের

দুই ঘটনা

- ভূতনির ৩টি অঞ্চলে লক্ষাধিক মানুষ বন্যাপরিস্থিতির শিকার
- জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ১৫টিরও বেশি গ্রাম, এখনও নদীর জল বাড়ছে
- চণ্ডীপুরের জুলাব্দীটোলার প্যারামেডিকেল পড়ুয়ার ডুবে মৃত্যু হয়েছে
- মৃত অপরজন দক্ষিণ চণ্ডীপুরের পশ্চিম নারায়ণপুর গ্রামের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী

জুলাব্দীটোলার প্যারামেডিকেল পড়ুয়া মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ সাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি থেকে আসার সময় রাস্তায় জল থাকলেও তেমন জলস্রোত ছিল না। সন্ধ্যায় প্রচণ্ড স্রোতে জল বইতে থাকায় সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের পুকুরে গিয়ে পড়েন ওই পড়ুয়া। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় উদ্ধার করে তাঁকে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ছেলে হারিয়ে কথা বলার মতো অবস্থায় নেই পেশায় গ্রামীণ চিকিৎসক বাবা দুলাল শেখ। মৃতের আত্মীয় এনামুল হক বলেন, ‘বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান রোজ। কিছুদিন আগেই ছুটিতে বাড়ি এসেছে। কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি দেখে বাবা-মায়ের কাছে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। তার এভাবে মৃত্যু হবে, আমরা মেনে নিতে পারছি না।’

ঠিক একইভাবে দক্ষিণ চণ্ডীপুরের পশ্চিম নারায়ণপুর গ্রামে বুধবার বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে বাড়ির পাশে জমে থাকা জলে স্নান করতে নেমেছিল পশ্চিম

এরপর দশের পাতায়

মা আসছেন
১০
দিন পর

বাহিনে বাহান্ন তাসের আসর

নীচে পুলিশ, উপরে জুয়া

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : নীচে পুলিশ, উপরে জুয়া। ঠিক যেন চোর-পুলিশ খেলা। আসলে পুজোর আগে জমজমাট জুয়ার আসর বাহিন জমিদারবাড়িতে। পুলিশ জেনেশুনেও চুপ। মদ্যপ ও জুয়াড়িদের দাপটে তটস্থ গ্রামবাসীরাও। গ্রামের পরিবেশ নষ্টের যন্ত্রণায় আক্ষেপ ছাড়া কিছুই করতে পারছেন না শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বাসিন্দারা।

বুধবার গিয়ে দেখা গেল, রায়গঞ্জের জরাজীর্ণ বাহিন জমিদারবাড়ির নীচতলায় পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। দোতলার অংশটি পরিত্যক্ত। উপরতলায় ওঠার কোনও সিঁড়ি নেই। কিন্তু গাছ বেয়ে উপরে উঠে জুয়ার আসরে মত্ত একদল কিশোর। কয়েকজন তরুণও রয়েছে সেই দলে। কখনও তাস, কখনও মোবাইলে জুয়া খেলতে ব্যস্ত সকলে। পুলিশের নাকের ডগায় নয়, একেবারে পুলিশের মাথার উপরেই চলছে বেআইনি জুয়া খেলা। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নাগর নদী। নদীর ধারে আবার খুদেরা বসে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ভিডিও গেমে মগ্ন। অন্যদিকে জমিদারবাড়ির অদূরেই, হিন্দু মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে এক প্রবীণ শিল্পী ব্যস্ত দেবী দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়ার কাজে। সামনে মণ্ডপসজ্জার জন্য বাঁশের কাঠামোও তৈরি হচ্ছে। অথচ সেদিকে ওই খুদেদের কারও নজর নেই।

ব্রিটিশ আমলের স্মৃতিচিহ্ন

কী অভিযোগ

- নীচে পুলিশ ক্যাম্প, ঠিক তার উপরেই দোতলায় বসছে জুয়ার ঠেক
- বাহিন জমিদারবাড়িতে গেলেই চোখে পড়বে এমন দৃশ্য
- পুলিশের সামনেই কিশোর ও তরুণরা মগ্ন জুয়াখেলায়

বাহিন জমিদারবাড়ি আজ ভগ্নদশায়। দীর্ঘ অবহেলার জেরে দোতলার অবস্থাও বিপজ্জনক। তবুও, নীচে পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও নির্ভয়ে গাছ বেয়ে উপরে উঠে জুয়ার আসর বসাচ্ছে কিশোরদের দল।

এরপর দশের পাতায়

চিতাবাঘের কবলে দাদা, এখনও কাঁপছে সংগীতা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৭ সেপ্টেম্বর : মায়ের কোল থেকে নামতেই চাইছে না বছর দশেকের মেয়েটা। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে ছোট্ট শরীরটা। দু’হাত আঁকড়ে ধরছে মাকে। কবে যে মেয়ে স্বাভাবিক হবে, তা বুঝতেই পারছেন না বাবা-মা। ছোট্ট মেয়েটার মতোই কাল রাতে ঘুমোতে পারেননি বছর তিরিশের সিকন্দর আলম। ওঁদের চোখের সামনেই ১৩ বছরের অস্মিতের টুঁটি কামড়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল চিতাবাঘ।

তখন প্রায় সন্ধ্যা ছ’টা। মুলিবাঁশের বেড়া দেওয়া বাড়ির সদর দরজায় ওঠার সিঁড়ির একদম ওপরের ধাপে বসে আপন মনে খেলছিল সংগীতা। হঠাৎ কানে আসে খসখস আওয়াজ। আধো-অন্ধকারেও সে স্পষ্ট দেখতে পায়, দাদা অস্মিতের গলা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা বিশাল চিতাবাঘ। আতঙ্কে এক মুহূর্তের জন্য কেমন যেন স্থির হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। তারপর আর্তচিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় খেরকাটা গ্রামের হাড়হিম করা ওই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও এতটুকু ট্রমা কাটেনি অস্মিতের জ্যাঠতুতো বোন সংগীতার। এদিন বিকেলেও বাড়ির সামনের রাস্তায় মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে দু’হাত যতদূর সম্ভব দু’পাশে বাড়িয়ে সে বলল, ‘এত্ত বড় চিতাবাঘ এসেছিল। আমি নিজে দেখেছি। দাদার গলায় কামড় দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।’ আর কথা বলতে পারে না মেয়েটা। হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলে, ‘দাদাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। আমরা একসঙ্গে খেলতাম।’ আশপাশে দাঁড়ানো পাড়াপ্রতিবেশীরাও চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না।

সারাদিনই মা সুশান্তি রায়ের কোলে মাথা গুঁজে কেঁদেছে সংগীতা। কখনও আঙুল তুলে দেখিয়েছে যেখানে অস্মিতকে ফেলে রেখে চিতাবাঘ চম্পট দিয়েছিল সেই সুপারি চারার ঝোপের দিকে। সুশান্তি বলেন, মেয়ের চিৎকার শুনেই ঘরের ভেতর থেকে ছুটে আসি। কী হয়েছে জানতে চাইলে কথা বলার অবস্থা ছিল না ওর। শুধু হাত তুলে সামনের দিক দেখাচ্ছিল।’

চিতাবাঘের পায়ের ছাপ দেখছেন বনকর্মীরা। এই জায়গা থেকেই চিতাবাঘ টেনে নিয়ে যায় কিশোরকে।

মঙ্গলবার বিকেলে মাঠে ফুটবল খেলে সবে বাড়ি ফিরেছিল অস্মিত। কিছুটা দূরে টিউবওয়েলে হাত-পা ধুয়ে ঘরের দিকে আসছিল। তখনই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশাল বুনোটা।

সংগীতার পরের অংশের সাক্ষী গ্রামের উত্তর অংশের বাসিন্দা সিকন্দর আলম। তিনিই রক্তাক্ত অস্মিতকে তুলে নিয়ে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। বুধবার ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে সিকন্দর বলেন, ‘সচরাচর গ্রামের এদিকটায় আসি না। হঠাৎ কী মনে করে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। বাইকে চেপে অস্মিতের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ‘মা’ শব্দটুকু ভেসে আসে। হেডলাইট সেদিকে ঘোরাতেই যা দেখি তা এ জীবনে আর ভুলব না।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদের ছাপাখানায় বিশ্বকর্মা পুজো। ছবি : সূত্রধর

পুজো পেল কুনকিরা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মার বাহন বলে কথা! তাই বুধবার বিশ্বকর্মাপুজোর দিনটি ছিল গরুমারা ও জলদাপাড়ার কুনকি হাতিদের কাছে একেবারেই বিশেষ দিন। এদিন ওই দুই জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় হাতিপুজো। সঙ্গে ছিল তাদের যত্নআত্তি, বিশেষ ভোজ সহ অন্য আয়োজন। বহু বছর ধরেই চলে আসছে এই প্রথা।

এদিন গরুমারার ধূপঝোরা, গরুমারা ও মেদলা- তিনটি পিলখানায় অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী হাতিপুজো। দিনের শুরুতেই কুনকিদের মূর্তি ও জলঢাকা নদীতে স্নানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। স্নান শেষে মাহুতরা কুনকিদের সাজান, চক দিয়ে তাদের শরীরে আঁকেন নকশা। তারপর পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে পুজো হয় ২৯টি কুনকির। অন্যদিনের মতো নজরদারির কাজে যেতে হয়নি কোনও কুনকিকে। বরং ঘাসপাতার বদলে এদিন রামি, ভোলানাথ, কিরণরাজ, কাবেরীদের খাওয়ানো হয় কলা, নারকেল, আপেল, আঙুর সহ নানা ফল।

জলদাপাড়ায় কুনকিদের পুজো চলছে। বুধবার। ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ

এদিন হাতিপুজোর সাক্ষী হন বহু পর্যটক। কলকাতা থেকে আসা শুভঙ্কর সরকার, রূপক সিনহা, মায়া কর্মকাররা জানালেন, জীবনে প্রথমবার হাতির পুজো দেখে তাঁরা মুগ্ধ। পর্যটকদের অনেকেই আবার কলা, আখ নিয়ে গিয়েছিলেন কুনকিদের জন্য। গরুমারার এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'বহুদিন ধরেই গরুমারায় চলে আসছে এই হাতিপুজোর রীতি। নিয়মনিষ্ঠা সহযোগে পুজো হয়।'

জলদাপাড়ার বিভিন্ন রেঞ্জের ৮৭টি কুনকিকেও এদিন সাজিয়েগুছিয়ে স্থানীয় মন্দিরের সামনে পুজো করেন মাহুত, পাতাওয়ালা সহ সমস্ত বনকর্মী ও তাঁদের পরিজনরা। তবে নর্থ রেঞ্জের রসরাজ ও ধর্মরায়া নামে দুই কুনকিকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন প্রাণী চিকিৎসক থেকে শুরু করে বনকর্তারা। কারণ এই দুই কুনকি বদরাগী। এদের মধ্যে তো ধর্মরায়াকে অন্যদের সঙ্গে মন্দিরের সামনে আনাই হয়নি। রসরাজকে আগলে রাখছিলেন মাহুত চন্দ্রে প্রধান। নর্থ রেঞ্জে চারটি কুনকির পুজো হয়। এই সময়টা ওরা আখ আর কলা খেতেই ব্যস্ত ছিল।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা বলেন, 'কুনকিরা আমাদের সম্পদ। ওরাই তো একটা গুরুদায়িত্ব বছরের পর বছর ধরে পালন করে আসছে। দস্যি হাতিদের শায়েস্তা করতে ওদের ভূমিকাই প্রধান।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে আরামদায়ক চেয়ার, ওষুধের দোকান এবং সেলুন পরিষেবার চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। নিলাম ক্যাটালগ নং. ঃ মিস- আরসি-এসকে-১১। নিলাম শুরুর তারিখ ঃ ০৪.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে।

মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে আরামদায়ক চেয়ার, ওষুধের দোকান এবং সেলুন পরিষেবার জন্য ই-নিলাম

এসইকিউ. নং.; লট নং /বিভাগ এবং স্টেশন নিম্নরূপ ঃ (১) এএ/১; এমএসএস- এমএলডিটি- বিজিপি-এমএসিএইচআর-৩৪-২৫-১ এবং ভাগলপুর। (২) এএ/২; এমএসএস- এমএলডিটি -এমএলডিটি-এমএসিএইচআর-৫৬-২৫-১ এবং মালদা টাউন। (৩) এএ/৩; এমএসএস -এমএলডিটি-পিপিটি -এমএসিএইচআর-৪৬-২৫-১ এবং পীরপৈন্তি। (৪) এবি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-বিইউপি -এমইডিএসটিএন-২২-২৫-২ এবং বারিয়ারপুর। (৫) এবি/২; এমএসএস-এমএলডিটি- এইচএসডিএ - এমইডিএসটিএন- ১৭-২৫-২ এবং হাঁসডিহা। (৬) এবি/৩; এমএসএস-এমএলডিটি- এনআইএলই - এমইডিএসটিএন- ১৮-২৫-২ এবং নিমতিতা। (৭) এবি/৪; এমএসএস-এমএলডিটি- এসজিজি - এমইডিএসটিএন- ২০-২৫-২ এবং সুলতানগঞ্জ। (৮) এসি/১; এমএসএস- এমএলডিটি- এমএলডিটি- এসএস- ৫৫-২৫-১ এবং মালদা টাউন। (৯) এসি/২; এমএসএস-এমএলডিটি- পিপিটি- এসএস- ৪৯-২৫-১ এবং পীরপৈন্তি। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-172/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ স্বামীর ঘর, দুপুর ১.৪৫ যোদ্ধা, বিকেল ৫.০০ বরবাদ, সন্ধে ৭.৪৫ হিরোগিরি, রাত ১১.০০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ আক্রোশ, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ দাদাঠাকুর, সন্ধে ৭.০০ সেজবউ, রাত ১০.১৫ সূর্য

জি বাংলা সোনার : বেলা ১১.০০ শত্রু মিত্র, দুপুর ২.০০ মামা ভাগ্নে, বিকেল ৪.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, রাত ১১.০০ জতুগৃহ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ লেডি ডাক্তার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার বঁধুয়া

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চন্দ্রমল্লিকা

জি সিনেমা : দুপুর ১২.২৪ জুদাই, বিকেল ৩.২১ ভোলা, বিকেল ৫.৩১ এনকাউন্টার শঙ্কর, সন্ধে ৭.৫৫ গদর-টু, রাত ১১.১৫ পাওয়ার প্লে

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৫৭ ম্যায় খিলাড়ি তু অনাড়ি, বিকেল ৫.০৭ নাগমতী, সন্ধে ৭.৩০ নমন্না, রাত ১০.০৬ এক দুলারা

জি বলিউড : বেলা ১১.১৬ ইনসাফ কি পুকার, দুপুর ২.১৮ হাঁ ম্যায়নে ভি পেয়ার কিয়া, বিকেল ৫.০৩ কোহরাম, সন্ধে ৭.৫৫ বাদল, রাত ১০.২৩ লাল বাদশাহ

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০২ হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, ২.৫২ জান, বিকেল ৫.৪০ এন্টারটেইনমেন্ট, রাত ৮.০০ কোই মিল গয়া, ১১.০৩ ভ্যানগার্ড

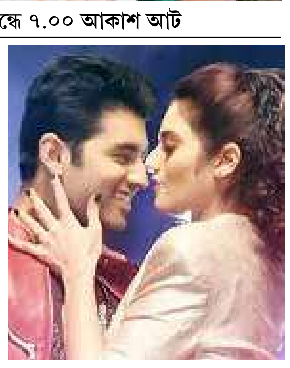

হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
রাত ১১.০০ জলসা মুভিজ

চিকেন পিকাটা তৈরি শেখাবেন মৌসুমি মিত্র এবং জীবেন্দু ঠিকাদার। **রাঁধুনি**
দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

কোই মিল গয়া রাত ৮.০০ অ্যান্ড পিকচার্স

দুর্গার সঙ্গে আরাধনা তিন লোকদেবতার

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১৭ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর মৌজার প্রথম দুর্গাপুজো ফজলাহাটের। প্রতিবার এই পুজো পরিচালনার দায়িত্বে থাকে ধনীরামপুর সমাজশিক্ষা কেন্দ্র। প্রতি বছরের মতো এবারও ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে সেখানে। তবে ফজলাহাটের এই দুর্গাপুজো কিন্তু আর পাঁচটা পুজোর থেকে বেশ আলাদা। এই পুজোর সূচনালগ্ন থেকে দুর্গা, কার্তিক, গণেশের পাশাপাশি পূজিত হন লোকদেবতা মোনাই-বৈষ্ণব এবং ডাঙ্গি নদীর দেবী। যথেষ্ট জাঁকজমকপূর্ণভাবে এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা সহযোগে দেবী দুর্গার পাশাপাশি এই তিন লোকদেবতাকে পুজো করেন এলাকার বাসিন্দারা। এই পুজোকে ঘিরে দক্ষিণ ধনীরামপুরের ফজলাহাট এলাকার মানুষের কাছে যেন হয়ে ওঠে এক মিলনক্ষেত্র।

কিন্তু কে এই মোনাই-বৈষ্ণব? স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রায় ২০০ বছর আগে ধনীরামপুর মৌজায় ব্যাপক ঝোপজঙ্গল ও হোগলা গাছের বাগানের উপস্থিতি ছিল। সেই জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় বসতি থেকে বহু দূরে নির্জন স্থানে এক পুরুষ ও মহিলা এসে বসবাস শুরু করেন। তিনবেলা সেখানে পুজোপাঠ চলত। সেই ঝোপজঙ্গলে মানুষের বাস কীভাবে হল? এই দুই মানুষ কোথাও ভিক্ষে না করেও কীভাবে সেখানে বেঁচে রয়েছেন? এদিকে, দিনের পর দিন সেই জঙ্গলে তাদের একত্রে বসবাস চলছে- বিষয়গুলো নিয়ে বহু কথা ছড়িয়ে পরে এলাকায়। ধীরে ধীরে নানান লোকশ্রুতি প্রচলিত হতে থাকে এই দুই বৈষ্ণবকে ঘিরে। যার বিষয়বস্তু ছিল, নানা রকম অলৌকিক ক্ষমতা। এমনকি ওই বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীকে বাঘের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেও দেখতেন এলাকার মানুষজন। সেইসঙ্গে এলাকার কারও কোনও অসুখ-বিসুখ হলে ঝাড়ফুঁক দিয়েই সাড়িয়ে তুলতেন তাঁরা। ওই

ফজলাহাটের মোনাই বৈষ্ণবের মন্দির। -সংবাদচিত্র

ফালাকাটা

বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীকে ঘিরে এলাকায় হরিনামের আসর বসত, সপ্তাহব্যাপী হরিবাসর চলত। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে দধিকাঁদো খেলা ধুমধাম করে পালিত হত। পরবর্তীতে আচমকা ওই মোনাই বৈষ্ণব এলাকা থেকে চলে যান। মানুষ স্বপ্নাদেশে জানতে পারেন মোনাই বৈষ্ণব আসলে দেবতারূপী মানুষ ছিলেন।

অন্যদিকে, ওই স্থানের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ডাঙ্গি নদী। সেই নদীরও অনেক মাহাত্ম্য কথা প্রচলিত রয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে যে, এলাকার কোনও গৃহস্থের গাভির বাছুর জন্ম নিলে ডাঙ্গি নদীতে পুজোয় সন্তুষ্ট করতে হত। কেউ যদি সেই নিয়ম অমান্য করতেন তাহলে গোরুর বাছুরকে লুকিয়ে রাখতেন। মানত করলে ফের ফিরিয়ে দিতেন।

১৯৬৮ সালে এই দুর্গাপুজোর সূচনাকাল থেকে দুর্গার সঙ্গে তিন লোকদেবতার পুজো পরিচালনার রীতি রয়েছে। সেই বছরেই গন্ধেশ্বরী বর্মন ৮ ডেসিমাল জমি দান করেন মন্দির তৈরির জন্য। বর্তমানে সেখানে মন্দির তৈরি করেই চলছে পুজোপাঠ। সেই দিন থেকে আজও এই পুজোর কোনও রীতিতে হেরফের হয়নি। পুজোর প্রাক্তন সম্পাদক সগেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'মোনাই বৈষ্ণব স্থানের পুজো বহু পুরোনো। আমরা চাই এই পুজো আরও এগিয়ে যাক।' সমাজকল্যাণ সংঘের সম্পাদক আশিস রায় বলেন, 'সকলের সহযোগিতায় আমরা পুজো পরিচালনা করে আসছি।'

অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে বাধা বৃষ্টি

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : নাছোড় বৃষ্টিতে থমকে পাহাড়ের অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম। বর্তমান আবহাওয়ার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত যে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে সতর্ক গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। যে কারণে সোমবার প্যারাগ্লাইডিং চালুর কথা থাকলেও, তা শুরু হয়নি। বন্ধ রয়েছে কায়াকিং, স্নোরকেলিং, র‍্যাফটিং, ট্রেকিংয়ের মতো অ্যাক্টিভিটি।

যেমন পূর্ব ঘোষণা মতো দু'মাস পর সোমবার কালিম্পংয়ের ডেলোতে প্যারাগ্লাইডিং চালু হওয়ার কথা থাকলেও, তা হয়নি বিরামহীন বৃষ্টির জন্য। আবহাওয়া অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত এখানে প্যারাগ্লাইডিং চালু না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিটিএ। একইসঙ্গে জল বেড়ে যাওয়ায় ঘিস নদীতে বন্ধ রাখা হয়েছে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি। সান্দাকফু সহ বিভিন্ন রুটে ট্রেকিংয়ের অনুমতি দিচ্ছে না জিটিএ। জিটিএ'র পর্যটন বিভাগের ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, 'বৃষ্টির মরশুমে প্যারাগ্লাইডিং সহ পাহাড়ে যাতে কোনওরকম অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস না হয়, সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটলে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস চালুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' দুর্ঘটনা এড়াতেই এমন সিদ্ধান্ত বলে জিটিএ সূত্রে খবর। কালিম্পংয়ের অ্যাডভেঞ্চারের ট্যুরিজম ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রাজ প্রাজুলি বলেন, 'আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে আমরাও অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটিগুলি বন্ধ রেখেছি।'

পুরস্কৃত হলেন নিগমের কর্মীরা

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : নিজের কর্তব্য ভালোভাবে পালনের জন্য ড্রাইভার, কনডাক্টর, চেকিং স্টাফ সহ ৩৪ জন কর্মীকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। বুধবার কর্মীদের সেই তালিকা ঘোষণা করে নিগম। পুরস্কার হিসেবে সকলকে ১০ হাজার টাকার চেক, মেমেন্টো সহ অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে।

তালিকায় ১৯ জন ড্রাইভার, আটজন কনডাক্টর, চারজন মেকানিক এবং তিনজন চেকিং স্টাফ রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে শিলিগুড়ি ডিভিশন ও রায়গঞ্জ ডিভিশনে সবচেয়ে বেশি ১০ জন করে রয়েছেন। কোচবিহার ডিভিশনের চারজন ড্রাইভার, তিনজন কনডাক্টর সহ মোট নয়জন কর্মী রয়েছেন। বহরমপুর ডিভিশনে রয়েছেন মোট পাঁচজন। কোচবিহার ডিভিশনের নয়জন কর্মীকে বুধবার সন্ধ্যায় পুরস্কৃত করা হয়। শিলিগুড়ির কর্মীদের ১৯ সেপ্টেম্বর তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে পুরস্কৃত করা হবে।

পুজোর আনন্দ নেই পরিযায়ীদের পরিবারে

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বাতাসে শরতের গন্ধ। তবে পরিযায়ীদের পরিবারে সেই গন্ধ ফিকে। পুজোর আনন্দ নেই পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারে। কেউ বাইরে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। কেউ আবার অঙ্গ হারিয়ে শয্যাশায়ী। প্রত্যেকের বাড়িতে ছোট সন্তান রয়েছে। ফলে পুজোর পোশাক কেনা দূর, দু'মুঠো অন্ন সংস্থান করতে দিশেহারা অবস্থা পরিবারগুলির।

ক্রান্তির কাঁঠালগুড়ির হবিবর রহমান বাইরে কাজ করতে গিয়ে প্রায় ১০ মাস নিখোঁজ। কথা বলতে বলতে চোখ মুছছিলেন তাঁর মা হালিমা খাতুন। বৃদ্ধার আক্ষেপ, এদিকে কাজ করে বেশি টাকা রোজগার হলে ছেলেটাকে বাইরে যেতে হত না।

রাজাডাঙ্গার বারোঘরিয়ার তপন রায়ের কাহিনী করুণ। তামিলনাড়ুতে কাজ করতে গিয়ে দুই হাত, দুই পা খুইয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। কোম্পানি থেকে ক্ষতিপূরণের যা অর্থ পাওয়া গিয়েছিল চিকিৎসা করতেই সেই টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে ছোট দুই সন্তান রয়েছে। কারও পুজোর জামা হয়নি। বছর দুয়েক আগে মাল ব্লকের কুমলাইয়ের এক পরিযায়ী শ্রমিক সিকান্দার মাহাতো বহুতল থেকে পড়ে মারা যান। বাড়িতে স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে। স্ত্রী মিতু মাহাতো বলেন, 'পুজোর আনন্দ তাঁদের আর ভাবায় না।'

ক্রান্তির পার্কপাড়ার অমৃত সরকার বছরখানেক আগে মুম্বইয়ের এক বহুতল থেকে পড়ে গুরুতর জখম হন। দীর্ঘ তিন মাস চিকিৎসা করিয়ে এখন কিছুটা সুস্থ তিনি। পুজোর আনন্দ কী, জানে না তাঁর পরিবারও। রাজাডাঙ্গার কাঁঠালগুড়ির ডাবলু রায় কেরলে কাজ করতে গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় বাড়িতে ফেরেন। জমি বিক্রি করে চিকিৎসা করিয়েও বাঁচানো যায়নি তাঁকে। সন্তানকে হারিয়ে শোকে পাথর বৃদ্ধ বাবা-মা।

দক্ষিণ হাঁসখালির তারিকুল ইসলামও কেরলে পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে গুরুতর জখম হন তিনি। ক্রান্তি থানার মাঠের সামনে বাড়ি সুরেশ রায়ের। গতবছর নভেম্বর মাসে সিকিমে বহুতলে কাজ করতে গিয়ে মারা যান। মা, বাবা ও স্ত্রী রয়েছেন বাড়িতে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। কোনও আত্মীয়কে সংসারের গোপন কথা বলবেন না। ক্ষতি হতে পারে। বৃষ : অত্যধিক বিলাসিতার কারণে সঞ্চয়ে টান পড়তে পারে। কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ হতে পারে। মিথুন : সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়তি আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। কর্কট : পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির পরামর্শে বিকল্প আয়ের সন্ধান পেতে পারেন। সিংহ : অংশীদারি ব্যবসায় এখন বিনিয়োগ এড়িয়ে চলাই ভালো। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় অর্থের সংস্থান হয়ে যাবে। কন্যা : ভারী জিনিস তুলতে যাবেন না। কোমরে চোট লাগতে পারে। ব্যবসায় কর্মচারীর কারণে লোকসানের সম্ভাবনা। তুলা : সামাজিক কাজের মাধ্যমে যশ ও প্রতিপত্তি বাড়বে। দাম্পত্যে সমস্যা মিটে যাবে। নতুন সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। বৃশ্চিক : জমি কেনার আগে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। ধনু : সংসারের ব্যাপারে অন্য কাউকে নাক গলাতে দেবেন না। ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করুন। মকর : সৃষ্টিশীল কাজের পুরস্কার হিসেবে কোনও নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি। কুম্ভ : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তির যোগ। মীন : গোপন শত্রু থেকে সাবধান। পাওনা আদায় নিয়ে সমস্যা হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর আশা করতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ ভাদ্র, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১ আহিন, সংবৎ ১২ আশ্বিন বদি, ২৫ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৭, অঃ ৫।৩৭। বৃহস্পতিবার, দ্বাদশী রাত্রি ১২।২৬। পুষ্যানক্ষত্র দিবা ৯।৬। শিবযোগ রাত্রি ১২।৩৫। কৌলবকরণ দিবা ১২।৫৫ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২।২৬ গতে গরকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ৯।৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১২।২৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ১২।২৬ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ২।৩৪ গতে ৫।৩৭ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৩২ গতে ১।১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৯।৬ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৯।৬ মধ্যে নামকরণ দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৯।৬ গতে ২।৩৪ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ২।৩৪ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৮ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।০ গতে ৯।১৯ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ৩।৭ মধ্যে ও ৩।৫৬ গতে ৫।২৮ মধ্যে।

অ্যাফিডেভিট

আমি Neha Bahety স্বামী Gaurav Bihani, ঠিকানা- Flat-B2, পার্ক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, পঞ্চায়েতি হাউজিং কমপ্লেক্স, 2nd মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-734001, প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শিলিগুড়ি 4th কোর্টের অ্যাফিডেভিট No.-4821, Date-16.09.25 দ্বারা Neha Bahety থেকে Neha Bihani নামে পরিচিত হলাম। Neha Bahety ও Neha Bihani এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117993)

ABRIDGE e-TENDER NOTICE

Divisional Manager, Alipurduar Forest Corporation Division has invited e-Tender for the following work at Silabristi to Dolong Bridge & Saitantala to Dudua Bridge Chainage 83.340 Km to 113.200 Km. NH31D under NHAI 1. NIT No.: 01/AFCD Timber/2025-26. Bid Start- 18.09.2025 and End- 02.10.2025. Note: **For details see wbtenders.gov.in**

S.Ghosh, WBFS
Divisional Manager
Alipurduar Forest Corporation Division

Notice

আম-মোক্তার দলিল নং :- IV-34/2017, dt-06/02/2017, D.S.R MALDA. **সম্পত্তির বিবরণ :-** জেলা- মালদা, থানা- রতুয়া মৌজা- বাথরা, জে.এল.নং- ১২৪, দাগ নম্বর- ৪২১ এলআর খতিয়ান নং- ৫০৬, মোট জমির পরিমাণ ৪৩ শতক। **আম-মোক্তারনামা গ্রহীতা :-** শ্রী শ্যামল দাস, পিতা- স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ দাস, সাং ও পোস্ট :- পরানপুর থানা :-পুখুরিয়া, জেলা :- মালদহ, ভারতীয় নাগরিক। **আম-মোক্তারনামা দাতা :-** শ্রী সুব্রত কুমার দাস, পিতা- স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ দাস, সাং ও পোস্ট :- পরানপুর থানা :- পুখুরিয়া, জেলা :- মালদহ, ভারতীয় নাগরিক।

উপরোক্ত সম্পত্তির ক্রয় বিক্রয়ের উপর যদি কোনও রকম আপত্তি থাকে তাহলে আগামী একমাসের মধ্যে রতুয়া-১ বি.এল অ্যান্ড এল.আর অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sajlur Rahaman(Advocate)
Malda Bar Association
Malda, 732101
Enrollment no- WB/147/2017.

NOTICE

আম- মোক্তার দলিল নং:- IV-011/2014, dt- 25/07/2014 - A.D.S.R RATUA **সম্পত্তির বিবরণ:-** জেলা- মালদা, থানা- রতুয়া মৌজা- ফরিদপুর, জে.এল.নং- ১১৫, দাগ নম্বর- ৬৯, এল.আর খতিয়ান নং- ২৫৬,২৫৭, মোট জমির পরিমাণ ১১৬ শতক। **আম-মোক্তারনামা গ্রহীতা:-** শ্রী ফজলে বাসেদ শেখ সিরাজুদ্দিন আহমেদ, পিতা- হাজী সেখ বাদিরুদ্দিন, সাং ও পোস্ট:- বাহারাল, থানা:- রতুয়া জেলা :- মালদহ, ভারতীয় নাগরিক। **আম-মোক্তারনামা দাতা:-** ১) শ্রী অরিন্দম রায় ২) অম্লান রায় উভয়ের পিতা সিতেশ চন্দ্র রায় ৩) সুশীল চন্দ্র রায় পিতা শরৎচন্দ্র রায় ত্রয়ের সাং - আটগামা বলরামপুর মাধবপাড়া, পোস্ট - বাহারাল, থানা - রতুয়া জেলা - মালদা ভারতীয় নাগরিক।

উপরোক্ত সম্পত্তির ক্রয় বিক্রয়ের উপর যদি কোনও রকম আপত্তি থাকে তাহলে আগামী এক মাসের মধ্যে রতুয়া-১ বি.এল অ্যান্ড এল.আর অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sajlur Rahaman (Advocate)
Malda Bar Association
Malda, 732101
Enrollment no- WB/147/2017

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে দোকানের কাজের জন্য কর্মঠ পুরুষ কর্মী চাই। কাজের সময়- 8 A.M. - 8 P.M.। বেতন: ৮৫০০/-। (M) 7797709455. (C/117992)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি Moriom Khatun আমার একটি Diploma in General Nursing Midwifery Certificate (Reg no- 73133 NM) হারিয়ে গেছে, কেউ যদি পেয়ে থাকেন দয়া করে 7076605869 এই Number এ যোগাযোগ করুন। (C/118266)

অ্যাফিডেভিট

I, Akramul Hoque, পিতা Md. Sahidul বিভিন্ন কাগজপত্রে নাম ভুল থাকায় ১৮/০৭/২০২৫ তারিখে মেখলিগঞ্জ E/M কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে নাম Akramul Hoque হলাম।

•

আমি Narayan Chandra Roy, S/O- Lt. Golak Chandra Roy, আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড ও কাস্ট ও মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড No- 011-341 এ আমার বাবার নাম ভুল বশত Gokul Chandra Roy এবং আমার ভোটার কার্ডে Golak Roy থাকায় গত 8/09/2025 এ E.M. বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে, এবং আমার বাবার মৃত্যু সার্টফিকেটেও (D/2025/0114345) Golak Roy থাকায়, সঠিক করে Lt. Golak Chandra Roy করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118267)

•

I Anup Sarkar S/O- Late Manoranjan Sarkar Sunny Park, Ward No- 28, PS.- English Bazar Po & Dist- Malda- 732101 do here by declare that I have changed my name from Anup Sarkar to Anup Kumar Sarkar and henceforth I shall be known as Anup Kumar Sarkar in all Purpose, vide affidavit no- 7385 sworn before the Notary Public at Malda on 16.09.2025. Anup Kumar Sarkar and Anup Sarkar both are same and one identical Person. (M/115431)

E-TENDER NOTICE

NIT No: 09/10/11/12/13/14/NKT/APAS/25-26 fund: APAS is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 19/09/25 [FOR NIT-09] & 26/09/25 [FOR NIT-10] & 25/09/25 [FOR NIT-11/12/13/14] TIME UPTO 5:55 PM. The details of the NIT may be viewed & downloaded https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer & BDO
Nagrakata Panchayet Samity

कार्यालय कमाण्डेंट : 91 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, महेशपुर, रायगंज
जिला - उत्तर दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल)

नीलामी सूचना

91 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल के नकारा घोषित भण्डारों का सार्वजनिक नीलामी दिनांक 06/10/2025 को प्रात: 1000 बजे बटालियन मुख्यालय, 91 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, महेशपुर, जिला- उत्तर दिनाजपुर (प0 बंगाल) में किया जाएगा।

2. सभी इच्छुक पार्टियां धरोहर अग्रिम राशि रु0 10,000/-. (रुपये दस हजार मात्र) जमा करने के पश्चात नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी के नियम व शर्तें नीलामी करवाने वाली समिति के द्वारा नीलामी स्थल पर घोषित की जाएगी।

CBC-19110/11/0069/2526

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অর্থাভাবে বন্ধের মুখে হরিজনদের পুজো

শেখ পান্না

রতুয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর : অর্থের অভাবে বন্ধ হতে বসেছে প্রায় ৭৫ বছরের রতুয়া-১ ব্লকের সামসী হরিজন সম্প্রদায়ের পুজো। হরিজন সম্প্রদায় বলেই তাঁরা পুজোর জন্য অর্থ সহযোগিতা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। তাই বাধ্য হয়ে এ বছর দুর্গাপুজো বন্ধ করতে হচ্ছে।

রতুয়া-১ নম্বর ব্লকের সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের রতনপুর গ্রামের হরিজনপাড়ায় বসবাস করেন কয়েকটি হরিজন পরিবার। প্রায় ৭৫ বছর আগে এই পুজো শুরু করেছিলেন পাড়ার বাসিন্দারা। তবে দুর্গাপুজো শুরু করার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন রাধিকা হরিজন। তিনি নিজের জমিতে একটি অস্থায়ী টিনের চালার নীচে শুরু করেছিলেন পুজো। তবে তাঁর প্রয়াণের পরেও পুজো চালিয়ে আসছিলেন হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষ। সেখানে প্রতিদিন মায়ের পুজো করেন মহিলারা। গত বছর পর্যন্ত প্রতিমা গড়ে ধুমধাম করে পুজোর আয়োজন হয়েছে। কিন্তু এবছর অর্থের অভাবে সেই পুজো বন্ধের মুখে। পাড়ার সবাই চাইছেন কেউ তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁদের একটু সাহায্য করুন।

রাধিকা হরিজনের পুত্রবধূ বিভা হরিজন বলছেন, 'এই পুজোর বয়স প্রায় ৭৫ বছর।

এভাবেই টিনের চালার নীচে পুজো হয়ে আসছে।

আমার শ্বশুরমশাই এই পুজো চালু করেছিলেন। এখানে প্রতিমা তৈরি করার কারিগরের ঠিক নেই, যখন যাকে পাওয়া যায় তাঁকে দিয়েই প্রতিমা গড়াই। কিন্তু এই এলাকার কোনও পুরোহিত আমাদের পুজো করতে চান না। তবে কেন, সেটা জানি না। আমরা স্থানীয় পুরোহিতদের হাতে-পায়ে ধরেছি কিন্তু কেউ পুজো করেননি। তাই পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারের কাটিহার থেকে পুরোহিত ডেকে পুজো করাতাম।

এবার টাকাপয়সা নেই। কেউ চাঁদা দিচ্ছেন না। পঞ্চায়েত কিংবা ব্লক অফিস থেকে কোনও সাহায্য পাচ্ছি না। মুখ্যমন্ত্রী বড় বড় ক্লাবে টাকা দিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের দিকে তাঁর নজর নেই! বাধ্য হয়ে পুজো বন্ধ করতে হয়েছে।' এবার পুজো বন্ধ হওয়ার কারণে পাড়ার আট থেকে আশি সবার মন খারাপ।

এই বিষয়ে সামসী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মনীষা দাস বলেন, 'হরিজনপাড়ার বাসিন্দাদের যাতে আর্থিক উন্নয়ন হয় তার জন্য আমি তাঁদের নিয়ে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি। অর্থের কারণে তাদের পুজো এ বছর বন্ধ করতে হচ্ছে, এই খবর আমার কাছে ছিল না। এই বিষয়ে আমি কথা বলব। আমার পক্ষে যতটা সাহায্য করা সম্ভব অবশ্যই করব। এখন আগের সেই যুগ নেই। হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষও এখন উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছেন, অনেকে সরকারি দপ্তরে উচ্চপদে কাজ করছেন। অন্য সবার মতো তাঁদেরও দুর্গাপুজো করার সমান অধিকার রয়েছে।'

আড়িনা গ্রামে শামুকখোলের বাসা।

প্রশাসনিক উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ 'হাজার পাখির গ্রাম'

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : কুমারগঞ্জ ব্লকের প্রত্যন্ত আড়িনা গ্রাম একসময় 'হাজার পাখির গ্রাম' নামে পরিচিত হয়েছিল। একটা সময়ে এই হরেকরকমের পাখির আগমন এই গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে আশীর্বাদ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁরাই অতিষ্ঠ।

প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণে গ্রামের পরিবেশ নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠায় নানা সমস্যার মুখে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। এই প্রসঙ্গে সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধনো রায় বলেন, 'গত দুই বছর ধরে আমি প্রধান রয়েছি। এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আমাকে কেউ কিছু জানায়নি। এলাকার যিনি পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছেন, তিনিও কিছু বলেননি। বিষয়টি খোঁজ নেব। প্রয়োজনে স্বাস্থ্য দপ্তর এবং পঞ্চায়েতের ভিসিটি-ভিআরটি টিমকে কাজে লাগানো যাবে।'

প্রায় দেড় দশক আগে শয়ে-শয়ে শামুকখোল, রাজচোরা, পানকৌড়ি, মাছরাঙা, নাইট হেরন, ব্ল্যাক ও গ্লসি আইবিস প্রজাতির পাখি ভিড় জমাতে শুরু করে এই গ্রামে। বড় বড় আম, জাম, কাঁঠালের গাছকে এবং বাঁশের ঝাড়গুলোকে নিজেদের ঠিকানা বানায় তারা। সাধারণত বর্ষার শুরুতে এদের আগমন হয়, শীত নামলে এরা আবার চলেও যায়। ভিনদেশি পাখিদের দেখতে একটা সময় ভিড় জমত পর্যটকদের। বেশ কয়েক বছর আগে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও গঠিত হয়েছিল।

গ্রামবাসীরা মনে করেছিলেন, এবারে হয়তো পাকা রাস্তা, অতিথিশালা, পর্যটনকেন্দ্র, এমনকি পাখিদের খাবারের জন্য পুকুর সংস্কারের মতো উদ্যোগ নেবে প্রশাসন। কিন্তু কোনওকিছুই হয়নি। পর্যটকের আনাগোনা কমে গিয়েছে। সরকারের তরফে কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। বরং পাখিদের মলমূত্রে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। অনেকেই ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। কারও কারও বমিও হচ্ছে। যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি একটা সময়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, তাঁরাও কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। গ্রামবাসীর দাবি, পরিযায়ী পাখি ও মানুষের সহাবস্থান রক্ষায় এখনই প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। না হলে দুর্ভোগ বাড়বে এলাকার বাসিন্দাদের।

তিনদিন পেরোলেও অধরা অভিযুক্তরা

রতুয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর : মালদার রতুয়া থানার বাহিরকাপে এক নিঃসন্তান দম্পতিকে বাড়িতে ঢুকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। সোমবারের সেই ঘটনায় দুই ভাই সহ তিনজনের নাম জড়িয়েছে। তাঁরা এখনও অধরা। ওই ঘটনায় জখম বিবি নুরফুন তিনদিন ধরে রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্বামী বাদিরুদ্দিনের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। সোমবারই অভিযুক্ত সামিরুল, তাঁর ভাই আশরাফুল ও বাবা মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছেন বাদিরুদ্দিন। সামিরুল অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। আর রতুয়া থানার আইসি বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।'

পেশায় টোটোচালক বাদিরুদ্দিন সোমবার সকালে ওই এলাকা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন বাড়িতে। সেসময় প্রতিবেশী অভিযুক্ত সামিরুল বাদিরুদ্দিনকে নিঃসন্তান হওয়া নিয়ে কটূক্তি করেন। প্রতিবাদ করতেই সামিরুল তেড়ে এসে গালিগালাজ করেন। পরে আবার বাড়িতে চড়াও হয়ে বাদিরুদ্দিনকে বাইকের চাবি দিয়ে আঘাত করতে থাকেন। সেসময় তাঁর স্ত্রী বিবি নুরফুন স্বামীকে রক্ষা করতে এলে তাঁকেও মাটিতে ফেলে মারতে থাকেন অভিযুক্তরা। স্থানীয়রা জড়ো হতেই তাঁরা পালিয়ে যান।

আক্রান্ত মহিলার দেওর জাকির হোসেন বলেন, 'দাদা-বৌদি নিঃসন্তান। এনিয়ে হামেশাই রাস্তাঘাটে কটূক্তি করতেন সামিরুল ও তাঁর পরিবার। কটূক্তির প্রতিবাদ করাতেই তাঁরা দাদা-বৌদিকে আক্রমণ করে। ওদের শাস্তি চাই।'

দুই দশক পর ফের গঙ্গার তাণ্ডব, বিপর্যস্ত বৈষ্ণবনগর

অবরোধ ভাঙন দুর্গতদের

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৭ সেপ্টেম্বর : বুধবার সকালে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নদীগর্ভে তলিয়ে গেল কালিয়াচক-৩ ব্লকের বৈষ্ণবনগরের বহু এলাকা। গঙ্গার ভাঙনে ভেঙে পড়ে শিমুলতলার পুরোনো বাঁধের কিছু অংশ। ফলে আশপাশের গ্রামগুলিতে জল ঢুকে পড়ে। আতঙ্কে চার থেকে পাঁচশো পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। কেউ শিমুলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, কেউ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে, কেউ আবার স্থানীয় মাদ্রাসায় আশ্রয় নিয়েছেন। তবে তাঁদের প্রশ্ন, এই আশ্রয়ই বা কতদিন?

এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা এদিন সকাল ৯টা থেকে বৈষ্ণবনগর টাউনশিপ সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। প্রায় তিন ঘণ্টা অবরোধে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দূরপাল্লার বাস থেকে শুরু করে স্থানীয় যানবাহনও থমকে যায়। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন গ্রামবাসী।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান কালিয়াচক-৩ ব্লকের বিডিও সুকান্ত শিকদার ও বৈষ্ণবনগর থানার আইসি বিপ্লব হালদার। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মাসিদুর রহমান ও কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি আজিজুর রহমানও।

বাড়ি ভেঙে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে পদক্ষেপ করা হবে। তবে দুর্গতদের বক্তব্য, জেলা প্রশাসক ও ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্টের জেনারেল ম্যানেজার সরেজমিনে না এলে তাঁদের কোনও ভরসা নেই।

টাউনশিপ মোড়ে দাঁড়িয়ে জাকির হোসেন বলেন, 'আমার ভিটেমাটি নদীতে চলে গিয়েছে। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে রাস্তায় ঘুরছি। সরকার দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক।'

দুই দশক পর আবারও গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙনে বিপর্যস্ত হল কালিয়াচক-৩ ব্লক। বৈষ্ণবনগর বিধানসভার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিহারীটোলা, শিমুলতলা এবং আজমটোলার বিস্তীর্ণ এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রাতারাতি ভিটেমাটি, ঘরবাড়ি, এমনকি জমিও নদী গিলে নিচ্ছে। আজিমটোলা, আতাটোলা, প্রহ্লাদটোলা, হজরতটোলা সহ অন্তত তিন-চারটি গ্রাম প্লাবিত হওয়ার মুখে। দেড়শোর বেশি পরিবার ইতিমধ্যেই বাস্তুচ্যুত। বাসিন্দা মোবারক আলি বলেন, 'প্রতিবার ভাঙন হলে প্রশাসন আসে, ছবি তোলে আর চলে যায়। এবার যদি স্থায়ী বাঁধ না হয়, তাহলে আমরা বাঁচব না।' হজরতটোলার ঘর গোছাতে গোছাতে হাফেজা বিবি বলছিলেন, 'আমাদের ঘর নেই, খাবার নেই। ছেলেমেয়েদের কোথায় নিয়ে যাব?'

পুজোর ক'দিন আগে এই ভয়াবহ ভাঙন স্থানীয়দের আরও বেশি বিপাকে ফেলেছে। ঘরবাড়ি হারিয়ে ভিটেমাটিহীন পরিবারগুলো অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছে। বিডিও সুকান্ত শিকদার বলেন, 'প্রশাসন ভাঙন এলাকার মানুষের পাশে রয়েছে। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

বধূর মৃত্যু

মালদা, ১৭ সেপ্টেম্বর : কার্বলিক অ্যাসিড খেয়ে বুধবার ইংরেজবাজারের সুকান্তপল্লি এলাকার এক বধূর মৃত্যু হয়েছে। মৃত মহিলা সুমিত্রা মণ্ডলের (৩৫) পরিবারের তরফে এবিষয়ে কোনও অভিযোগ দায়ের না করা হলেও, মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলায় তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। সুমিত্রার ভাই নারায়ণ মণ্ডল জানান, তাঁদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরেই সুমিত্রার শ্বশুরবাড়ি। তাঁর জামাইবাবুর জুয়া খেলার নেশা ছিল। সংসারে টাকা না দিয়ে জুয়ায় টাকা হারাতেন তিনি। প্রতিবাদ করায় এদিন সুমিত্রাকে স্বামীর হাতে মার খেতে হয়। এরপরই তিনি বাড়িতে থাকা কার্বলিক অ্যাসিড খেয়ে নেন।

বজ্রাঘাতে হত

পুরাতন মালদা, ১৭ সেপ্টেম্বর : যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের গুয়াবাড়ি গ্রামে বুধবার বজ্রাঘাতে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম খুশিত সরকার। খুশিত ফুল তুলতে গিয়েছিলেন। তখন আচমকা বাজ পড়লে তিনি গুরুতর আহত হন। মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

LIC
ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
ভারতীয় জীবনবীমা নিগম
জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল অফিস, ওএস ডিপার্টমেন্ট, "জীবন প্রকাশ", শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১০১, দূরভাষ : (০৩৫৬১) ২৫৫৪৪২
ই-মেল : os.jalpaiguri@licindia.com, ওয়েবসাইট : www.licindia.in/tenders

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে ডিজেল সহ ধোঁয়াবিহীন/শব্দবিহীন/ধ্বনিবিহীন ডিজেল জেনারেটর সেটের এসআইটিসি-র জন্য

এলআইসি অফ ইন্ডিয়া, জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল অফিস, দুই-বিড ব্যবস্থায় বিভিন্ন অফিসের জন্য মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে ডিজেল সহ বিভিন্ন ক্ষমতার ধোঁয়াবিহীন/শব্দবিহীন/ধ্বনিবিহীন ১৫টি ডিজেল জেনারেটর সেট ভাড়ার জন্য যোগ্য টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে বিড আহ্বান করছে। **বিড জমা দেওয়ার মেয়াদ ১৮.০৯.২০২৫ থেকে ১৬.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত।** আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট www.licindia.in/tenders-তে লগ অন করুন বা উপরের ঠিকানায় ওএস ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এলআইসি অফ ইন্ডিয়া কোনো কারণ ছাড়াই যে কোনও বা সকল অফার সম্পূর্ণ/আংশিকভাবে গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছে।

দ্রষ্টব্য : উপরের টেন্ডারের ক্ষেত্রে যে কোনো সংশোধনী/তারিখ সম্প্রসারণ শুধুমাত্র ওয়েবসাইট https://www.licindia.in-তে দেওয়া হবে এবং সংবাদপত্রে কোনো আলাদা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে না।

তারিখ : ১৮.০৯.২০২৫ সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার

চোলাই পাচারে গ্রেপ্তার ১

রায়গঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিহারে চোলাই পাচার করতে গিয়ে বাংলা-বিহার সীমানা থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করল আবগারি দপ্তর। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২০ লিটার চোলাই ও একটি মোটরবাইক। মঙ্গলবার গভীর রাতে বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের নাগর নদীর ঘাট থেকে পাকড়াও করা হয়েছে সুধীর রবিকে। তাঁর বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের পারধা গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

বিশেষভাবে সক্ষমকে মার

পতিরাম, ১৭ সেপ্টেম্বর : বালুরঘাট ব্লকের গোপালবাটির রাজারামপুরে বিশেষভাবে সক্ষম তরুণ নয়ন বর্মনকে মারধরের অভিযোগ উঠল। সোমবার সন্ধ্যায় কুকুর তাড়ানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার চার তরুণ নয়ন এবং তার বোনের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। আহত নয়নকে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসার পর ছুটি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার তাঁর বাবা পরশ বর্মন পতিরাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

সাপের ছোবল

মালদা, ১৭ সেপ্টেম্বর : সাপের ছোবলে মৃত্যু হল কালিয়াচক থানার অন্তর্গত চরি অনন্তপুর এলাকার এক বধূর। মৃত বধূর নাম চন্দনা মণ্ডল (৩৮)। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলায় ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

গত মঙ্গলবার ভোরে একটি বিষধর সাপ চন্দনার বাঁ পায়ে ছোবল দেয়। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় গতকাল তাঁকে সিসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়। বুধবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মণ্ডপে চমক

মডেল দেখতে ভিড় দর্শনার্থীদের। রায়গঞ্জে এনবিএসটিসির বিশ্বকর্মাপুজোয়। ছবি : দিবাকর সাহা।

চালে পোকা, র‍্যাশন সামগ্রী ফেরত

আজাদ

মানিকচক, ১৭ সেপ্টেম্বর : নিম্নমানের সামগ্রী বিলি করছেন র‍্যাশন ডিলার। যে চাল দিচ্ছে তার মধ্যে পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বহুদিন ধরে এমন জিনিস গ্রামবাসীর মধ্যে বিলি করায় তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বুধবার তাঁরা গাড়ি ভর্তি র‍্যাশন সামগ্রী ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ জানান। ঘটনাটি মানিকচকের নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিপুর এলাকার।

দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসী ওই র‍্যাশন দোকান মালিকের বিরুদ্ধে নিম্নমানের সামগ্রী বিলি করার অভিযোগ জানাচ্ছিলেন। এমনকি বিলি করা খাদ্যসামগ্রী যে খাওয়ার অযোগ্য তা স্বীকার করেছেন খোদ ওই র‍্যাশন ডিলার অমল সাহা। তিনি বলেন, 'সরকার থেকে আমাদের এরকম খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। র‍্যাশনের চালের মধ্যে হামেশা পোকা দেখা যাচ্ছে। আমরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তা সত্ত্বেও কোনও পরিবর্তন হয়নি। নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী পাঠানো হচ্ছে। আমাদের কিছু করার নেই।'

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবাশিস মণ্ডল পৌঁছান। প্রধানের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। গ্রামবাসীর এই প্রতিবাদকে সমর্থন করে দেবাশিস বলেন, 'গ্রামবাসীর অভিযোগ একদম সত্যি। পোকাযুক্ত চাল দিনের পর দিন বিলি করা হচ্ছে। এই এলাকার মানুষ এখন জলবন্দি। বর্তমানে তাঁদের উপার্জন নেই বললে চলে। এরকম অবস্থায় যদি এমন নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী বিলি করা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়া খুব স্বাভাবিক।' তিনি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানান, এই এলাকায় যাতে সঠিকমানের র‍্যাশন সামগ্রী বিলি করা হয়।

হরিপুরে বিক্ষোভ

নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিপুর এলাকায় র‍্যাশনের সামগ্রী বিলি করতে গিয়েছিলেন র‍্যাশন ডিলার অমল সাহা

চালের মধ্যে পোকা থাকায় তা নিতে অস্বীকার করেন গ্রামবাসী

দীর্ঘক্ষণ র‍্যাশন ডিলার ও গাড়ি ভর্তি র‍্যাশন সামগ্রী আটকে রাখেন গ্রামবাসী

বাধ্য হয়ে র‍্যাশন ডিলার সামগ্রী বিলি না করে গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান

নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিপুর বন্যাকবলিত এলাকার মধ্যে পড়ে। কালিন্দ্রী ও ফুলহর এই দুই নদীর জলস্ফীতি হলে গ্রামের বাসিন্দারা জলবন্দি হয়ে পড়েন। বর্তমানে তাঁরা জলবন্দি। এমন পরিস্থিতিতে বুধবার দুয়ারে র‍্যাশন প্রকল্পে গ্রামবাসীর মধ্যে র‍্যাশন সামগ্রী বিলি করতে এসেছিলেন র‍্যাশন ডিলার অমল। ওই র‍্যাশন সামগ্রী বিলি করার সময় গ্রামবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ফের চালের মধ্যে পোকা দেখে তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই চাল খাওয়ার অযোগ্য বলে তাঁরা প্রতিবাদ করেন। এরকম নিম্নমানের র‍্যাশন সামগ্রী তাঁরা গ্রহণ করবেন না বলে জানিয়ে দেন র‍্যাশন ডিলারকে। বিক্ষোভ দেখিয়ে র‍্যাশন সামগ্রী বিলি বন্ধ করে দেন গ্রামবাসী। এমনকি দীর্ঘক্ষণ ধরে র‍্যাশন ডিলার ও গাড়ি ভর্তি র‍্যাশন সামগ্রী আটকে রাখেন তাঁরা। দীর্ঘক্ষণ আটক থাকার পর গ্রামবাসীর চাপে পড়ে গাড়ি ভর্তি র‍্যাশন সামগ্রী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হন র‍্যাশন ডিলার। ঠিকঠাক মানের সামগ্রী বিলি না হলে আগামীদিনে গ্রামবাসীরা আরও বড় আকারে বিক্ষোভ দেখাবেন বলে হুমকি দেন।

টুকরো খবর

নিহত বালিকা

করণদিঘি, ১৭ সেপ্টেম্বর : করণদিঘি থানার বিলাসপুর এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল নয় বছরের নাবালিকার। গুরুতর জখম অবস্থায় রায়গঞ্জের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন নাবালিকার বাবা ও তার ভাই।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মৃত নাবালিকার নাম শামসেদা খাতুন (৯)। বাড়ি করণদিঘি থানার রসাখোয়া সংলগ্ন ভোপলা এলাকায়। মৃত ওই নাবালিকা স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী ছিল। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ মামার বাড়ি থেকে বাবা শেখ শামসুদ্দিনের সঙ্গে মোটরবাইকে করে ফিরছিল ওই নাবালিকা। সঙ্গে তার ভাই শেখ শামসুল ছিল। তখন কনটেনারের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় শামসেদা। গুরুতর আহত হয়েছিলেন বাবা শামসুদ্দিন ও ভাই শামসুল। তিনজনকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা শামসেদাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি দুজনকে রায়গঞ্জের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়।

গাঁজা সহ ধৃত

মালদা, ১৭ সেপ্টেম্বর : ৩৩ কেজি গাঁজা সহ জলপাইগুড়ির তিন কারবারিকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেপ্তার করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন। বুধবার ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের আর্জি জানায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

ফাঁসে মৃত্যু

বুনিয়াদপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : বংশীহারী দাউদপুর কলোনি এলাকায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যু হয়েছে বিজয় সরকার (২৬) নামে এক তরুণের। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বাড়ির পাশে থাকা গোডাউনে কাঠের ফ্রেমে গলায় গামছা দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে নিজেকে শেষ করে দেন ওই তরুণ। মৃত্যুর কারণ অবশ্য জানা যায়নি।

জলে ডুবে

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : বুধবার হরিশ্চন্দ্রপুরে জলে ডুবে মৃত্যু হল বিহারের এক শ্রমিকের। মৃত শ্রমিকের নাম লক্ষ্মণ সাহানি (২৭)। মৃত শ্রমিকের বাড়ি বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলা এলাকায়। হরিশ্চন্দ্রপুরে মাখনা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের কাজে নিযুক্ত ছিলেন ওই ব্যক্তি। এদিন সকালে বারোদুয়ারি এলাকার রামনগর গ্রামে একটি পুকুরে ওই ব্যক্তির দেহ ভেসে থাকতে দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। তড়িঘড়ি স্থানীয় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

অবাক চোখে।। আলিপুরদুয়ারের চারমাইলে ছবিটি তুলেছেন অরূপ সরকার।

পাঠকের লেন্সে 8597257680 picforubs@gmail.com

চাঁচলের নার্সিংহোমে বিক্ষোভ মৃতের পরিবারের

মৃত্যুতে চিকিৎসার গাফিলতি

মুরতুজ আলম

চাঁচল, ১৭ সেপ্টেম্বর : চিকিৎসায় গাফিলতিতে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে এই অভিযোগ তুলে বুধবার চাঁচলের কলেজ মোড় সুইমিং পুল পার্শ্ববর্তী এলাকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে বিক্ষোভ দেখান মৃতার পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা। নার্সিংহোমের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। দু'পক্ষের মধ্যে তীব্র বচসা বাধে। দীর্ঘক্ষণ রাজ্য সড়কে মৃতদেহ শুইয়ে রাখা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশবাহিনী। যদিও নার্সিংহোমের কর্ণধার জিয়াউল বারি অভিযোগটি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর পালটা দাবি, নার্সিংহোমে ভাঙচুর চালানো হয়েছে।

সোমবার চাঁচলের খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের কেন্দুয়া এলাকার বাসিন্দা এমি খাতুনের (২৪) প্রসবযন্ত্রণা হওয়ায় তাঁকে ওই নার্সিংহোমে ভর্তি করে পরিবার। অস্ত্রোপচার করেন চিকিৎসক বিশ্বজিৎ রায়। এমি এক কন্যাসন্তান প্রসব করেন। তবে ক্রমেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। কোনওভাবেই বন্ধ হচ্ছিল না রক্তক্ষরণ। এরপর মঙ্গলবার রাত দুটো নাগাদ চিকিৎসক এমিকে মালদার একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করে দেন। কিন্তু অবস্থা সংকটজনক থাকায় সেখানের চিকিৎসকরাও এমিকে বেশিক্ষণ ভর্তি না রেখে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলে। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেই এমির মৃত্যু হয়।

মালদা থেকে মৃতদেহ নিয়ে এসে বুধবার চাঁচলের ওই নার্সিংহোমের গেটের সামনে নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁর পরিজনরা। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের তীব্র বচসা শুরু হয়। পরে পুলিশের সঙ্গেও বচসা বাধে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, সঠিকভাবে অস্ত্রোপচার হয়নি। সেকারণেই রক্তক্ষরণ থামেনি। প্রসূতির মৃত্যু হলেও সদ্যোজাত শিশুকন্যাটি সুস্থ রয়েছে। এর আগেও ওই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পরিকাঠামোগত ত্রুটির অভিযোগ উঠেছিল। নার্সিংহোমে আইসিইউ নেই। কিছুদিনের জন্য নার্সিংহোমটি সিল করে দিয়েছিল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। তারপর ফের নতুন করে সেটি চালু হয়। প্রশ্ন, সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামো ছাড়া কীভাবে ওই নার্সিংহোমটি চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে?

মৃতার মামা লতিফুর রহমানের সাফ বক্তব্য, 'অস্ত্রোপচারের পর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়নি। সন্তান জন্ম দেওয়ার পর থেকে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছিল। রোগীর অবস্থা ক্রমশ অবনতি হতে থাকলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মালদা রেফার করে দেন। চরম অব্যবস্থাপনা, অবহেলা ও চিকিৎসার গাফলতির কারণেই মৃত্যু হয়েছে।' মৃতার প্রতিবেশী কাজি আতাউর রহমান আবার সরাসরি চিকিৎসক বিশ্বজিৎ রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, 'ভুল জায়গা কেটে দেওয়ার রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়নি। অস্ত্রোপচার ঠিকমতো হয়নি। চিকিৎসার গাফিলতিতেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে।'

নার্সিংহোমের কর্ণধার যদিও বলছেন, 'নার্সিংহোমে সব পরিষেবাই পাওয়া যায়। রোগীর আত্মীয়রা আচমকা এসে নার্সিংহোমে হামলা করেছে। ভাঙচুর চালিয়েছে। আমরা বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি।'

তবে চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে পদক্ষেপ করা হবে।

রাজ্য সড়ক অবরোধে মৃতের পরিবারের লোকজন। -সংবাদচিত্র

উত্তেজনা

- চাঁচলের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা
- রাজ্য সড়কে মরদেহ শুইয়ে রেখে বিক্ষোভ, নার্সিংহোমের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয় মৃতের পরিবার
- অভিযোগ অস্বীকার করে নার্সিংহোম কর্ণধারের দাবি, ভাঙচুর চালানো হয়েছে
- ঘটনাস্থলে পুলিশের বিশাল বাহিনী যায়, তবে এখনও পর্যন্ত অভিযোগ দায়ের হয়নি

শিক্ষক বদলিতে বেনিয়মের অভিযোগ

সুবীর মহন্ত ও জয়ন্ত সরকার

বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিক শিক্ষকদের বদলির ক্ষেত্রে উঠল অবৈধ ও বেনিয়মের অভিযোগ। রাজনৈতিক কারণে কয়েকজন শিক্ষককে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছে বলেও সরব হয়েছে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। সংগঠনের অভিযোগের আঙুল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদার দিকে। বামপন্থী সংগঠনের তরফে এমন বদলি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বামেদের মতো সরাসরি অভিযোগ না তুললেও, স্বচ্ছতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তৃণমূল শিক্ষক নেতারা। যদিও সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়ে সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ বলছেন, 'শিক্ষার স্বার্থ ও নিয়ম মেনেই বদলি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। শিক্ষক সংগঠনগুলি অভিযোগ করতেই পারে। তবে তাদের অভিযোগ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই।'

একসঙ্গে ৫২ জন প্রাথমিক শিক্ষককে বদলি করা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। একজন শিক্ষক না থাকা বা যে স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন, এমন স্কুলগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। পড়ুয়া অনুপাতে যে স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি, সেখান থেকে শিক্ষক নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে ৫ অগাস্ট পাঠানো নির্দেশিকায়। এর পরেই বদলি প্রক্রিয়ায় জোর দেয় জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। মঙ্গলবার ৫২ জনের বদলি সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়। অভিযোগ, বদলির তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে সোমবার অফিস টাইমের বাইরেও অনেক রাত পর্যন্ত কাজ হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদে। সেখানে সংসদ চেয়ারম্যান, কর্মীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল শিক্ষক নেতারা। সরকারি কাজে তৃণমূল শিক্ষক নেতাদের কী ভূমিকা, কেনই বা তাঁরা রাতে সংসদে ছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মঙ্গলবার প্রতিটি সার্কেলে বদলি সংক্রান্ত তালিকা পৌঁছাতেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। দুর্নীতি ও বেনিয়মের অভিযোগ তোলা হয়।

এমনই অভিযোগ তুলে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক শংকর ঘোষ বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী জেলায় শিক্ষক বদলির মতো সিদ্ধান্ত এককভাবে সংসদ চেয়ারম্যান নিতে পারেন না। কিন্তু এখানে ২০১৫ সাল থেকে কোনও নির্বাচিত কমিটি নেই। ফলে চেয়ারম্যান বদলির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা নিয়মানুসারে হয়নি। এছাড়াও অবৈধ পথে কয়েকজনকে বদলি করা হয়েছে। অনেক শিক্ষককে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছে। হাইকোর্টে এই নিয়ে মামলা করা হবে।' তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি রাজনারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'বদলিগুলি আরও মানবিক হওয়া প্রয়োজন ছিল।'

জেলার স্কুল পরিদর্শক (প্রাথমিক) আবুল হাসানের বক্তব্য, 'ওঁরা যদি আদালতে যেতে চান, যাবেন, কোনও অসুবিধা নেই।'

সাইবার প্রতারণায় সিম বিক্রেতা গ্রেপ্তার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ সেপ্টেম্বর : সাইবার প্রতারণা রুখতে বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরাম থেকে দুলাল সরকার নামে এক সিম বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করল সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ওই ব্যক্তির সিম এজেন্সির মাধ্যমে যে ৩৮টি সিম রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, তার মাধ্যমে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র সহ একাধিক রাজ্যে বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনা ঘটেছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। ধৃতের বাড়ি পতিরামের তিনকোনা মোড়ে। ধৃতকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।

বালুরঘাট ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'যে সিমগুলির নামে অভিযোগ এসেছিল, তার ভিত্তিতে দুলাল সরকার নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই ব্যক্তির এজেন্সির মাধ্যমেই সেই সিম তোলা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অসাধু মোবাইল সিম বিক্রেতাদের কাছ থেকে বেনামী সিম তুলে দেশজুড়ে চালানো হচ্ছে প্রতারণাচক্র। জেলার সাধারণ গ্রাহকদের নামে রেজিস্ট্রেশন করা সিম দিয়ে দেশজুড়ে নানা ধরনের অপরাধ সংগঠিত করা হচ্ছে। এমনকি প্রতারণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে বলে পুলিশের কাছে খবর। মোটা টাকার লোভে জেলার অসাধু ব্যবসায়ীরা এই সিমগুলি

তুলে দিচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অপরাধীদের হাতে। ধৃত দুলাল সরকারেরও সিম বিক্রির এজেন্সি রয়েছে। তাঁর এজেন্সি থেকে দেওয়া ৩৮টি জাল সিমকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। ওই ৩৮টি সিমের বিরুদ্ধে দেশের নানা প্রান্ত থেকে ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম পোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগ এসেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে দক্ষিণ দিনাজপুর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। এই ঘটনায় আরও কারা জড়িত তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

মাছের সন্ধানে। ডাঙ্গি এলাকায় আত্রেয়ী নদীতে অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি। বুধবার।

পানীয় জল নিতে বাধা পঞ্চায়েত সদস্যের

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : অপরিস্রুত আর্সেনিকযুক্ত জলপান করে এলাকায় একের পর এক শিশু পেটের রোগে ভুগছে। অন্যদিকে সরকারি অর্থে সাবমার্সিবল পাম্প নিজের জায়গায় বসিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করছেন পঞ্চায়েত সদস্য। এমনটাই অভিযোগ। এলাকার মানুষ জল আনতে গেলে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এলাকায় রীতিমতো জলকষ্ট। টিউবওয়েলের জলে থাকছে আয়রন। সদস্যের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ। যদিও জল নিতে বাধা দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন কংগ্রেসের ওই পঞ্চায়েত সদস্য ছোটন দাস। এই ঘটনায় কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি মহাজোট পরিচালিত পঞ্চায়েতকে নিশানা করেছে তৃণমূল। খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। যদিও ওই পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি, 'জল নিতে কাউকেই বাধা দেওয়া হয় না। পাম্প বসানোর জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না তাই নিজের জায়গায় বসিয়েছি। কিন্তু পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে মিটার দেওয়া হয়নি। আমার বাড়ি থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছে।'

অঞ্চল কংগ্রেস মুখপাত্র আব্দুস সোবহান বলেন, 'বিষয়টি ঠিক নয়। যদি এরকম হয় তাহলে বলব যাতে সবাই ওই জল পায়।'

হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পিপলা গ্রাম। ওই বুথের কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য ছোটন। কিছুদিন আগে ওই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা দূর করতে পঞ্চায়েতের তরফে ৯৯ হাজার টাকা খরচ করে সাবমার্সিবল পাম্প বসানো হয়। পঞ্চায়েত সদস্য বাড়ির পাশে নিজের জায়গায় সেই পাম্প বসিয়ে নেন বলে অভিযোগ। নিজের বাড়ি থেকেই সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়। তারপর থেকে ওই সদস্য এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে পাম্প ব্যবহার করছেন। স্থানীয়রা জল নিতে গেলে তাঁদের জল নিতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এমনকি দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এদিকে এলাকায় পানীয় জল নিয়ে সমস্যা রয়েছে। টিউবওয়েল থেকে পানীয় জল পাওয়া গেলেও সেই জল আর্সেনিকযুক্ত। যার ফলে এলাকার বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। শিশুদের মধ্যে বাড়ছে পেটের রোগ। এলাকার মানুষের প্রশ্ন, তবে ওই সাবমার্সিবল পাম্প বসিয়ে কী লাভ হল? সকলে যাতে সেটা ব্যবহার করতে পারেন সেই দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা পায়েল দাস বলেন, 'সরকার তো সবার কথা চিন্তা করে ওই সাবমার্সিবল পাম্পটি বসিয়েছে। কিন্তু ওই পঞ্চায়েত সদস্য নিজের বাড়ির সামনে বসানোর পাশাপাশি গ্রামের কাউকেই জল নিতে দিচ্ছেন না। বাধ্য হয়ে আমাদের বাড়ির সবাইকেই অগভীর নলকূপের জল খেয়ে থাকতে হচ্ছে। এতে বাচ্চা, বুড়ো সবাই অসুস্থ হচ্ছে।'

আরেক বাসিন্দা ডলি দাসের কথায়, 'জল আনতে গেলে দুর্ব্যবহার করছেন ওই পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর পরিবার। যদিও বিষয়টি আমরা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছি।' এই ব্যাপারে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ বিডিও সৌমেন মণ্ডল বলেন, 'গ্রামবাসীর অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।'

ক্ষোভ যেখানে

- আর্সেনিকযুক্ত জলপান করে এলাকায় একের পর এক শিশু পেটের রোগে ভুগছে
- এলাকায় রীতিমতো জলকষ্ট, টিউবওয়েলের জলে থাকছে আয়রন
- জলের সমস্যা দূর করতে পঞ্চায়েতের তরফে ৯৯ হাজার টাকা খরচ করে সাবমার্সিবল পাম্প বসানো হয়
- পঞ্চায়েত সদস্য বাড়ির পাশে নিজের জায়গায় সেই পাম্প বসিয়ে নেন বলে অভিযোগ

বিশ্বকর্মাপুজোয় যেন উৎসব

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১৭ সেপ্টেম্বর : বুধবার সব জায়গায় ধুমধাম করে বিশ্বকর্মাপুজো করা হয়েছে। বালুরঘাট শহরের ট্যাক্সিস্ট্যান্ড, জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বর, পূর্ত দপ্তর, মিনি ট্রাক অ্যাসোসিয়েশন সহ একাধিক জায়গায় বড় করে পুজো হয়েছে। এদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কুশমণ্ডি ও হরিরামপুর ব্লকে বিশ্বকর্মাপুজোয় মানুষ মেতে ছিলেন। সকালের দিকে ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় পুজো হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তর, আইএনটিটিইউসি-র মণ্ডপে আগত সবাইকে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়েছে।

গঙ্গারামপুর শহরেও বিভিন্ন জায়গায় মহাসমারোহে বিশ্বকর্মাপুজো হয়। ট্রাক, পিকআপ ভ্যান অ্যাসোসিয়েশন, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন, ঠিকাদার সংগঠন সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শহরময় পুজো হয়েছে। বংশীহারী, সিহল, পাথরঘাটা, দৌলতপুর, বাগদুয়ার, বদলপুর, জোড়দিঘির পাশাপাশি বুনিয়াদপুর বাসস্ট্যান্ডে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বেশ বড় করে পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। সিটু ও বিজেপি শ্রমিক সংগঠনও পুজোর আয়োজন করেছিল। বুনিয়াদপুর পুরসভায় পুর কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পুজো করা হয়। পতিরাম ও কুমারগঞ্জের বিভিন্ন দোকান, মিল, তেলপাম্প সহ বিভিন্ন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন করা হয়। কুমারগঞ্জের বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির অফিসে পুজোর পর প্রচুর মানুষকে খিচুড়ি দেওয়া হয়েছে।

মালদা জেলার বিভিন্ন জায়গায় ঘটা করে বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। মালদা শহর ও পুরাতন মালদা শহরের একাধিক কলকারখানা, পুরাতন মালদার শিল্পতালুক ছাড়াও গাজোল, চাঁচলে পুজো হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, ডালখোলা, ইটাহার সহ বিভিন্ন জায়গায় এদিন পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল।

দেহ উদ্ধার

বামনগোলা, ১৭ সেপ্টেম্বর : পুকুর থেকে উদ্ধার হল এক মহিলার দেহ। মৃতার নাম লক্ষ্মী মালাকার (৪৫)। বামনগোলার তিতপুর বেংনাপাড়ার বাসিন্দা। তিনি মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। বুধবার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে মালদা মেডিকেলে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

প্রশাসনের উদাসীনতার দিকে আঙুল

শিলান্যাস হলেও শুরু হয়নি রাস্তা সংস্কার

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ সেপ্টেম্বর : বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারেন্ডা মোড় থেকে আশইর পর্যন্ত রাস্তাটি কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের চলাচলের একমাত্র পথ। অভিযোগ, প্রায় ২০ বছর ধরে রাস্তাটি বেহাল হয়ে থাকলেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। রাস্তার পিচের চাদর উঠে পাথর বেরিয়ে পড়েছে। এলাকার মানুষ বেহাল রাস্তায় যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্ষায় হাসপাতালে যেতে গ্রামবাসীকে নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে। শিবরামবাটীর বাসিন্দা মোহন হাঁসদার কথায়, 'বেহাল রাস্তায় অ্যাম্বুল্যান্স যাতায়াতে সমস্যা হয়। একটু বৃষ্টিতে জলকাদা জমে যায়। রাস্তার শিলান্যাস হলে কাজ শুরু হয় জানি। কী কারণে এখনও কাজ হচ্ছে না বুঝতে পারছি না।'

গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ধুমধাম করে রাস্তার কাজের শিলান্যাস হয়েছিল। তারপর দুই মাস কেটে গিয়েছে। রাস্তা তৈরিতে বৃষ্টির দোহাই দিয়ে বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতি দায় সেরেছে। বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার বলেন, 'ওই রাস্তার গুরুত্ব বুঝে আমরা পথশ্রী প্রকল্পে পাঠিয়েছিলাম। কারণ পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের তরফে অত বড় রাস্তা তৈরি সম্ভব নয়। বৃষ্টি ধারাবাহিকভাবে হওয়ায় কাজ করা যাচ্ছে না। দ্রুত কাজ শুরুর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই রাস্তা দিয়ে শিবরামবাটী, নারায়ণপুর, বাওধারা, ধারাইল ও ভাইরামপাড়া ছাড়া প্রায় সাতটি গ্রামের বাসিন্দাদের যাতায়াত। স্থানীয়দের দাবি, ভারেন্ডা মোড় থেকে আশইর পর্যন্ত রাস্তাটির অবস্থা এত খারাপ যে বর্ষায় হাঁটাচলা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। একাধিকবার পথ অবরোধ করে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও কাজের কাজ হয়নি। গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে জেলা শাসকের কাছে মাস পিটিশন জমা দিয়েছিলেন। অবশেষে দুই মাস আগে ১ কোটি ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খরচে ২.৩০ কিমি রাস্তার ঢাকঢোল পিটিয়ে শিলান্যাস হয়। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তরফে পথশ্রী প্রকল্পের বোর্ডে রাস্তার কাজ শুরুর তারিখ চলতি বছরের ১৭ জানুয়ারি ছিল। তারপরেও কেন রাস্তার কাজ শুরু হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দা রথীন বর্মনের বক্তব্য, 'বালুরঘাটে অথবা জলঘর হাটে এই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। ২০ বছর আগে তৈরি এই রাস্তার পরে কোনও সংস্কার হয়নি। ওই রাস্তা দিয়ে এখন চলাচল করা দায়। মন্ত্রীর হাতে কাজের শিলান্যাস হওয়ার পরেও রাস্তা ভাঙাচোরা।'

ওই এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য জয়দেব বর্মনের দাবি, প্রশাসনিক গাফিলতি ছাড়া এটা কিছু নয়। সরকারের এই উদাসীনতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেও তাতে কর্ণপাত করা হয় না। এবছর পুজোর আগে কাজ শুরু হওয়া দরকার ছিল।

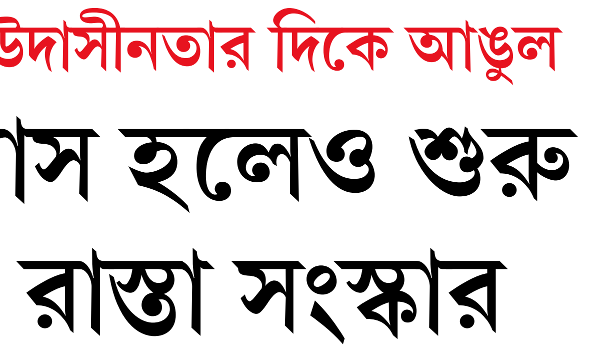

বেহাল রাস্তার পাশে সংস্কারের ঘোষণা ফলক।

টাঙন নদীতে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ১৭ সেপ্টেম্বর : 'রঙের নাও, রঙের বৈঠা, রঙ্গে রঙ্গে বাও রে, রঙে রঙে বাও...' শরতের আকাশে অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে মিশছে টাঙন নদীর পাড় থেকে ভেসে আসা সারিগানের এই মিঠে সুর। এই বৃষ্টিতেই রঙিন দাঁড়ে রঙিন নৌকা বেয়ে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বুধবার বামনগোলার টাঙন নদীতে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা।

প্রায় ৫৭ বছর ধরে ভাদ্র মাসের শেষদিনে বামনগোলার টাঙন নদীতে হয়ে আসছে এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। মূলত এলাকার ব্যবসায়ী সমিতি ও উৎসাহী মানুষজনের উদ্যোগে এবং প্রশাসনিক সহযোগিতায় এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে। এদিন নৌকা বাইচে উৎসাহী মানুষজন ছোট ছোট দল তৈরি করে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী নৌকাগুলি ছিল রঙিন ও সুসজ্জিত। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন আকৃতি অনুযায়ী এক একটি নৌকায় থাকেন প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জন করে দাঁড়বাহী। তাঁদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য নৌকায় ছিল কাঁসর-ঘণ্টা, ঢাক সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী নৌকাগুলির দাঁড়বাহীরা প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার লক্ষ্যে তীব্রগতিতে নিজেদের নৌকাগুলিকে চালিয়ে নিয়ে যান। প্রতিযোগীরা নৌকা চালাতে চালাতে ঐতিহ্যগতভাবে সারিগান গান, যা উৎসবের পরিবেশকে আরও সুন্দর করে তোলে। এছাড়াও নৌকাতেই কাঁসর-ঘণ্টা, ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে হাজার হাজার দর্শকদের করতালি আর উৎসাহ ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠে টাঙন নদীর দুই পাড়। এদিন নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা শেষে স্থানাধিকারী দলগুলির হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল দলগুলিকেও। এদিন এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন বামনগোলার বিডিও মনোজিৎ রায়, বামনগোলা থানার আইসি তরুণকুমার রায় সহ অনেকে।

বামনগোলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মিহির রায় বলেন, 'একসময় দূরে যাতায়াতে যোগাযোগের ভরসা ছিল নৌকা। সেই সুবিধার জন্যই একসময় বামনগোলার টাঙন নদীর ধারে থানা সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যালয় গড়ে উঠেছিল। সড়কপথের অনেকটা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থায় স্থান করে নিয়েছে বিভিন্ন যানবাহন। ব্যতিক্রমী এলাকা ছাড়া ক্রমশই কমছে নৌকার ব্যবহার।'

এই প্রতিযোগিতা দেখতে এসে বর্তমান প্রজন্মের একজন কলেজ ছাত্রী শর্মিলা রায় বলেন, 'আধুনিকতার যুগেও এমন মনোমুগ্ধকর নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা দেখে খুবই রোমাঞ্চিত হয়েছি। সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটানো আমার অনেক বন্ধুরাও এসে আমার মতোই খুব খুশি। আমরা চাই এমন নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা যেন হারিয়ে না যায়।'

অন্যদিকে, দর্শনার্থীদের মধ্যে একজন প্রবীণ গজেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, 'ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিযোগিতাকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ।'

গ্রামবাংলায় প্রায় হারিয়ে যেতে বসা এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতাকে বাঁচিয়ে রাখার এমন উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষজন।

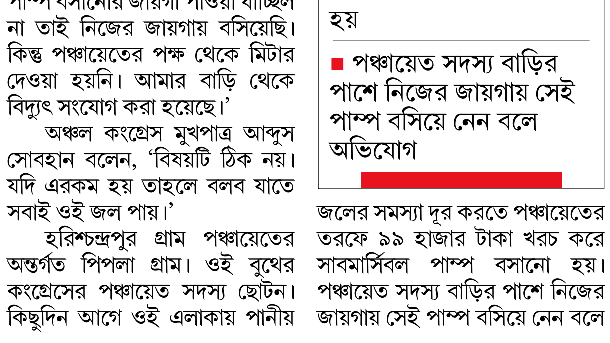

বামনগোলার টাঙন নদীতে বুধবার প্রতিযোগিতা।

ছাত্রীর দেহ

তিন সপ্তাহ নিখোঁজ থাকার পর রামপুরহাটের সপ্তম শ্রেণির আদিবাসী ছাত্রীর পচাগলা দেহ বুধবার উদ্ধার হল। ওই স্কুলেরই ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ক্ষুব্ধ স্বাস্থ্যকর্মীরা

পুজোয় কাজ করার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের একাংশ যে বর্ধিত ভাতার দাবি করেছিলেন তা খারিজ করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তারপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

পাড়ায় বরাদ্দ

পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে টাকা ছাড়া শুরু করল নবান্ন। এলাকার ছোট ছোট কাজের জন্য বুথ প্রতি ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আগেই হয়েছিল। সেই মতো মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রায় ৭০ কোটি টাকা ছেড়েছে অর্থ দপ্তর।

মেট্রো বিভ্রাট

বিশ্বকর্মা পুজোর সকালেই ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রুটে বিভ্রাট ঘটল। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।

১২০০ জাল জাতি শংসাপত্র বাতিল

দপ্তরকে তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে প্রচুর সংখ্যায় জাল জাতিগত শংসাপত্রের প্রমাণ জমা হয়েছে নবান্নে। প্রাথমিক তদন্তের পরেই প্রায় ১২০০ জাতিগত শংসাপত্র বাতিল করা হয়েছে। বাকি অভিযোগগুলি নিয়ে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিবের নেতৃত্বে তদন্তও শুরু হয়েছে। আরও কয়েক হাজার এই ধরনের জাল জাতিগত শংসাপত্রের হদিস পাওয়া গিয়েছে। মূলত নীচুস্তরের কিছু অফিসারের মদতে এই জাল জাতিগত শংসাপত্রগুলি গত কয়েক বছরে বিলি করা হয়েছে। দুয়ারে সরকারের কর্মসূচিতে জাতিগত শংসাপত্র বিলি নিয়ে কোনওরকম গাফিলতি সহ্য করা হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসারদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সেই সুযোগেই এই ধরনের জাতিগত শংসাপত্র হাতিয়ে নিয়েছে একধরনের চক্র। বিষয়টি নজরে আসার পরেই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবরাইক বলেন, 'জাল জাতিগত শংসাপত্রের অভিযোগ পাওয়ার পরেই তদন্ত করে ১২০০ শংসাপত্র বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় যুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্তও হয়েছে। আরও যে

তৎপর নবান্ন

- কয়েক হাজার জাল জাতিগত শংসাপত্রের অভিযোগ
- ১২০০ শংসাপত্র ইতিমধ্যেই বাতিল
- প্রধান সচিবের নেতৃত্বে তদন্ত শুরু অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের
- ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট তলব নবান্নের

অভিযোগগুলি রয়েছে, সেগুলি নিয়ে তদন্ত চলছে। কোনও জাল শংসাপত্রের অভিযোগ এলেই সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।' বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'বন্দ্যোপাধ্যায় পদবির এক ব্যক্তি তপশিলি জাতির শংসাপত্র নিয়ে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। এই ধরনের অভিযোগ আমরা অনেক পেয়েছি। এই নিয়ে প্রশাসনের আরও উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকারের একাংশের মদতে এই ধরনের জাল জাতিগত শংসাপত্র বিলি করা হয়েছে।'

সোমবার নবান্নে তপলিশি জাতি, উপজাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবারের কারও একজনের জাতিগত শংসাপত্র থাকলে সেই পরিবারের উত্তরাধিকারীরা শংসাপত্র পাওয়ার অধিকারী বলেও জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই এই ধরনের জাল জাতিগত শংসাপত্রের অভিযোগ সামনে আসে। সমস্ত কাগজপত্র না দেখে কেন প্রশাসনের নীচুস্তরের আধিকারিকরা এই শংসাপত্র বিলি করেছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার যে এই নিয়ে জিরো টলারেন্স নীতি নিচ্ছে তাও তিনি জানিয়ে দেন। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিবকে এই ঘটনায় তদন্ত করে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতেও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতেও অনেকে জাতিগত শংসাপত্রের আবেদন জানিয়েছেন। সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখে ওই শংসাপত্রগুলি বিলি করতে হবে।

নিজের গাড়িকে পুজো করছেন ট্যাক্সি ড্রাইভার। বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে। বুধবার। -পিটিআই

রোজগেরে স্ত্রীও খোরপোশের অধিকারী

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : স্ত্রী উপার্জনকারী হলেই তাঁকে ভরণপোষণ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটা স্বামীর সামাজিক, আইনি, নৈতিক দায়িত্ব। বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত একটি মামলায় এমনটাই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, 'স্বামী উপার্জন করতে সক্ষম হলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেওয়ার আইনি বাধ্যবাধ্যকতা অস্বীকার করতে পারেন না। স্ত্রী তাঁর জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম উপার্জন করলেও স্বামী ভরণপোষণের বিষয়টি অস্বীকার করতে পারেন না।'

ওই দম্পতি ২০১২ সালে বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে বিয়ে করার পরও আলাদা থাকতেন। স্বামী তাঁর স্ত্রীর বাপের বাড়িতে প্রায়শই আসতেন। স্বামীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিতেন স্ত্রী। কিন্তু কর্ণপাত করতেন না স্বামী। ২০১৩ সালের অগাস্ট মাসে স্বামী জানান, কলকাতার বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। স্ত্রী তাঁকে পানাগড়ে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামী এবং তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোক তাঁকে মিউচুয়াল ডিভোর্সের জন্য চাপ দিতে থাকে বলে অভিযোগ। এরপর স্বামী বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেন।

জানা গিয়েছে, স্ত্রী মাসিক ১০ হাজার টাকা ভরণপোষণের দাবি করেছিলেন। তবে স্বামী তা দিতে অস্বীকার করেন। নিম্ন আদালতে স্বামী জানান, তিনি বেকার। এই প্রেক্ষিতে নিম্ন আদালত স্ত্রীর খোরপোষের আর্জি খারিজ করে দেয়। তারপরে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্ত্রী। বিচারপতি অজয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'স্বামী বিশেষভাবে সক্ষম নন। তাই স্ত্রীকে তাঁর প্রাপ্য জীবনযাত্রা থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না তিনি।'

আদালতের উন্নতি খাতে কত বরাদ্দ, প্রশ্নে মুখ্যসচিব

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : কলকাতা হাইকোর্ট ও রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলির উন্নয়নমূলক কাজ টাকার অভাবে আটকে থাকায় মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের থেকে জবাব তলব করেছিল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের চাপে পড়ে ভার্চুয়ালি হাজিরা দিয়ে শেষমেশ টাকা বরাদ্দের কথা জানালেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বাকি বকেয়া প্রকল্পগুলি নিয়ে রাজ্যের কী পদক্ষেপ, তা জানাতে আরও সাতদিন সময় চেয়ে নিয়েছেন তিনি।

বুধবার মুখ্যসচিব ডিভিশন বেঞ্চকে জানান, আদালতের উন্নতির খাতে ২১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ২০৪ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গিয়েছে। তবে তাঁর এই জবাবে সন্তুষ্ট নয় ডিভিশন বেঞ্চ। আরও ৫৩টি প্রকল্পের কথা রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছিল। এই বিষয়ে রাজ্যের অবস্থান কী তা জানতে চাইছে কলকাতা হাইকোর্ট। মুখ্যসচিব সাতদিন সময় চেয়েছেন।

বিচারপতি দেবাংশু বসাক মন্তব্য করেন, 'প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে ৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা ছিল। আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। তাও শেষ হয়ে গিয়েছে। অথচ নতুন টাকা দেওয়ার কোনও লক্ষণ নেই।' বিচারপতি বলেন, 'পেপারলেস ফাইলসের কাজ ফেব্রুয়ারি থেকে থমকে রয়েছে। হাইকোর্ট ও জেলা আদালতগুলিতে কর্মচারীর অভাব রয়েছে। এর আগে রাজ্য প্রশাসনিক বৈঠকে জানিয়েছিল, এই সংক্রান্ত কাজের জন্য দুজন অফিসারকে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু এখনও সেই বিষয়ে কেন পদক্ষেপ করা হয়নি। গত দশ বছর ধরে রাজ্যে পে কমিশন নেই। আপনারা এতদিন কী কাজ করেছেন? আপনারা কী পাঠিয়েছেন, আর কী অনুমোদিত হয়েছে তা সম্পর্কে খোঁজ নেব? বকেয়া কাজ কবে শেষ হবে?' সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের প্রসঙ্গ তুলে ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, 'কর্মক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলারা বিশেষ কিছু সুবিধা পান। কর্মরত মায়েদেরও কিছু সুবিধা দিতে হয়। জেলা আদালতগুলির ক্ষেত্রে কী করেছেন।' মুখ্যসচিবের বক্তব্য, প্রয়োজনে নজরদারি দিয়ে সমস্ত বকেয়া কাজ অবিলম্বে শুরু করা হবে।

সুপ্রিম কোর্টে কিছু মামলা বিচারাধীন থাকায় এই কাজগুলিতে দেরি হচ্ছে। ২০২৪ সালে রাজ্যের কাছ থেকে টাকা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য তা না দেওয়ায় আদালতে অনেক জায়গায় পর্যাপ্ত ইন্টারনেট পরিষেবা নেই। সিসিটিভিও চাওয়া হয়েছিল। সেক্ষেত্রেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। হাইকোর্টের বিল্ডিং কমিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ৫৫টি প্রকল্পের জন্য ৫ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা দেয়নি রাজ্য। আরও ৩০টি প্রকল্পের ৪ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। মুখ্যসচিবের উদ্দেশে ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, 'সমস্ত বিষয়টা নিশ্চিত করুন। পরবর্তী শুনানিতে যেন আর আপনাকে ডাকতে না হয়।'

কারামন্ত্রীর হাজিরা নিয়ে জল্পনা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রীসভার শেষ বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রীসভার বৈঠকে নির্ধারিত কয়েকটি 'অ্যাজেন্ডা'র বাইরে গিয়ে পুজোর মধ্যে সতীর্থ মন্ত্রীদের করণীয় বিষয়ে বার্তা ও নির্দেশ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে তারই মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল মন্ত্রীসভার বৈঠকে কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার উপস্থিতি। বর্তমানে প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির ইডির মামলায় অন্তর্বর্তী জামিনে রয়েছেন কারামন্ত্রী। মন্ত্রীসভার বৈঠকের একদিন পরই শনিবার বিচার ভবনের বিশেষ আদালতে আবার মন্ত্রীর জামিনের শুনানি। শুনানির পরে কারামন্ত্রীকে তাদের হেপাজতে নিতে ইডি জোর প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর। পুজোর আগে আবার রাজ্যের এক মন্ত্রী ইডির হাতে আটক হলে নিঃসন্দেহে তা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা আনবে। তা নিয়েই বৃহস্পতিবার মন্ত্রীসভার বৈঠকের আগে নবান্ন প্রশাসনে জল্পনা ছড়াচ্ছে। কৌতূহল বাড়ছে ইডির হাতে কারামন্ত্রীর গ্রেপ্তারির প্রসঙ্গ নিয়ে।

নজর মৃতার মোবাইলে

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ৬ জনকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করল লালবাজার। মৃতার মোবাইল ফোনেও নজর রয়েছে তদন্তকারীদের। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের সায়েন্টিফিক উইং ও ফোটোগ্রাফি টিম ঘটনাস্থলের স্কেচ তৈরি করেছে। থ্রিডি ম্যাপিং করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে এবার একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ক্যাম্পাস চত্বর পরিষ্কার রাখতে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। তবে সিসিটিভি বসানো নিয়ে এখনও আপত্তি রয়েছে পড়ুয়াদের একাংশের। এদিনও ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। তবে তল্লাশির পরে একজোড়া জুতো পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু ওই জুতো কার তা এখনও স্পষ্ট নয়। অনামিকার চশমা ও জুতোর এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, এবার থেকে ২০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য নজর রাখবেন একজন করে অধ্যাপক। তাঁদের আচরণ, মানসিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন অধ্যাপকরা।

ইস্তফা নয়নার

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : কসবা কাণ্ডের পর উপাধ্যক্ষা পদে আর থাকতে চান না। এই মর্মে কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল বিধায়ক অশোক দেবের কসবার বাসভবনে গিয়ে ইস্তফা দিয়েছেন সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের উপাধ্যক্ষা নয়না চট্টোপাধ্যায়। কলেজ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত জরুরি বোর্ড মিটিং ডাকা হয়েছে। সেখানেই নয়নার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হবে কি না সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।জুন মাসে কলেজ চত্বরে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয় কলেজেরই এক প্রাক্তনী তথা তৃণমূল ছাত্র নেতা। ওই ঘটনায় নয়নার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন পড়ুয়াদের একাংশ। নয়না জানিয়েছেন, কলেজে কাজ করতে গিয়ে প্রচুর মানসিক চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই পরিচালন সমিতির সভাপতির কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন তিনি।

প্যান্ডেলের পথে দুর্গা প্রতিমা। বুধবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

মহিলা ভোট দখলে পদ্মের লক্ষ্য বঙ্গে

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : '২৬-এ বাংলা দখলে মহিলা ভোটেই নজর বিজেপির। চলতি বছরের শেষে বিহারে নির্বাচন। আর আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ, অসম কেরল সহ দেশের ৫ রাজ্যে ভোট। যা বিজেপির কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদির ৭৫তম জন্মদিনে 'সুস্থ নারী, শক্তিশালী পরিবার' নামে কেন্দ্রীয় প্রকল্প শুরু হল। রাজ্য বিজেপির দাবি, শুধু বিহার নয়, আগামীতে বাংলার ভোটেও মহিলা ভোট দলের ঝুলিতে টানতেই এই সিদ্ধান্ত।

কি লোকসভা, কি বিধানসভা যে কোনও নির্বাচনেই মহিলা ভোটদাতাদের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণও। লোকসভা ও বিধানসভায় মোট আসনের এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের আইন চালু হয়েছে। সার্বিকভাবে মহিলা ক্ষমতায়নে যা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। এই পরিস্থিতিতে আগামীতে দেশের সমস্ত নির্বাচনেই মহিলা ভোটারদের গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে সব রাজনৈতিক দলই। কেন্দ্রের শাসকদল হিসেবে এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে বিজেপিও। সেই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৫ বছরের জন্মদিনে দেশজুড়ে 'সুস্থ নারী, শক্তিশালী পরিবার' নামে অভিযান শুরু করল দল।

এই অভিযান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'বাড়িতে মা অসুস্থ হয়ে পড়লে গোটা পরিবারই নড়বড়ে হয়ে যায়। তাই দেশের স্বাস্থ্য মানে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য।' এর আওতায় স্বাস্থ্যমন্ত্রক দেশজুড়ে স্বাস্থ্য শিবির ও সরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা দেবে। মোদির কথায়, ২০৪৭-এ বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে আরও একধাপ এগিয়ে দেবে এই প্রকল্প।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্প এবং দলের তরফে অভিযান শেষপর্যন্ত দেশের মহিলাদের সুস্থতা ও শক্তিশালী পরিবার গঠনে কতটা সফল হবে তা জানা নেই। তবে মোদির জন্মদিনকে উপলক্ষ্য করে দেশের ৫ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের মুখে এই প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা ভোটকেই নিশানা করতে চাইছে বিজেপি, তা স্পষ্ট। এদিন তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে এরাজ্যেও। নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারী মোদির জন্মদিন উদযাপনের অনুষ্ঠান করলেন গ্রামীণ সেবিকাদের সেবা প্রদান করে। অনুষ্ঠানে নিজের

দেশের সংসদ ও বিধানসভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের আইন করেছেন নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রীয় আবাস যোজনায় ঘরের চাবির মালিক কোনও পুরুষ নয়, মহিলারাই।

শুভেন্দু অধিকারী

বিধানসভা কেন্দ্রের পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতির মতো সংস্থার দলীয় মহিলাদের সম্মান জ্ঞাপন করে শুভেন্দু বলেন, 'দেশের সংসদ ও বিধানসভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের আইন করেছেন নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রীয় আবাস যোজনায় ঘরের চাবির মালিক কোনও পুরুষ নয়, মহিলারাই।' তবে রাজ্যের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে অস্বস্তি থেকেই গিয়েছে।

একুশের ভোটে রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছিল মমতার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। তা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তীকালে মধ্যপ্রদেশে 'লাডলি বহেনা' থেকে শুরু করে ওডিশার 'সুভদ্রা যোজনা'র মাধ্যমে মহিলা মন জয়ের চেষ্টা চালিয়েছে বিজেপি। বুধবার কলকাতায় ভারতীয় জাদুঘরেও শুরু হল সেই প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বললেন, 'আজকের দিন কোনও রাজনৈতিক দিন নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাফল্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরার দিন।'

সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের 'কবিগুরু কাপ'

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র কাপের আয়োজন করেছিল বঙ্গ বিজেপি। মূলত যুবসমাজকে কাছে টানাই ছিল তাদের লক্ষ্য। স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শাসকদল অবশ্য আগে থেকেই বিবেকানন্দ কাপের ঘোষণা করেছে। পিছিয়ে থাকল না বামেরা। বিজেপি ও তৃণমূলের ধাঁচেই সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের তরফে 'কবিগুরু কাপ' আয়োজনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তাদেরও উদ্দেশ্য, বুথ স্তর থেকে প্রতিভাবানদের খুঁজে বের করা।

১১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর, ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে তিন মাস ব্যাপী এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। রাজ্যের ২৩ জেলার প্রতিটি থেকে ৮টি করে দল নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে। পালটা স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজ্যজুড়ে নরেন্দ্র কাপের আয়োজন করেছিল বিজেপি। যা শেষ হয়েছে বুধবার। একইরকমভাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে মজেছে বঙ্গ সিপিএমের ছাত্র সংগঠন। জানা গিয়েছে, পুজোর পরেই অর্থাৎ নভেম্বর মাসে বিশ্বভারতীর মাঠ থেকে এই কর্মসূচির আয়োজন করবে তারা।

ইতিমধ্যেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের তাদের এই কর্মসূচিতে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছে তারা। রাজনৈতিক মহলের মতে, বাঙালির আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ফুটবল। এতে যুব সম্প্রদায়ের আগ্রহ যে মাত্রাছাড়া তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই তৃণমূল ও বিজেপি ছাত্র-যুবদের কাছে টানতেই মাঠে নেমেছে সিপিএম।

এসএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্জি বলেন, 'সুকান্ত শতবর্ষ ও কাজী নজরুল ইসলামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা এই কবিগুরু কাপের আয়োজন করছি। ব্লক স্তর থেকে প্রতিভা যাতে উঠে আসে। এই সরকারের আমলে খেলার মাঠ, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় সব রসাতলে যাচ্ছে।'

ভোটার লিস্টে পরিযায়ীদের চিহ্নিত করার নির্দেশ কমিশনের

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : এসআইআর শুরুর আগেই জেলায় জেলায় পরিযায়ী শ্রমিকদের তথ্যতালাশ শুরু করল কমিশন। বুধবার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে রাজ্যের জেলা শাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। বৈঠকে মূলত জেলায় জেলায় ভোটার তালিকার ম্যাচিং সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি নিয়েই জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলা শাসকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। সেখানেই ম্যাচিংয়ের সময় ভোটার তালিকায় থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের চিহ্নিত করার নির্দেশ দেন সিইও।

সদ্যসমাপ্ত বিহার এসআইআরে ৬৫ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। গোটা প্রক্রিয়াটাই সম্পূর্ণ হয়েছে মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে। এই নিয়ে শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট কমিশনকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, বিহারের ভোটার তালিকায় বেআইনি কিছু হয়ে থাকলে, তালিকা খারিজ করে দেবে আদালত। এরপরই আইন মেনে পদক্ষেপ করার ব্যাপারে সমস্ত আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এরাজ্যেও এসআইআর হলে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক তাঁদের ভোটাধিকার হারাবেন বলে আশঙ্কা করেছে তৃণমূল সহ বিরোধীরা। রাজ্য সরকারের হিসেবে এই মুহূর্তে অন্তত ৩০ লক্ষেরও বেশি পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্যের বাইরে কর্মরত। যদিও বেসরকারিভাবে এই সংখ্যা আরও অনেকটাই বেশি বলে দাবি রাজনৈতিক দলগুলির। এই পরিস্থিতিতে বুধবার রাজ্যের ভোটার তালিকায় থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের আলাদা করে চিহ্নিত করার নির্দেশকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ডাক্তারি পড়বেন মালদার প্রশান্ত

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : কলকাতা হাইকোর্টের ছাড়পত্রে এবার বিশেষ প্রতিবন্ধকতা নিয়েও ডাক্তারি পড়বেন মালদার প্রশান্ত মণ্ডল। পোলিওর কারণে ছোট থেকে দুই হাত ক্ষমতাহীন তাঁর। দু'হাতে তিনটি করে আঙুল তাঁর। তা নিয়েই উচ্চমাধ্যমিক ও নিট দিয়েছিলেন প্রশান্ত। সেই আঙুলে ছুরি, কাঁচি ধরবেন কী করে? কিন্তু বুধবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নির্দেশে তাঁর অসমাপ্ত স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে। এসএসকেএম হাসপাতাল তাঁর শারীরিক বিষয়ের মূল্যায়ন করে জানিয়ে দেয়, তিনি ডাক্তারি পড়ার জন্য উপযুক্ত নন। তবে নিটে তাঁর ফলাফল ছিল চোখধাঁধানো। তা সত্ত্বেও মেডিকেলে পড়ার জন্য ভেরিফিকেশনের দরজা খুলছিল না। এসএসকেএম হাসপাতালের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। বিচারপতি দ্বিতীয়বার তাঁর শারীরিক অক্ষমতা মূল্যায়ন করে মুম্বই এইমসকে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বুধবার সেই রিপোর্ট জমা দিয়েছে এইমস। রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ডাক্তারি পড়ার ক্ষেত্রে তাঁর শারীরিক অক্ষমতা বাধা হবে না। তার পরেই বিচারপতি নির্দেশ দেন, বিশেষ সংরক্ষণের সুযোগ দিয়ে ডাক্তারি পড়ার ভেরিফিকেশনে বসতে পারবেন প্রশান্ত। বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এর আগেও একজনের ক্ষেত্রে এসএসকেএম ছাড়পত্র দেয়নি। তখন দিল্লির হাসপাতাল সেই ছাড়পত্র দিয়েছিল। এখন আবার মুম্বই এইমস ছাড়পত্র দিল। এই দ্বিমত হচ্ছে কেন? এসএসকেএম কি সবার থেকে ওপরে?' আপাতত প্রশান্ত ডাক্তারি পড়ার ভেরিফিকেশনে বসার সুযোগ পেয়েছেন।

জেমিনিতে মিলায় ট্রেন্ড, বিপদের শঙ্কাও

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : ধরুন, আপনি ফেসবুক খুললেন কিংবা কারও হোয়াটসঅ্যাপ স্টেটাস দেখছেন। হঠাৎ চমক লাগল। এটা আবার কে রে বাবা! চেনা মানুষের সঙ্গে মিল রয়েছে বটে, কিন্তু এত বদল? পুরো তারকাখচিত রূপ! এতটা ভোল বদল কি আদৌ সম্ভব? আবার কখনও দেখছেন, সত্যি একজন তারকাকে জড়িয়ে ছবি তুলেছে আপনারই এক বন্ধু। বুকের কোণটা চিনচিন করে উঠল, রাগে-হিংসায়। মনে মনে ভাবলেন, যা বাবা! এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা! আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আপনার বন্ধু একা একাই চলে গেল ছবি তুলতে! কিন্তু না, আপনি ভুল। একটু খোঁজ করলেই বুঝবেন, পুরো বিষয়টাই একটা 'আইওয়াশ'। সবটাই বাবা জেমিনির 'চরণে সেবা লাগে'।

জেমিনি নামক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দয়ায় সুন্দর তো হচ্ছেন বটে, কিন্তু জানেন বিপদ কতটা? আইনজীবী অর্কপ্রতিম চৌধুরীর মত, 'নিমেষে ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করে দিতে পারে এই ট্রেন্ড। আমরা কেউ জানি না, এআই পরিচালনা করছে কে বা কোথায় সংরক্ষিত হচ্ছে তথ্যগুলি। ন্যানো ব্যানানার যে সিন্থ আইডি রয়েছে, তা ক্র্যাক করাও অসম্ভব। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে যে কোনও মহিলার ছবি এডিট করে জুড়ে তাঁদের ব্ল্যাকমেল করতে পারে। ছবির অপপ্রয়োগ বা ভুল ব্যাখ্যা করে অনায়াসে ফাঁসিয়ে দেওয়া সম্ভব।' গবেষণা বলছে, এই জেমিনির নতুন মডেল 'ন্যানো ব্যানানা'র 'এআই শাড়ি', 'থ্রিডি ফিগারিন' ও 'হাগ মাই ইয়ংগার সেলফ'-এর ট্রেন্ডে সব থেকে বেশি গা ভাসাচ্ছে জেন জেড, জেন আলফা ও মিলেনিয়াল জেনারেশন। এই তিন জেনারেশনেরই পরিচিত মুখ প্রয়াত শিল্পপতি রতন টাটার

ম্যানেজার শান্তনু নাইডু। ভারতীয় নারীদের খানিকটা ব্যঙ্গ করেই সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিওতে তাঁর বার্তা, শাড়ির দেশে থেকে সেই শাড়ি পরা ছবি এআই দিয়ে বানানো মানে নিজস্বতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া।

ঘিবলির পর এআইয়ের এখন নতুন হাতছানি 'ছোট্ট টিপ, হালকা লিপস্টিক আর যামিনী' থুড়ি জেমিনি। তবে এক্ষেত্রে টিপ, লিপস্টিক, কাজল কিছুই পরতে হয় না। ম্যাগির মতোই 'দু-মিনিটে' লিখে ফেলতে হয় প্রম্পট। তারপরেই ছবি দিলে সাজিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছে জেমিনি। পছন্দের ব্যক্তিত্ব কিংবা নিজের ছোটবেলার চেহারাকে কোলে নিয়েও বানিয়ে দিচ্ছে সুন্দর মুহূর্ত। সমাজমাধ্যমে বাবার সঙ্গে ঠিক একইভাবে জেমিনির মাধ্যমে ট্রান্সফর্ম করা একটি ছবি পোস্ট করেছেন রাজ নাথ। বললেন, '৫ বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছি। একটাও ছবি তোলার সুযোগ হয়নি। ২৩ বছর বয়সে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরা ছবি এডিট করতে পারলাম জেমিনির জন্য। ছবিটা দেখে কেঁদে ফেলেছিলাম। জানি, নিরাপত্তা সংকট রয়েছে। কিন্তু এমন সুযোগ হাতছাড়া করা অসম্ভব।' প্রযুক্তিবিদ সৌম্যক সেনগুপ্তেরও মত, এক্ষেত্রে কপিরাইট লঙ্ঘনের বিষয়টি গুরুতর। তাছাড়া ডিপফেকের বাড়বাড়ন্ত নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। আইনজীবীদের পরামর্শ, সন্দেহজনক কোনও প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তিগত ছবি বা তথ্য শেয়ার না করাই ভালো।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১২২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১ আশ্বিন ১৪৩২

বঙ্গে কংগ্রেসের উদ্যোগ

বেশ কিছুদিন যাবৎ খবরের শিরোনামে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস। সমাজমাধ্যম থেকে মাঠ-ময়দান, সর্বত্র কংগ্রেসের উপস্থিতি উপলব্ধি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে মালদা, মুর্শিদাবাদের মতো জেলায় এখনও দলের প্রভাব আছে বলে সারাবছরই কংগ্রেসের কর্মসূচি থাকে। পুরুলিয়া, উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় এখনও কংগ্রেস শিবরাত্রির সলতের মতো টিকে রয়েছে। কিন্তু কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায় ইদানীং কংগ্রেস একের পর এক কর্মসূচি নেওয়ায় মনে হতেই পারে যে, বর্তমান প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের হাত ধরে মরা গাঙে জোয়ার আসছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে দলের একাধিক কমিটি গঠন করে দিয়েছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। প্রদেশ কংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল। সেই পর্ব মিটতে না মিটতে প্রাক্তন সিপিএম নেতা তথা সিএএ-এনআরসি আন্দোলনের অন্যতম মুখ প্রসেনজিৎ বসুকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে কংগ্রেস। তাঁকে দলে স্বাগত জানাতে কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন আরও এক প্রাক্তন বাম ছাত্র নেতা কানহাইয়া কুমার।

ভোট চুরি নিয়ে রাহুল গান্ধির নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির আঁতাতের অভিযোগের জেরে পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে গণস্বাক্ষর অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়েও সরব কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র বাছাইয়ে রাজ্যজুড়ে ট্যালেন্ট হান্ট কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। বিধানসভায় একজন সদস্য না থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের এই সক্রিয়তা চোখে পড়ছে।

কংগ্রেস দীর্ঘ সময় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় ছিল। ২০১১ সালে ৩৪ বছরের বামদুর্গের পতনের সময় তৃণমূলের অন্যতম প্রধান মিত্র ছিল হাত শিবির। পালাবদলের পর সামান্য সময়ের জন্য রাজ্যে সরকারি ক্ষমতাও জুটেছিল তাদের ভাগ্যে। কিন্তু ২০১২ সাল থেকে কংগ্রেস এরাজ্যে বিরোধী আসনে। ২০১৬-র ভোটে বামেদের সঙ্গে জোটের দৌলতে বিরোধী দলনেতার পদও জুটেছিল কংগ্রেসের। কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে সেই খড়কুটোটুকুও হাতছাড়া হয়।

প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে অধীররঞ্জন চৌধুরীকে সরিয়ে দেওয়ার পর বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কংগ্রেসের সক্রিয়তা শুরু হয়েছে। তবে তাতে আগামী বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের একেবারে নীচু স্তরের সংগঠনে কতটা প্রভাব পড়বে, সেটা নিশ্চিত নয়। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক ক্ষমতার নিরিখে তৃণমূল এবং বিজেপি অনেকটা এগিয়ে। এই দুটি দল বর্তমানে রাজ্য এবং কেন্দ্রের ক্ষমতায়।

অপরদিকে, রাজ্যের মসনদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ১৪ বছর পরেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত বুথে টিমটিম করে হলেও টিকে রয়েছে সিপিএম। নির্বাচনি প্রচার থেকে শুরু করে ভোটগণনা পর্যন্ত লালঝান্ডাধারীদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। রাজনৈতিক মতাদর্শ, অ্যাজেন্ডা, প্রচারের অভিমুখ নিয়ে যতই বিতর্ক থাকুক, ক্ষয়রোগে আক্রান্ত বাম দলগুলির সংগঠনকে মজবুত করার নিরন্তর প্রয়াস আছে। নানাবিধ পন্থায় মানুষের সঙ্গে জনসংযোগও করে তারা। এই কাজে অতীতের মতো এখনও বামেদের গণসংগঠনগুলি কার্যকর ভূমিকা নেয়।

কিন্তু মালদা, মুর্শিদাবাদের বাইরে কংগ্রেসকে সেভাবে বুথে বুথে সংগঠন বাড়ানোর কাজে দেখা যায় না। বাংলার মতো বিহারেও বহুদিন ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে রয়েছে কংগ্রেস। আরজেডি'র বি-টিম হিসেবে তাদের সেখানে কাজ করতে হয়। তারপরও বিহারে 'নকরি দো পলায়ন রোকো যাত্রা' এবং 'ভোটার অধিকার যাত্রা'-র আয়োজন করে নীচুতলার কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

রাহুল সহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব তাতে শামিল হয়েছিল। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা- কংগ্রেসের নজরে থাকা রাজ্যের তালিকা কম নয়। পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেস স্বপ্নের ইমারত তৈরির ব্রত নিয়েছে ঠিকই। কিন্তু ভঙ্গুর ও দুর্বল বুনিয়াদের ওপর বহুতল গড়া সম্ভব নয়। যে কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের সাড়া পেতে সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি প্রয়োজন সবার আগে।

অমৃতধারা

বেদান্ত বলে, দুর্বলতাই সংসারের সমস্ত দুঃখের কারণ, দুর্বলতাই দুঃখভোগের একমাত্র কারণ। আমরা দুর্বল বলেই এত দুঃখভোগ করি। আমরা দুর্বল বলেই চুরি- ডাকাতি মিথ্যে জুয়াচুরি বা অন্যান্য পাপ করে থাকি। দুর্বল বলেই আমরা মৃত্যুমুখে পড়ি। যেখানে আমাদের দুর্বল করবার কিছুই নেই, সেখানে মৃত্যু বা কোনওরকম দুঃখ থাকতে পারে না। আমরা দুঃখবোধ করছি একটি মহাভ্রান্তির জন্য। সেই ভ্রান্তিটি ত্যাগ করো, সব দুঃখ চলে যাবে। ভক্তি তোমার ভিতরে রয়েছে, কেবল তার উপর কাম-কাঞ্চনের একটা আবরণ পড়ে আছে। ওই আবরণটা সরিয়ে দিলে সেই ভিতরকার ভক্তি আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। ভক্তি খুব বড় জিনিস, কিন্তু এতে নিরর্থক ভাবপ্রবণতা এসে আসল জিনিসটাই নষ্ট হবার যথেষ্ট ভয় আছে।

-স্বামী বিবেকানন্দ

নগরায়িত বাঙালির বার্ধক্য এবং সংকট

সন্তানহীন সমাজে 'জিনগত ক্ষয়'-এর যে কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন তা কিন্তু কল্পনা, বাস্তবে ভয়ের কারণ।

রণধীর চক্রবর্তী

ছবি - এআই

নির্জন বারান্দা, নিঃসঙ্গ দুপুর আর একরাশ উদ্বেগ নিয়ে কাটানো মুহূর্ত। কলকাতা সহ শহুরে পশ্চিমবঙ্গের এই ছবিটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। শহুরে বাঙালির ভবিষ্যৎ কি তবে এভাবেই বার্ধক্যের দীর্ঘশ্বাসে বিলীন হয়ে যাবে? আজকের নগর বাঙালির সমাজচিত্রে যে পরিবর্তন ক্রমে ঘনিয়ে আসছে, তা শুধু জনসংখ্যার স্খলন নয়, তা একধরনের জৈব-সাংস্কৃতিক ক্ষয়ের পূর্বাভাসও। কলকাতা সহ শহুরে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র যে ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তা হল, মানুষ দেরিতে বিয়ে করছেন, বহু দম্পতি সন্তান নিচ্ছেন না, আর যাঁরা সন্তান নিচ্ছেন, তাঁরাও একটির বেশি নিতে রাজি নন। এই প্রবণতা যদি চলতে থাকে, তবে আমরা এক ভবিষ্যৎ জিনগত সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছি। শুধু সাংস্কৃতিক শৈথিল্য নয়, একটি বার্ধক্যগামী সমাজ গড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।

বিয়ের বয়স বাড়ছে, সন্তান হচ্ছে কম, এই সমস্যা কীভাবে জিনগত সংকট তৈরি করছে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে বৈজ্ঞানিক মহলে। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (২০১৯-'২১)-এর তথ্য বলছে, শহরাঞ্চলের বাঙালি সমাজে বিয়ের গড় বয়স বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ বছর বা তারও বেশি। এই 'লেট ম্যারেজ'-এর ফলে প্রজননকাল কমে যাচ্ছে। তদুপরি, সন্তান নিতে চাওয়ার আগ্রহও অনেকের মধ্যে কমে গিয়েছে। একই রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে মোট প্রজনন হার এখন ১.৬, যা প্রজন্ম পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ২.১-এর অনেক নীচে। কলকাতার মতো শহরে তা আরও কম, প্রায় ১.২-এর আশপাশে। এই হার জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো জনসংখ্যার সংকটে ভোগা দেশের সমতুল্য।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তথ্য বলছে, কলকাতা (১.২), হাওড়া (১.৩), উত্তর ২৪ পরগনা (১.৪) এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা (১.৩) - এই শহরাঞ্চলগুলিতে প্রজনন হার সবচেয়ে কম। অর্থনৈতিক জরিপ অনুযায়ী, একটি শিশুর লালনপালনে কলকাতায় বছরে গড়ে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়, যা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য বিশাল আর্থিক চাপ। সেই চাপের কথা ভেবেই প্রজনন থেকে পিছিয়ে আসছেন বহু দম্পতি। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'- এটাই মধ্যবিত্ত বাঙালির চিরকালের চাওয়া। সন্তানের সেই ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে না পারার আশঙ্কাই বার্ধক্যগামী সমাজ গড়ার প্রথম ধাপ তৈরি করছে।

'এক সন্তান' বা 'সন্তানহীনতা'। বর্তমান প্রজন্মের শহুরে বাঙালিদের একাংশ মনে করছে, সন্তান নেওয়া মানেই জীবনের গতি থেমে যাওয়া। সন্তান মানে কেরিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, আর্থিক চাপ এবং পারিবারিক পরিসরের সংকোচন। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে অনেকেই হয় সন্তান নিচ্ছেন না, নয়তো কেবলমাত্র একটি সন্তানেই সীমাবদ্ধ থাকছেন। এই প্রবণতার সামাজিক প্রভাব হচ্ছে- পারিবারিক কাঠামোর সংকোচন, বয়সভিত্তিক ভারসাম্যের অভাব, এবং ভবিষ্যতে সহযোগী প্রজন্মের অনুপস্থিতি।

সন্তানহীন সমাজে 'জিনগত ক্ষয়'-এর যে কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন তা কিন্তু কল্পনা, বাস্তবেই ভয়ের কারণ। 'জিনগত ক্ষয়' মানে, শুধুমাত্র সন্তান কম হওয়ার জন্য জনসংখ্যা কমে যাওয়া নয়, সমস্যা আরও গভীরে। এর অর্থ, সংস্কৃতি ও রক্তরেখার বিচ্ছিন্নতা। কারণ, নতুন প্রজন্ম অনুপস্থিত। বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সৃজনশীল উত্তরাধিকারের অন্তর্ধান। কারণ, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল নাগরিকরাই সন্তান নিচ্ছেন না। এর অর্থ ভবিষ্যতে সামাজিক বৈচিত্র্য ও স্থিতিশীলতা হ্রাস, যা একটি সমাজকে জীবিত রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক।

জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালির মতো দেশ, এমনকি কেরলের মতো রাজ্যও দেখিয়ে দিয়েছে— একবার জনসংখ্যা হ্রাসের হার নীচে নেমে গেলে, তা ফেরানো প্রায় অসম্ভব। সরকার যতই উৎসাহভাতা দিক, যতই নীতি আনুক— যদি সমাজ নিজে সচেতন না হয়, এই ধারা আর বদলায় না। কেরল, যার মানব উন্নয়ন সূচক ভারতে সর্বোচ্চ, সেখানেও একই পরিস্থিতি। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (২০১৯-'২১) অনুযায়ী কেরলের মোট প্রজনন হার ১.৮, যা প্রতিস্থাপন হারের (২.১) নীচে। শহরাঞ্চলে তা আরও কম, প্রায় ১.৫। কেরলের মোট জনসংখ্যার ১২.৬ শতাংশের বয়স বর্তমানে ৬০ বা তার বেশি, যা জাতীয় গড় বয়সের (৮.৬ শতাংশ) অনেক উপরে। পশ্চিমবঙ্গে এই হার ৮.৫ শতাংশ (২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)। কিন্তু বর্তমান প্রবণতায় তা দ্রুত বাড়ছে।

কেরল সরকার 'জননী জন্ম রক্ষা যোজনা' চালু করেও প্রজনন হার বৃদ্ধি ঘটাতে পারেনি। এমনকি সেখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যেও সন্তানহীনতা ও একসন্তান নীতি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এটি প্রমাণ করে যে, উচ্চশিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন একা জনসংখ্যা সংকট রোধ করতে পারে না; বরং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। পশ্চিমবঙ্গ যদি কেরলের পথ অনুসরণ করে, তবে তার পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে, কারণ বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতিগত পরিচয় কেরলের চেয়ে অনেক বেশি বিপন্ন।

> জনসংখ্যা সংকটের পেছনে আর্থিক চাপ অবশ্যই একটি বড় কারণ। আধুনিক শিক্ষার খরচ, স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় এবং শহরে বসবাসের উচ্চ ব্যয় অনেক দম্পতিকেই সন্তান নেওয়া থেকে বিরত রাখছে। কিন্তু এই আর্থিক যুক্তির পেছনে লুকিয়ে আছে এক ধরনের ভোগবাদী মানসিকতা। আমরা আজ সন্তানকে আর সম্পদ হিসেবে দেখছি না, বরং ব্যয় হিসেবে দেখছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা যেখানে সন্তানকে দেখতেন পরিবারের বৃদ্ধি, সমাজের ভবিষ্যৎ এবং বার্ধক্যের ভরসা হিসেবে, আধুনিক শহুরে বাঙালি সন্তানকে দেখছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অন্তরায় হিসেবে।

নগর বাঙালির আত্মপরিচয় দীর্ঘদিন ধরে বুদ্ধি, সংস্কৃতি ও যুক্তির আশ্রয়ে গঠিত হয়েছে। আজ সেই সমাজ যদি চুপিসারে নিজেকে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে দেয়, তবে তা একটি সভ্যতার অবসান হিসেবেই দেখা হবে। চুপ করে থাকলে শুধু জনসংখ্যা নয়, বাঙালি সমাজের আত্মা হারিয়ে যাবে। এখনই সময় ভাবার। সমাধান জোর করে নয়— দরকার সামাজিক চেতনা, পারিবারিক মূল্যবোধের পুনরাবিষ্কার, এবং এমন একটি সমাজ গড়ার ইচ্ছা যেখানে সন্তান নেওয়া শুধুমাত্র দায় নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষার দায়িত্বও হবে।

এই জনসংখ্যা সংকটের পেছনে আর্থিক চাপ অবশ্যই একটি বড় কারণ। আধুনিক শিক্ষার খরচ, স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় এবং শহরে বসবাসের উচ্চ ব্যয় অনেক দম্পতিকেই সন্তান নেওয়া থেকে বিরত রাখছে। কিন্তু এই আর্থিক যুক্তির পেছনে লুকিয়ে আছে এক ধরনের ভোগবাদী মানসিকতা। আমরা আজ সন্তানকে আর সম্পদ হিসেবে দেখছি না, বরং ব্যয় হিসেবে দেখছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা যেখানে সন্তানকে দেখতেন পরিবারের বৃদ্ধি, সমাজের ভবিষ্যৎ এবং বার্ধক্যের ভরসা হিসেবে, আধুনিক শহুরে বাঙালি সন্তানকে দেখছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অন্তরায় হিসেবে।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি মাতৃত্বকালীন সুবিধা, শিশু লালনপালনে সামাজিক সহায়তা দেওয়া জরুরি। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের মনে করতে হবে যে সন্তান শুধু ব্যক্তিগত সুখের বিষয় নয়, এটি একটি সমাজ ও সভ্যতার অস্তিত্বের প্রশ্ন। বাঙালি সমাজ যদি এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে না পারে, তবে আগামী কয়েক দশকে আমরা এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হব যেখানে বৃদ্ধাশ্রম আর একাকিত্ব হবে আমাদের নিয়তি। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভাষা, আমাদের উৎসব-পার্বণ, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য— সবই হারিয়ে যাবে ক্রমে ক্রমে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে, পরিবার গঠনের মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করতে হবে, যাতে বাঙালি সমাজ তার হাজার বছরের ঐতিহ্য বহন করে এগিয়ে যেতে পারে।

বাঙালি সমাজের ভবিষ্যৎ যদি বৃদ্ধাশ্রম, একাকিত্ব ও প্রজন্মহীনতায় পূর্ণ হয়, তবে তা আত্মসন্তুষ্টির নয়, আত্মবিনাশের সূচক।

(লেখক বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনলজির শিক্ষক)

আজ

১৯৫০

অভিনেত্রী শাবানা আজমির জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭৬

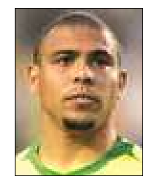

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কিংবদন্তি ব্রাজিলীয় ফুটবলার রোনাল্ডো।

আলোচিত

ঈশ্বর স্বয়ং নরেন্দ্র মোদিকে দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অবতার হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমি কখনও এমন নেতা দেখিনি, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। আমি তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই। আমি চাই, স্বাধীনতার ১০০তম বছর অর্থাৎ ২০৪৭ পর্যন্ত মোদিজি দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকুন।

- মুকেশ আম্বানি

ভাইরাল/১

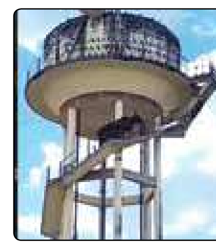

গল্পের গোরু গাছে ওঠে। এবার গোরুর ৬০ ফুট উঁচু জলের ট্যাংকে ওঠার ভিডিও ঝড় তুলছে। আজমেরে পথভ্রষ্ট গোরুটি জলের ট্যাংকে উঠে পড়ে। তাকে নামাতে কালঘাম ছুটে যায়। ক্রেন এনে গোরুটিকে উদ্ধার করা হয়।

ভাইরাল/২

উত্তরাখণ্ডে বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যাকবলিত। নদীর জল বয়ে চলেছে তীব্র গতিতে। সেই জলে আটকে পড়ে একজন বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে পড়েন। নীচ দিয়ে জলের তীব্র স্রোত বয়ে চলেছে। জিপলাইন দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

জনমন জনমত

ভাগ্যের চাকা ঘুরবে আশায় ৩,৭১৯ জন কম্পিউটার শিক্ষক

একই রাজ্যে একই কাজ করে এক দল সোনার চামচে মুখে অন্ন তুলছে, আরেক দল 'বঞ্চিত' থেকে সেই অন্নের জোগান দিতে হিমসিম খাচ্ছে প্রতিনিয়ত। একই কাজ করে এক দল সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে হাঁটছে রোজ, আরেক দল মুখে ক্লান্তি মনে অবসাদ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ধুঁকছে প্রতিদিন। একই পেশায় কেউ কেউ আনন্দমুখর দিনগুলোতে পরিবার পরিজন নিয়ে হাসিমুখে ঘুরছে রোজ, আরেক দল চোখে জল নিয়ে সইছে যন্ত্রণা। সব দপ্তরের কর্মীদের কাছে বিভিন্ন সুখবর এলেও তাঁদের কোনও খবরে 'সু' বিশেষণটি বসানোর সুযোগ আসে না। দিনের পর দিন তাঁরা এভাবেই বঞ্চিত।

কথা হচ্ছে কম্পিউটার শিক্ষকদের নিয়ে। যেখানে এক পেশায় কাজ করে ৫,৬৯১ জন কম্পিউটার শিক্ষক চাকরির সুনিশ্চয়তা, বর্ধিত বেতন কাঠামো সমেত ফেস্টিভাল বোনাস এবং ছুটির সবরকম সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন, সেখানে ৩,৭১৯ জনের ভাগ্যে জুটছে যৎসামান্য ভাতা, যা দিয়ে তাঁদের গাড়িভাড়া মেটাতে হিমসিম খেতে হয়, সেখানে সংসার চালানোর ভাবনা তো দূর অস্ত।

২০২২ সালে এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ষষ্ঠ এবং সপ্তম পর্যায়ে নিয়োগ করা হলেও আজও তাঁদের সরকারিকরণ হয়নি। এর আগে অর্থাৎ প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যায়ের মধ্যে যেসব কম্পিউটার শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়োগ করা হয়েছিল, সরকার তাঁদের ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরকারি আওতায় নিয়ে আসে। ফলে সেই অনুযায়ী রাজ্যে যখন আবার একবার বিধানসভা নির্বাচনের সময় এসেছে তখন এই বঞ্চিত ৩,৭১৯ জন কর্মী আশায় বুক বেঁধেছেন এই ভেবে যে, হয়তো এবার তাঁদের ভাগ্যের চাকা ঘুরতে পারে।

কবির ভাষায়, 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।' এই রুটির সন্ধানে প্রতিনিয়ত এই বঞ্চিত ৩,৭১৯ জনকে ঝলসাতে হয় অভাব, অনটন, অসম্মান আর আত্মগ্লানির আগুনে। তাঁরা কেউ জানেন না তাঁদের এই আর্তনাদ কবে মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছাবে, কবে এই বঞ্চিত ৩,৭১৯ জন কম্পিউটার শিক্ষক তাঁর স্নেহাশিসের ভাগীদার হতে পারবেন?

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আবেদন, আপনি ওই শিক্ষকদের এই করুণ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন, ৩৭১৯টি পরিবারকে বাঁচান।

বিশ্বজিৎ ঘোষ, দক্ষিণ দিনাজপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ইংরেজি উচ্চারণ ও আদ্যিকালের আদিখ্যেতা

অনুপর্ণা না হয় ভারতীয় 'অ্যাকসেন্টে' ইংরেজি বলেছেন, মার্কিনিরা তো ইংরেজি বানান নিজেদের মতো বানিয়ে নেন।

তন্ময় দেব

পুরুলিয়া তথা বাংলার মেয়ে অনুপর্ণা রায় প্রথম ভারতীয় চিত্রপরিচালক হিসেবে তাঁর ছবি Songs of Forgotten Trees-এর জন্য ৮২তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়ে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষ ও ভারতীয় সিনেমার নাম উজ্জ্বল করলেন, অথচ তাঁর এই সাফল্যকে উদযাপনের পরিবর্তে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল অনুপর্ণার ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে হাসিঠাট্টা করা।

অবশ্য এই ধারা নতুন নয়। দুশো বছর ধরে ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকতে থাকতে এবং ইংরেজি ভাষা ও তার বিশেষ কায়দায় উচ্চারণ শুনতে শুনতে তা আমাদের অস্থিমজ্জা ও মস্তিষ্কে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছে যে, নিজেকে 'এলিট' প্রমাণ করতে কেউ পিছপা হন না। অথচ মানুষ ভুলে গিয়েছেন, ইংরেজি আদতে একটি ভাষা, ঠিক যেমন বাংলা, হিন্দি, তামিল অথবা তেলেগু। যার মাধ্যমে মনের সব ভাবই প্রকাশ করা যায়। ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর সঙ্গে আদৌ এর কোনও যোগাযোগ নেই।

তবে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা আদৌ সম্ভব কি না, সেবিষয়ে জার্মানি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী জার্মান ভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা হয়ে চলেছে। ভেনিসের চলচ্চিত্র উৎসবে অনুপর্ণা খুব স্পষ্ট উচ্চারণে নিজের বক্তব্য রেখেছেন। মঞ্চে উপস্থিত সকলেই যে তাঁর কথা বুঝতে পেরেছেন, ভিডিওটি দেখলে সেটা বোঝা যায়। একজন বাঙালি তাঁর মাতৃভাষাকে ঠিক যেভাবে উচ্চারণ করেন, সেই ধারা ও বাচনভঙ্গি মেনে তাঁর অন্য ভাষার উচ্চারণই স্বাভাবিক।

কই ব্রিটিশরা যখন হিমালয়কে 'হিমালয়া' কিংবা রামায়ণকে 'রামায়ণা' উচ্চারণ করেন, তখন তো কেউ হাসিঠাট্টা করেন না, নাক সিঁটকান না। কোনও বিরোধিতা তখন শোনা যায় না। অন্য রাজ্যের ভিন্ন ভাষাভাষী নেতা, মন্ত্রীর দলীয় রাজনীতির প্রচারে কিংবা সরকারি কর্মসূচিতে বাংলায় এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা অতীব নিকৃষ্ট উচ্চারণে যখন পাঠ করেন, তখন তো তাঁদের দলের কেউ শুধরে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। একবার তো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের নামই বদলে দিলেন। তখন কেন সবাই চুপ থাকি?

ভুলে গেলে চলবে না, বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষায় বহু মানুষ প্রাণ খুইয়েছেন এবং তাঁদের সেই লড়াইকে মর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্যে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসের সূচনা হয়েছিল। বাংলা ভাষা তবে কোনদিক থেকে বিশ্বজনীন নয়? অন্যদিকে, যদি উচ্চারণের প্রসঙ্গে আসতে হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, অনুপর্ণা না হয় ভারতীয় 'অ্যাকসেন্টে' ইংরেজি বলেছেন, মার্কিনিরা কী করেন? তাঁরা তো শুধু বাচনভঙ্গি নয়, বহু কঠিন ইংরেজি বানান নিজেদের মতো করে বানিয়ে নেন। কই সেসব নিয়ে তো কারও মাথাব্যথা দেখি না।

নিজেকে ইংরেজিতে পারদর্শী ও অতি আধুনিক দেখাতে বহু বাঙালি ও ভারতীয় আজকাল going to-কে gonna বলে চালিয়ে দিচ্ছেন নির্দ্বিধায়। একই ভাষার তো কত রকম উচ্চারণ। ইংল্যান্ডেই লন্ডন কিংবা ম্যাঞ্চেস্টার অথবা লিভারপুলে অঞ্চল ভেদে ইংরেজি উচ্চারণে আকাশপাতাল তফাত। কেউ ধরিয়ে না দিলে বিশ্বাসই করা কঠিন ভাষাটা আদৌ ইংরেজি!

এখন যদি নিজেকে স্মার্ট দেখাতে 'আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফটের' বদলে হরেক রকম 'অ্যাকসেন্ট' রপ্ত করতে হয়, সেটা শিল্প ও শিল্পী উভয়ের প্রতিই জুলুম ছাড়া আর কী বলা যায়? কাউকে হেয় করার আগে বুঝতে হবে, ইংরেজি এমন একটি ভাষা, যা গোটা বিশ্বে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রধান মাধ্যম। ফলে উচ্চারণ নিয়ে তামাশায় কিছু যায় আসে কি?

(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। সাহিত্যচর্চায় যুক্ত)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪৭

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। কর্তৃত্ব ফলানো ৩। প্রায় গোলাকার ৪। লোকসংগীতে ব্যবহৃত বাদ্য ৫। স্থায়ীভাবে থাকা, বাস ৭। জলপাত্রবিশেষ ১০। গোল্লায় যাওয়া ১২। ডাকাডাকি, আস্ফালন ১৪। কাঁধে বহনযোগ্য খোলা পালকি ১৫। অনর্গল অর্থহীন কথা ১৬। কর্তাবাবা বা ঠাকুরদার স্ত্রী, পরিবারের জ্যেষ্ঠ মহিলা।

উপর-নীচ : ১। ঈষৎ হলুদ রংয়ের পাথর ২। অশ্বারোহী সৈন্যদল ৩। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র ৬। আপনজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ৮। গন্ডার, গণ্ডা, নদীবিশেষ ৯। জাদুর তন্ত্রমন্ত্র ১১। খাদ্য পরিবেশনকারী ভৃত্য, পরিচারক, খিদমতগার ১৩। সংগীতের সুরের অলংকার, স্বরকম্পনবিশেষ।

সমাধান ■ ৪২৪৬

পাশাপাশি : ২। রাশভারি ৫। গঞ্জিকা ৬। বকধার্মিক ৮। খাড়ু ৯। বানি ১১। নবাবজাদা ১৩। পামর ১৪। মানকলি।

উপর-নীচ : ১। শাগরেদ ২। রাকা ৩। ভাবুক ৪। কনক ৬। বড়ু ৭। ধাতানি ৮। খাণ্ডব ৯। বাদা ১০। কলরব ১১। নতুবা ১২। জাহান ১৩। পালি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

গোথেনবার্গের পুজোয় নকশিকাঁথা, ছৌ নাচ

গোথেনবার্গ, ১৭ সেপ্টেম্বর : বাংলা থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে, তুষারে ঢাকা সুইডেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর গোথেনবার্গের উৎসবে বাঙালিয়ানার আমেজ। মানে, প্রবাসী বাঙালিদের জমজমাট দুর্গোৎসব!

গোথেনবার্গ শহরে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অফ গোথেনবার্গ (ব্যাগ)-এর পুজো এবার সপ্তম বছরে পা দিল। কিন্তু ভাববেন না, বিদেশে পুজো মানেই শুধু জমিয়ে খাওয়াদাওয়া আর ঠাকুর দেখা। ওদের পুজোতে আছে থিম, আছে নিজের হাতে সাজানো শিল্পকর্ম, এমনকি পুরোহিতগিরিও করছেন সমিতির সদস্য পাঁচজন মহিলাই। কলকাতার অধ্যাপিকা নন্দিনী ভৌমিকের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন তাঁরা পুজোর মন্ত্র থেকে শুরু করে অঞ্জলি দেওয়া পর্যন্ত সবই সাবলীল ভঙ্গিতে সামলাচ্ছেন। তৃতীয় বছর চলছে তাঁদের এই আত্মনির্ভর পুরোহিতি।

গোথেনবার্গের বাঙালি সমিতির এবারের পুজোর থিম—বাংলার অমূর্ত শিল্প। সদস্যদের নিজেদের হাতে তৈরি নানা শিল্পকর্মে ভরে উঠছে প্যান্ডেল। নকশিকাঁথা, কাঠের পুতুল, পটচিত্র—সবই আছে তাতে। ব্যক্তিগত শিল্প দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে প্রতিমা ও মঞ্চসজ্জা করেছেন সমিতির সদস্যরা। ঠাকুর দেখা মানেই এখানে বাংলার শিল্পের ক্লাসও ফ্রি!

'ব্যাগ'-এর অন্যতম উদ্যোক্তা অমৃতা লস্কর বললেন, তাঁদের পুজোর এবছরের থিম 'ট্যানজিবল হেরিটেজ', যেখানে বাংলার বিপন্ন শিল্পরূপ যেমন বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির ঘোড়া, পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ এবং কলকাতার সূক্ষ্ম পটচিত্র শিল্প বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে। তাঁর কথায়, 'আমাদের লক্ষ্য শুধু পুজো নয়, বরং ঐতিহ্য রক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার সমন্বয়ে একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়া।' এজন্যই ডেকোরেশনে পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণের ব্যবহারেও জোর দিয়েছেন অমৃতারা।

শুধু দুর্গাপুজোই নয়, সারাবছরই সমিতি ব্যস্ত থাকে সরস্বতীপুজো, নববর্ষ, গ্রীষ্মকালীন বনভোজন, মহিষাসুরমর্দিনী, বিজয়া সম্মিলনীর ব্যবস্থাপনায়। আগামী বছর আবার নতুন চমক, শুরু হতে চলেছে কালীপুজো! আর গোথেনবার্গে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে মিলে আন্তর্জাতিক যোগদিবসও আয়োজন করে ওরা।

২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই 'ব্যাগ' দুর্গাপুজো আয়োজনের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রাণবন্ততা বজায় রেখেছে। করোনা মহামারির বছরগুলিতেও তারা ধারা বজায় রেখেছিল কলসপুজোর মধ্য দিয়ে। ২০২২ সাল থেকে ফের জাঁকজমক করে পুজো শুরু হয়। সংস্কার ভেঙে পুরোহিতের দায়িত্ব মহিলাদের হাতে সঁপে দেওয়া 'শুধু আচার নয়, অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়নের প্রতীক', বলছেন আয়োজকরা।

প্রতি বছর ব্যাগ-এর পুজোয় গড়ে ৫০০-৬০০ মানুষ যোগ দেন। বোধন থেকে সিঁদুরখেলা, সব আচার পালনের পাশাপাশি দু'দিন জুড়ে থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—আবৃত্তি, নাচ-গান থেকে স্থানীয় ব্যান্ড ও নৃত্যবিদ্যালয়ের পরিবেশনা।

এবারেও সুইডেনের ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগতে দিচ্ছেন না গোথেনবার্গের বাঙালিরা। ঠাকুর গড়া থেকে আরতি, খাওয়া-দাওয়া থেকে গান-বাজনা—সবই করছেন একেবারে নিজেদের হাতে, সাবেকি বাঙালিয়ানায়। কে বলে বাঙালি শুধু মাছ-ভাতেই বাঁচে?

চট্টগ্রামে মার্কিন সেনা

সন্দেহ লুকোচুরিতে

ঢাকা, ১৭ সেপ্টেম্বর : শেখ হাসিনার পতনের পর কার্যত রাতারাতি ভাঙনের মুখে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। ভারতের অস্বস্তি, উদ্বেগ বাড়ানোর চেষ্টায় খামতি রাখতে চাইছে না বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। চিন, পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে মরিয়া প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। এবার আমেরিকার সঙ্গেও কৌশলগত সম্পর্ক বিকাশের পথে এগোতে শুরু করেছে ঢাকা। একাধিক সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, বাংলাদেশে হাজির হয়েছে একটি সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস বিমান। মার্কিন বায়ুসেনার এই দানবীয় বিমানটি সম্ভবত জাপানে অবস্থিত ইয়োকোটা ঘাঁটি থেকে উড়ে এসেছে। ওই বিমানে চড়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এসেছেন মার্কিন সেনার বিভিন্ন স্তরের অন্তত ১২০ জন কমান্ডো, আধিকারিক এবং বিশেষজ্ঞ।

আমেরিকার বাহিনী ঘাঁটি গেড়েছে স্থানীয় পাঁচতারা হোটেল র‍্যাডিসনে। হোটেলের ৮৫টি ঘর তাদের জন্য বুক করা হয়েছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হোটেলের অতিথি তালিকায় কোনও মার্কিনির নাম পাওয়া যায়নি। চট্টগ্রামে মার্কিন সেনার উপস্থিতি নিয়ে ঢাকা বা ওয়াশিংটনের তরফে সরকারিভাবে কোনও বিবৃতিও জারি করা হয়নি। বাংলাদেশের একটি প্রশাসনিক সূত্র জানিয়েছে, সেদেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথ মহড়ায় অংশ নেবে আমেরিকার সেনারা। ২০ সেপ্টেম্বর বিদেশি বাহিনীর চট্টগ্রাম ছেড়ে যাওয়ার কথা। ইতিমধ্যে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের একটি দল বাংলাদেশ বায়ুসেনার পতেঙ্গা বিমানঘাঁটি পরিদর্শন করেছে।

বাংলাদেশে গতিবিধি

- চট্টগ্রামে সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস
- হাজির ১২০ মার্কিন সেনা
- হোটেলের ৮৫টি ঘর বুক
- ইউনূস জমানায় বাংলাদেশে ৩ মহড়া মার্কিন সেনার
- ঢাকার হোটেলে মার্কিন কমান্ডোর রহস্যমৃত্যু

৩১ অগাস্ট ঢাকার ওয়েস্টিন হোটেলে মার্কিন স্পেশাল ফোর্সেস (এয়ারবর্ন)-এর এক কমান্ডোর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। টেরেন্স আরভেল জ্যাকসন নামে ওই কমান্ডোর মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ওই ঘটনার পর চট্টগ্রামে আমেরিকার সেনাবাহিনীর উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ইউনূস ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ সেনার সঙ্গে মার্কিন বাহিনী টাইগার লাইটনিং এবং অপারেশন লাইটনিং নামে অন্তত ২টি যৌথ মহড়ায় অংশ নিয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ, আমেরিকা ও শ্রীলঙ্কার বাহিনী যৌথভাবে প্যাসেফিক অ্যাঞ্জেল ২৫ নামে একটি মহড়া দিয়েছে। আমেরিকা ও বাংলাদেশ সরকারের দাবি, ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে নাকি ৭ দিন ধরে চলা এই মহড়ার আয়োজন করা হয়েছিল। যদিও অতীতে বাংলাদেশের সঙ্গে মার্কিন সেনার মহড়ার নজির নেই বললেই চলে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে আমেরিকা ও বাংলাদেশ সেনার মহড়াগুলি হচ্ছে চট্টগ্রাম ও তার আশপাশের এলাকায়। যেটি অবস্থানগতভাবে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং মায়ানমারের খুব কাছে অবস্থিত। ফলে এইসব মহড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে।

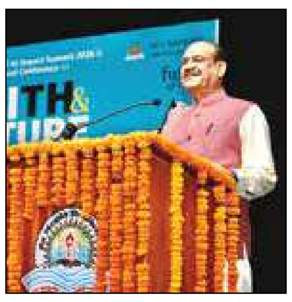

হরিদ্বারে দেব সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

শরিফ-ট্রাম্প বৈঠকের সম্ভাবনা

ওয়াশিংটন, ১৭ সেপ্টেম্বর : আগামী সপ্তাহে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের ভাষণ দেওয়ার কথা। অধিবেশনের ফাঁকে শরিফের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানে থাকবেন পাক সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরও। সম্ভবত ২৫ সেপ্টেম্বর সেই বৈঠক হতে পারে।

ইন্টার সার্ভিসেস জনসংযোগ দপ্তর (আইএসপিআর) কিংবা ওয়াশিংটনের পাক দূতাবাসের পক্ষ থেকে কিন্তু আসন্ন পাক-মার্কিন বৈঠক নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও ঘোষণা করা হয়নি।

অপারেশন সিঁদুরের পর উপমহাদেশের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। কয়েক মাস আগে পাক সেনাপ্রধানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ট্রাম্প। সাধারণত কোনও দেশ বা সরকারের প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মুনির কোনওটাই নন। এই নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ট্রাম্প দ্বিতীয়বার বৈঠকে বসতে চলেছেন। সূত্রের খবর, পাকিস্তানের বন্যা, কাতারের ওপর ইজরায়েলের হামলা নিয়ে আলোচনা হতে পারে দুই নেতার। ভারত-পাক কূটনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথও খোঁজা হতে পারে।

২৬/১১-র নেপথ্যে মাসুদ-ই

ইসলামাবাদ, ১৭ সেপ্টেম্বর : নয়াদিল্লির সংসদ চত্বর ও ভারতের বাণিজ্য নগরী মুম্বইয়ে হামলার পরিকল্পনা, তার বাস্তবায়ন জইশ প্রধান মাসুদ আজহারেরই। জইশ-ই-মহম্মদের এক প্রথমসারির কমান্ডার মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরির দ্বিতীয়বারের ভিডিওবার্তায় এমন তথ্যই রয়েছে। ইলিয়াস বলেছে, আজহারের ঘাঁটি বালাকোটেই। এখান থেকেই সে ভারতে দু'টি হামলার নীলনকশা ছকেছিল।

পাকিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিকে আশ্রয় দেওয়ার তথ্য বারবার অস্বীকার করেছে ইসলামানাদ সরকার। মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরির ভিডিওবার্তা কিন্তু পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিল। পাকিস্তান যতই নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করুক, আসল কালপ্রিট মাসুদ আজহার। সে পাকিস্তানেই রয়েছে। ইলিয়াস বলেছে, মাসুদ তিহার জেলে পাঁচ বছর বন্দি থাকার পর পাকিস্তানে ফিরে বালাকোটে ঘাঁটি গাড়ে।

ইলিয়াস কাশ্মীরির একটি ভিডিওবার্তা গতকালও সামনে এসেছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত সেই বার্তায় ৭ মে ভারতীয় সেনার হামলায় নিহতদের 'শহিদ' তকমা দিয়ে তাদের অন্ত্যেষ্টিতে পাক সেনাকর্তাদের উপস্থিত থাকতে মুনির বলেছিলেন বলে উল্লেখ করেছে ইলিয়াস। ওই বক্তব্য প্রমাণ করে পাক সামরিক বাহিনী ও আইএসআই জঙ্গিদের মদত দেয়।

পদ্ম-পোস্টারে মোদি সিংহ, রাহুল অসুর

পাটনা, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিহারে বিধানসভা ভোটের মুখে প্রচার-যুদ্ধ চরমে উঠছে বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে। হাত শিবিরের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা প্রয়াত হীরাবেনকে অপমান করার অভিযোগে ইতিমধ্যে তেড়েফুঁড়ে আক্রমণে নেমেছে বিজেপি। এবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এবং সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবকে অসুররূপে দেখিয়ে একটি নতুন পোস্টার জারি করেছে বিহার বিজেপি শাখা। যা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

পাটনার পোস্টারটি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু।

পাটনার বিভিন্ন স্থানে বিজেপি যে পোস্টার লাগিয়েছে, তাতে মা দুর্গার জায়গায় মোদির প্রয়াত মা হীরাবেনের ছবি রয়েছে। তাঁর পায়ের কাছে থাকা সিংহের মুখটি অবিকল প্রধানমন্ত্রীর আদলে তৈরি করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই পোস্টার ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এর আগে মোদিকে তাঁর মা ধমক দিচ্ছেন বলে একটি এআই নির্ভর ছবি শেয়ার করেছিল বিহার প্রদেশ কংগ্রেস। সেই ভিডিওটিকে কেন্দ্র করে আইনি জটে পড়েছে কংগ্রেস। আদালত ইতিমধ্যে সেই ছবি সরানোর নির্দেশ দিয়েছে হাত শিবিরকে। তার আগে অভিযোগ উঠেছিল, ভোটার অধিকার যাত্রা চলাকালীন দ্বারভাঙায় রাহুল, তেজস্বীর মঞ্চ থেকে কুকথা বলা হয়েছিল মোদির মাকে। সেই নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই এবার বিজেপির পোস্টার তাতে নতুন করে ইন্ধন জোগাল।

মোদির মায়ের বিতর্কিত ভিডিও সরাতে নির্দেশ : কৃত্রিম মেধা (এআই) প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রয়াত মা হীরা বেন-এর একটি ভিডিও কংগ্রেসকে সব জায়গা থেকে সরাতে নির্দেশ দিল পাটনা হাইকোর্ট।

ভিডিওটি ১০ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের বিহার শাখার অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা হয়। তাতে মোদি এবং তাঁর মা-কে দেখা যায়। আরও দেখা যায়, মোদি স্বপ্নে মা'কে দেখছেন তাঁর সমালোচনা করতে। এই ভিডিও নিয়ে বিতর্ক হয়। তাঁদের ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছে, এই অভিযোগে এফআইআর দায়ের করে দিল্লি পুলিশ। সেই ভিডিও নিয়েই পাটনা হাইকোর্ট কড়া নির্দেশ দিয়েছে।

পাটনা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি পিবি বজরন্তি ও বিচারপতি অলোক কুমার সিনহার ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্র, বিহার সরকার, কংগ্রেস, নির্বাচন কমিশন ও রাহুল গান্ধিকে নোটিশ পাঠিয়েছে। অভিযোগকারী দিল্লি বিজেপির নির্বাচনি শাখার প্রধান সংকেত গুপ্তার দাবি, ভিডিওটি প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে শুধু তা-ই নয়, একই সঙ্গে তা আইন, নৈতিকতা ও নারীর মর্যাদারও পরিপন্থী।

উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলে মৃত বেড়ে ১৮

দেরাদুন, ১৭ সেপ্টেম্বর : টানা বৃষ্টিতে জটিল হচ্ছে উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলপ্রদেশের পরিস্থিতি। বিপদ সীমার ওপর দিয়ে বইছে অধিকাংশ নদী। বাড়ছে ভূমিধস ও হড়পার সংখ্যা। মঙ্গলবার দুই রাজ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বলি হয়েছিলেন ৮ জন। বুধবার তা বেড়ে ১৮ হয়েছে। প্রাণহানি বেশি হয়েছে উত্তরাখণ্ডে। রাজ্যের নানা জায়গা থেকে ১৬টি প্রাণহানির কথা জানা গিয়েছে। অন্তত ২০ জন নিখোঁজ।

সবচেয়ে সংকটজনক অবস্থা উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেরাদুনের। সেখানে ১৩ জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। মৃতদের মধ্যে ৮ জনই উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিক। এদিন দেরাদুনের বিকাশনগরে একটি ট্র্যাক্টরে চেপে তমসা নদী পার হচ্ছিলেন তাঁরা। সেই সময় নদীতে আচমকা জলের স্রোত বেড়ে যায়। ভেসে যায় ট্র্যাক্টর। দুর্ঘটনার জায়গা থেকে বেশ কিছুটা দূরে জলের মধ্যে ৮ শ্রমিকের দেহ ভাসতে দেখা যায়। রাজ্যের শ্রমিকদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মৃতদের পরিবারবর্গকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী। বুধবার ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১৩টি সেতু ভেসে গিয়েছে। ধসের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ২১টি রাস্তা। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষতে দিনকয়েক সময় লাগবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে। হিমাচলপ্রদেশ থেকেও ২ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। রাজ্যে ধসের কবলে পড়েছে একাধিক গ্রাম। নিখোঁজ বেশ কয়েকজন। আগামী ৪৮ ঘণ্টা দু'রাজ্যে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

জন্মদিনে খুদের সঙ্গে খেলা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। বুধবার মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায়।

ভারতীয়দের সঙ্গে পশুর মতো আচরণ

ইউরোপের বিরুদ্ধে অভিযোগ

তিবিলিসি (জর্জিয়া), ১৭ সেপ্টেম্বর : পর্যটকদের সঙ্গে অমানবিকতা, নির্মম আচরণ! ভাবা যায় না, তাই তো? বিষয়টি ভাবনার বাইরে হলেও আর্মেনিয়া থেকে জর্জিয়ায় প্রবেশ করার সময় ৫৬ জন ভারতীয় পর্যটক দলের সঙ্গে জর্জিয়া কর্তৃপক্ষ চরম অমানবিকতা করেছেন, এমনই অভিযোগ উঠেছে। দলটির এক মহিলা পর্যটক ইনস্টাগ্রামে অভিযোগ পোস্ট করেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরকে ট্যাগ করে যথাযথ পদক্ষেপের অনুরোধও জানিয়েছেন। বিদেশমন্ত্রক কোনও বিবৃতি দেয়নি।

ধ্রুবী প্যাটেল নামে ওই মহিলার পোস্ট, তাঁদের কাছে বৈধ ই-ভিসা, অন্যান্য নথি থাকা সত্ত্বেও সাদাখলো সীমান্তে প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে তাঁদের পাঁচ ঘণ্টা ফুটপাথে গবাদি পশুর মতো বসিয়ে রাখা হয়। তাঁরা যেন অপরাধী, এমন আচরণ করা হয়েছে। সেই সময় এক কণা খাবারও জোটেনি। এমনকি শৌচালয়ের ব্যবস্থাও ছিল না। পাসপোর্টও আটকে রাখা হয়। ধ্রুবীর ধারণা, কর্তৃপক্ষ তাঁদের ভিডিও করেছেন। তাঁদের ডকুমেন্টগুলি যাচাই না করেই ভুয়ো বলা হয়েছে। এটা লজ্জাজনক। অপ্রত্যাশিত।

ধ্রুবীর পোস্টটি শেয়ার করে অনেকেই তাঁদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া একই ধরনের ঘটনার তুলনা করেছেন। এক নেটিজেন সমবেদনা জানিয়ে লিখেছেন, ওখানে এ ধরনের ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

আবেদন খারিজ গগনপ্রীতের

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : তাঁর মক্কেলের বিএমডব্লিউয়ের ধাক্কায় অর্থমন্ত্রকের আমলা নভজ্যোত সিংয়ের মৃত্যু একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। তবে এটাও ঠিক যে প্রতি বছর দেশে এধরনের ৫ হাজারের বেশি দুর্ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার বিএমডব্লিউ দুর্ঘটনা মামলায় ধৃত গগনপ্রীত কৌরের জামিনের আবেদন জানাতে গিয়ে আদালতে এমনই যুক্তি সাজিয়েছিলেন তাঁর আইনজীবী সিনিয়ার অ্যাডভোকেট রমেশ গুপ্ত।

তিনি জানান, বিএমডব্লিউয়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর ডিটিসির একটি বাসের সঙ্গে নভজ্যোতের বাইকের সংঘর্ষ হয়। কিন্তু ওই বাসচালকের বিরুদ্ধে কোনও

বিএমডব্লিউ দুর্ঘটনা

পদক্ষেপ করেনি দিল্লি পুলিশ। দুর্ঘটনার পর আহত নভজ্যোত ও তাঁর স্ত্রীকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন গগনপ্রীত। ওই পথ দিয়ে যাওয়া একটি অ্যাম্বুল্যান্সকে দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে রাজি হননি অ্যাম্বুল্যান্স চালক। অগত্যা অন্য একটি গাড়িতে করে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার যেসব ধারা গগনপ্রীতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবী গুপ্ত। একই সঙ্গে তাঁর সওয়াল, অভিযুক্ত যদি মহিলা হন তাহলে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হলেও তাঁর জামিন মঞ্জুর করার নজির রয়েছে। পাটিয়ালা হাউস আদালত অবশ্য সেই যুক্তি গ্রহণ করেনি। ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁকে বিচারবিভাগীয় হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বৈষ্ণোদেবী যাত্রা শুরু

জম্মু, ১৭ সেপ্টেম্বর : অতি ভারী বৃষ্টি ও ভূমিধসের জেরে ২২ দিন বন্ধ থাকার পর বুধবার ফের শুরু হল বৈষ্ণোদেবী যাত্রা। এদিন সকাল ৬টায় পাহাড়ের চুড়োয় মন্দিরে যাওয়ার দুটি পথ দিয়েই পুণ্যার্থীরা যাত্রা শুরু করেন। বানগঙ্গা দর্শনী দ্বারে জড়ো হওয়া কয়েকশো ভক্তের চোখেমুখে উপচে পড়া আনন্দ ছিল দেখার মতো। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় মন্দির কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার রাতে নতুন করে যাত্রার কথা ঘোষণা করেন।

ফৌজি পোশাকে ২০ কোটি লুট

বেঙ্গালুরু, ১৭ সেপ্টেম্বর : ঠিক যেন সিনেমার মতো। নিখুঁত পরিকল্পনায় ফৌজি পোশাক পরে ব্যাংকে হানা দিয়ে গয়না ও নগদ মিলে প্রায় ২০ কোটি টাকা লুটে নিয়ে গেল দুঃসাহসী ডাকাতরা। গোটা ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ 'মানি হাইস্ট'-এর দৃশ্যগুলিকে! চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিজাপুর জেলার চাদাচন শহরে ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের একটি শাখায়।

পুলিশ জানিয়েছে, জনাতিনেক মুখোশধারী দুষ্কৃতী সেনার পোশাক পরে বন্দুক হাতে ব্যাংকে ঢুকে কর্মীদের বেঁধে শৌচাগারে আটকে রাখে। এরপর ম্যানেজারকে ভয় দেখিয়ে ক্যাশ ভল্ট ও সোনার লকার খোলাতে বাধ্য করে। ডাকাতরা ব্যাগভর্তি সোনা ও টাকা নিয়ে পালায়। তদন্তে জানা গিয়েছে, তারা নকল নম্বর প্লেট লাগানো ভ্যানে মহারাষ্ট্রের দিকে পালাচ্ছিল। কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র পুলিশ যৌথ তল্লাশি চালাচ্ছে।

কেন্দ্র বিরোধিতাই পাখির চোখ

বঙ্গে জোট নিয়ে দ্বিধায় সিপিএম

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে আগামী বছর বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশায় সিপিএম। মঙ্গলবার একে গোপালন ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির বক্তব্যে স্পষ্ট যে, পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বামেরা এখনও 'জোটের খাতায় নাম লেখাতে' রাজি নয়। 'অপেক্ষা ও নজরদারি' কৌশলেই এগোচ্ছে তারা। বেবি বলেন, 'বাংলায় এখনও জোট নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি। আমরা জনভিত্তি বাড়াতে চাই। কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের বিষয়টি রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখে ঠিক করা হবে।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, বাংলার আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল-বিজেপি মেরুকরণের মধ্যে বাম ও কংগ্রেস একসঙ্গে গেলে তা ভোটে বাস্তবসম্মত প্রভাব ফেলতে পারে। তবে ২০২১-এর নির্বাচনি অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বামেরা এবার ধীরে চলো নীতিতে এগোচ্ছে।

এমএ বেবি আরও ইঙ্গিত দেন, আগামী দিনে ছাত্র, যুব ও কৃষকরা একাট্টা হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে। সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব মনে করছেন, অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব এবং মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে যদি শক্তিশালী জনমত তৈরি করা যায়, তবে বিজেপি ও তৃণমূলকে বেগ দিতে পারবে বামেরা।

অন্যদিকে সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠক বয়কটের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ সিপিএম। দলের সাধারণ সম্পাদক বেবি জানান, কংগ্রেস জোটসঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে ব্যর্থ হওয়ায় বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠেনি। এর ফলে তৃণমূল কংগ্রেস, আপ, সমাজবাদী পার্টি জেপিসি বৈঠক বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। সিপিএম নেতাদের মতে, বিরোধী শিবিরে বিভাজন এড়ানো যেত যদি কংগ্রেস যথাসময়ে বৈঠক ডাকত।

এমএ বেবির কথায়, 'সিপিএম সংসদের ভিতরে ও বাইরে এই বিলের বিরোধিতা করবে। এটা জেপিসিতে যাক বা না যাক, সেখানেও আমরা বিরোধিতা করব।'

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে আসন্ন বিহার, অসম, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি বিধানসভা নির্বাচন নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে দেশজুড়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের ওপর হওয়া আক্রমণ নিয়েও দল সোচ্চার হয়েছে। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী, বিশেষত মুসলমানদের ওপর হামলা চলছে। সিপিএম এই ধরনের ঘটনার প্রতিবাদে দল রাস্তায় নেমে আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বৈঠকে।

কমিশনের নয়া উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিহারে এসআইআর বিতর্কের মধ্যেই ইভিএম ব্যালট পেপারের নকশা ও ছাপার নিয়মে বড় পরিবর্তনের ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। বুধবার কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ভোটারদের জন্য ব্যালট পেপারকে আরও স্পষ্ট ও সহজবোধ্য করে তুলতেই এই পদক্ষেপ। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, এবার ইভিএম ব্যালট পেপারে প্রার্থীদের রঙিন ছবি থাকবে এবং ছবির নির্দিষ্ট জায়গার তিন-চতুর্থাংশ অংশজুড়ে সেই ছবি ছাপা হবে, যাতে ভোটাররা সহজেই চিনতে পারেন প্রার্থীদের।

বিহার বিধানসভা ভোটে কমিশনের এই নতুন ব্যালট পেপার ব্যবহার করা হতে পারে। কমিশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ছ'মাসে ভোট প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও সুবিধাজনক করতে ইতিমধ্যেই ২৮টি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ব্যালট পেপারে এই নতুন নিয়ম সেই উদ্যোগেরই অঙ্গ। এর পাশাপাশি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রার্থীদের ক্রমিক সংখ্যা আন্তর্জাতিক রূপে ভারতীয় অঙ্কে মুদ্রিত হবে। সব প্রার্থীর নাম একই ফন্টে এবং বড় হরফে ছাপা হবে যাতে পড়তে অসুবিধা না হয়। ইভিএম ব্যালট পেপার ৭০ জিএসএম কাগজে ছাপানো হবে এবং বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আরজিবি মান অনুসারে গোলাপি রঙের কাগজ ব্যবহার করতে হবে।

'জেলে ভরলেই শিক্ষা হবে'

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শস্যের গোড়া পোড়ানোর জন্য রাজধানী দিল্লিতে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত মামলায় এবার কড়া মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ। বুধবার দেশের প্রধান বিচারপতি বলেন, 'কয়েকজনকে ধরে জেলে পুরে দিন। তাহলে সেটা অন্যদের কাছেও সতর্কবার্তা হিসাবে কাজ করবে।' বেঞ্চের প্রস্তাব, 'কৃষকদের জন্য জরিমানার বিধানও ভাবা উচিত।'

সুপ্রিম কোর্ট এও বলেছে, এটা কোনও রুটিন পদক্ষেপ নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু সকলকে সমঝে দিতে মাঝেমধ্যে এরকম শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা জরুরি। আদালত

দূষণ নিয়ে মন্তব্য

বলেছে, শস্যের গোড়া পোড়ানো যে করেই হোক বন্ধ করতে হবে। এ থেকে যে দূষণ হচ্ছে, তা অনেকের পক্ষেই প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে।

শীর্ষ আদালত এদিন কমিশন

ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (সিএকিউএম), সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড (সিপিসিবি) এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে তিন সপ্তাহের মধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান ও পঞ্জাবকে তিন মাসের মধ্যে বোর্ডের শূন্যপদ পূরণ করতে বলা হয়েছে।

শীতের আগে দূষণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আদালতের এই নির্দেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

জৈব রসায়নে প্রস্তুতির পরামর্শ

ঋতুপর্ণা ধর, *শিক্ষক*
হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

জৈব রসায়ন আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আমরা প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে যা গ্রহণ করছি যেমন ভাত, ডাল, ডিম - সবটাই কিন্তু জৈব যৌগের দান। এমনকি যে কালি ব্যবহার করে তোমরা খাতায় লেখো সেটাও জৈব যৌগ। শীতে যে সোয়েটার পড়ছ, গরমে যে তুলোর জামা কিংবা বর্ষায় যে ছাতা ব্যবহার করছ তাও কিন্তু আসলে জৈব যৌগ। অর্থাৎ প্রতিদিন আমরা না জানলেও লক্ষবার জৈব যৌগকে ছুঁয়ে দেখছি।

এই জৈব যৌগের মূল উপাদান

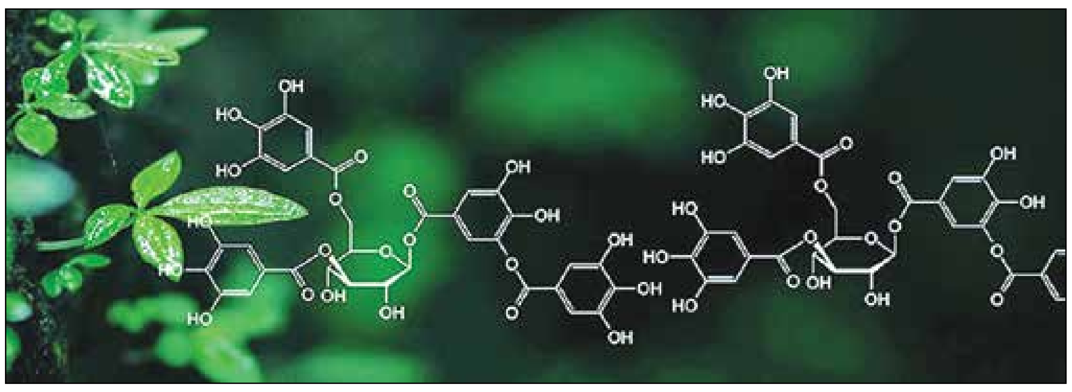

কার্বন নামের একটি মৌল, যা কখনও লম্বা শৃঙ্খল, কখনও শাখা, কখনও বা রিং বানিয়ে লক্ষ যৌগ তৈরি করতে পারে। তাই জীবজগৎ এত বৈচিত্র্যময়।

নম্বর বণ্টন :

প্রতি বছর মাধ্যমিকে এই অধ্যায়ের জন্যে বরাদ্দ নম্বর ৪। বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) 1টি, অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (VSA) 2টি, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (SA) 1টি, দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (LA) 1টি থাকবে। স্বভাবতই এই অধ্যায়ে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। প্রস্তুতির প্রারম্ভিক শর্ত হল পাঠ্য বিষয় বুঝে এবং খুঁটিয়ে পড়া।

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ :

1. জৈব যৌগের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য।
2. ইউরিয়ার কৃত্রিম সংশ্লেষণ।
3. জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ, হাইড্রোকার্বন :-
সম্পৃক্ত (অ্যালকেন) ,অসম্পৃক্ত (অ্যালকিন, অ্যালকাইন),অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন (বেনজিন)।
4.সমাবয়বতার ধারণা:- গঠনগত আইসোমার (চেন, পজিশনাল, ফাংশনাল)।
5. নামকরণ (IUPAC system)
6. গুরুত্বপূর্ণ সমগণীয় শ্রেণি:-
অ্যালকেন সিরিজ (C_nH_{2n+2})
অ্যালকিন সিরিজ (C_nH_{2n})
অ্যালকাইন সিরিজ (C_nH_{2n-2})
সাধারণ উদাহরণ : মিথেন, ইথেন, ইথিন, ইথাইন।
7. গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া:- দহন, জারণ (অ্যালকোহল -> অ্যাসিড),যুত বিক্রিয়া (অ্যালকিন + H_2, X_2), প্রতিস্থাপন (অ্যালকেনের ক্ষেত্রে হ্যালোজিনেশন)।
8.কার্যকরী মূলকের ধারণা :-
হাইড্রক্সিল (−OH) -> অ্যালকোহল
অ্যালডিহাইড (−CHO)
কিটোন (>C=O)
কার্বক্সিলিক অ্যাসিড (−COOH)
এস্টার (−COOR)
9. কয়েকটি সংশ্লেষিত পলিমারের ধর্ম ও ব্যবহার :- যেমন পলিথিন , PVC, TEFLON।

প্রশ্নোত্তর পর্ব :

বিষয়বস্তু মনোযোগের সঙ্গে খুঁটিয়ে পড়ে নীচে দেওয়া নমুনা প্রশ্নোত্তরগুলি নিয়মিত পরিকল্পনামাফিক অনুশীলন করো। বোধমূলক প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে সমাধান সূত্র আলোচিত হল।

বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) : প্রশ্নমান 1।

1. ইথারের কার্যকরী মূলক হল -
a) -CHO b) -OH c) -O- d) -COOH
উত্তর: c) -O-

2. সরলতম অ্যালকিনে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা হল -
a) 2 b) 4 c) 1 d) 3
উত্তর : b) 4
ব্যাখ্যা : সরলতম অ্যালকিনটির নাম ইথিলিন, এতে উপস্থিত হাইড্রোজেন পরমাণুর মোট সংখ্যা 4টি, 2টি দ্বি-বন্ধন যুক্ত কার্বন পরমাণুর প্রতিটির সঙ্গে 2টি করে হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে।

3. ভিনিগারে উপস্থিত অ্যাসিড-
a) ফর্মিক অ্যাসিড b) ইথানোয়িক অ্যাসিড c) পাইরুভিক অ্যাসিড d) ল্যাকটিক অ্যাসিড
উত্তর: b) ইথানোয়িক অ্যাসিড
ব্যাখ্যা : এটি দুই কার্বনযুক্ত অ্যাসিটিক অ্যাসিডের IUPAC নাম।

4. কোন পলিমারটি জৈব ভঙ্গুর নয়?-
a) স্টার্চ b) সেলুলোজ c) প্রোটিন d) টেফলন
উত্তর: d) টেফলন
ব্যাখ্যা : প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে একমাত্র টেফলন কৃত্রিম উপায়ে তৈরি সংশ্লেষিত পলিমার। কৃত্রিম উপায়ে তৈরি বেশিরভাগ সংশ্লেষিত পলিমার জৈব অভঙ্গুর প্রকৃতির।

5.CNG -এর প্রধান উপাদান কোনটি?
a) মিথেন b) ইথেন c) প্রোপেন d) বিউটেন।
উত্তর : a) মিথেন

6. নীচের কোন কার্যকরী মূলকটি ইথাইল অ্যালকোহলে উপস্থিত -
a) -CHO b) >C=O
c) -COOH d) -OH
উত্তর : d) -OH

7. দুটি কার্বন পরমাণুযুক্ত অ্যালকিল গ্রুপ কোনটি?
a) মিথাইল b) ইথাইল c) প্রোপাইল
d) আইসোপ্রোপাইল
উত্তর : b) ইথাইল
ব্যাখ্যা : অ্যালকেন থেকে 1টি H পরমাণু অপসারিত হয়ে অ্যালকিল গ্রুপ তৈরি হয়, 2 কার্বন যুক্ত অ্যালকিল গ্রুপের নামের শুরুতে গ্রিক শব্দ ইথ এবং শেষে আইল কথাটি যুক্ত হয়।

8. কোনটি সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন?
a) ইথেন b) ইথিলিন
c) প্রোপিন d) অ্যাসিটিলিন
উত্তর: a) ইথেন
ব্যাখ্যা : সমযোজী এক বন্ধন যুক্ত হাইড্রোকার্বনকে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে, যার সাধারণ সংকেত-(C_nH_{2n+2}), ইথেনের সংকেত C_2H_6 , এখানে n=2

9. একটি সমগণীয় শ্রেণির পরপর দুটি সমগণের মধ্যে আণবিক ভরের পার্থক্য-
a) 6 b) 12 c) 14 d) 28
উত্তর: c) 14
ব্যাখ্যা : একটি সমগণীয় শ্রেণির পরপর দুটি সমগণের মধ্যে একটি $-CH_2$ (মিথিলিন) গ্রুপের পার্থক্য। সুতরাং আণবিক ভরের পার্থক্য- (12 + 2x1)=14

10. ফর্মিক অ্যাসিডের IUPAC নাম -
a) মিথানোয়িক অ্যাসিড b) ইথানোয়িক অ্যাসিড c) প্রোপানোয়িক অ্যাসিড d) বিউটানোয়িক অ্যাসিড
উত্তর : a) মিথানোয়িক অ্যাসিড
ব্যাখ্যা : ফর্মিক অ্যাসিড এক কার্বনযুক্ত জৈব অ্যাসিড হওয়ায় IUPAC নামের শুরুতে এক কার্বনযুক্ত অ্যালকেন- মিথেনের (methane) নাম থেকে 'e ' বাদ দিয়ে এবং শেষে ওয়িক অ্যাসিড শব্দটি যোগ করতে হবে (মিথান+ওয়িক অ্যাসিড)।

11. অ্যামিনো অ্যাসিডে উপস্থিত কার্যকরী মূলক-
a) $-NH_2$ b) -COOH c) $-NH_2$, -COOH
d) -OH, $-NH_2$
উত্তর : c) $-NH_2$, -COOH

12. তিনটি কার্বন পরমাণু যুক্ত অ্যালকিল গ্রুপে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা -
a) 7 b) 4 c) 6 d) 10
উত্তর : a) 7
ব্যাখ্যা : অ্যালকিল গ্রুপ পাওয়া যায় কোনও অ্যালকেন (C_nH_{2n+2}) থেকে একটি হাইড্রোজেন (H) বাদ দিলে। তাহলে অ্যালকিল গ্রুপের সাধারণ সংকেত : (C_nH_{2n+1})। প্রশ্নে বলা হয়েছে 3টি কার্বন পরমাণু যুক্ত অ্যালকিল গ্রুপ, অর্থাৎ n = 3, তাহলে হাইড্রোজেন (H) সংখ্যা = 2n + 1 = (2x3) + 1 =7

13. মিথেন অণুর বন্ধন কোণের মান কত?
a)$108^0 28'$ b)$107^0 27'$
c)$109^0 27'$ d)$109^0 28'$
উত্তর : d)$109^0 28'$

14. ত্রিবন্ধন যুক্ত জৈব যৌগ –
a) ইথিলিন b) অ্যাসিটিলিন c) নাইট্রোজেন d) মিথেন
উত্তর : b) অ্যাসিটিলিন
ব্যাখ্যা : প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে অ্যাসিটিলিন এবং নাইট্রোজেন সমযোজী ত্রিবন্ধন যুক্ত অণু। কিন্তু নাইট্রোজেন অজৈব যৌগ হওয়ায় সঠিক উত্তর অ্যাসিটিলিন।

15. ইথাইল অ্যালকোহলের আইসোমার হল -
a) ইথেন b) ইথিন c) ডাই মিথাইল ইথার
d) অ্যাসিট্যালডিহাইড
উত্তর : c) ডাই মিথাইল ইথার
ব্যাখ্যা : এটি কার্যকরী মূলক ঘটিত সমাবয়ব (আইসোমার)। উভয়ের সাধারণ সংকেত (C_2H_6O)।

16. PVC-এর মনোমার হল-
a) মিথাইল ক্লোরাইড b) ইথিলিন c) ভিনাইল ক্লোরাইড d) টেট্রা ফ্লুরো ইথিলিন
উত্তর : c) ভিনাইল ক্লোরাইড
ব্যাখ্যা : PVC-এর পুরো নাম- পলি ভিনাইল ক্লোরাইড,'পলি' শব্দের অর্থ অনেক। অনেকগুলি ভিনাইল ক্লোরাইড মনোমারের পলিমারাইজেশনে PVC সংশ্লেষিত হয়।

17. কোন যৌগটি লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণকে বর্ণহীন করে?
a) মিথেন b) ইথেন c) ইথিন d) প্রোপেন
উত্তর : c) ইথিন।
ব্যাখ্যা : প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে একমাত্র ইথিন একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। বিক্রিয়াটি ইথিলিন বা ইথিনের সঙ্গে ব্রোমিনের যুত বিক্রিয়ার উদাহরণ।

18. কাঁচা ফল পাকাতে নীচের কোন গ্যাসটি ব্যবহার করা হয় –
a) ইথেন b) মিথেন c) ইথিলিন d) প্রোপিলিন
উত্তর : c) ইথিলিন

19. প্রথম আবিষ্কৃত জৈব যৌগটি হল -
a) মিথেন b) অ্যাসিটিলিন c) ইউরিয়া
d) অ্যাসিটিক অ্যাসিড
উত্তর : c) ইউরিয়া

20. ফরম্যালডিহাইডের কার্যকরী মূলকটি হল -
a) -OH b) -CHO c) -O- d) -COOH
উত্তর : b) -CHO

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

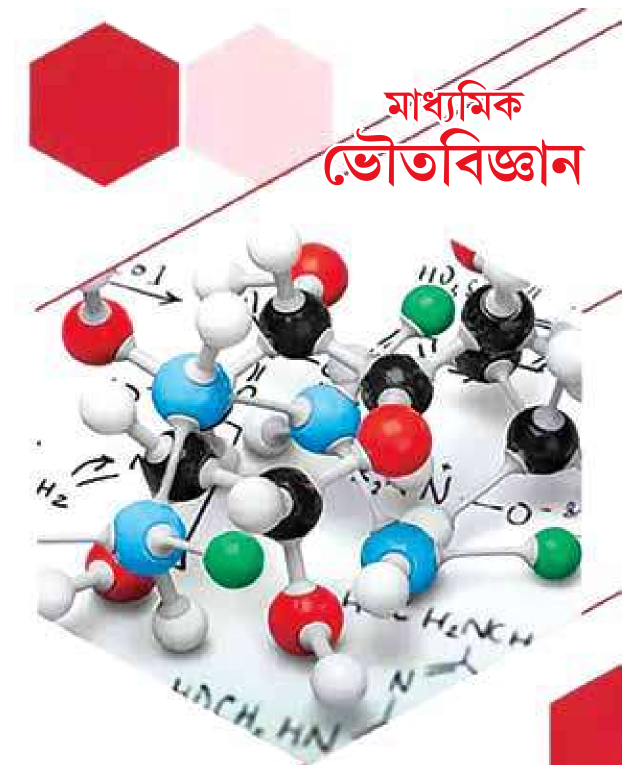

বুঝে পড়বে, মনে রাখবে

- সমগণীয় শ্রেণির সংকেত গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে।
- কার্যকরী মূলক গুলিয়ে ফেললে চলবে না। (যেমন –OH ও –COOH)
- নামকরণে শৃঙ্খল বা নম্বর বেছে নিতে হবে সঠিকভাবে।
- সমাবয়ব লেখায় গরমিল যেন না হয়।
- অনুঘটক বা শর্ত (যেমন : তাপ, আলো, তাপমাত্রা) অবশ্যই লিখবে।
- কার্বনের 4 বন্ধন মনে রাখতে হবে।
- গঠন আঁকায় হাইড্রোজেন সংখ্যা কম-বেশি যেন না হয়।
- Prefix (mono, di, tri, poly) মনে রাখতে হবে গুরুত্ব দিয়ে।

সবশেষে বলব, জৈব রসায়ন কঠিন মনে হলেও এটি আমাদের প্রতিদিনের জীবন ঘনিষ্ঠ অধ্যায়। সঠিকভাবে মূল সূত্র, কার্যকরী মূলক, নামকরণ ও বিক্রিয়ার ধরন আয়ত্ত করতে পারলে মাধ্যমিকে এই অধ্যায়ে ভালো নম্বর পাওয়া সহজ হবে।

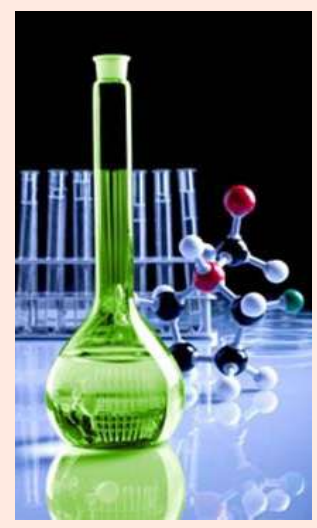

ভারতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব

আশুতোষ সরকার, *শিক্ষক*
কালিয়াগঞ্জ পার্বতী সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর

ভারতের জলবায়ুর প্রধান নিয়ন্ত্রক মৌসুমি বায়ু, তাই ভারতকে 'মৌসুমি বায়ুর দেশ' বলা হয়। মৌসুমি বায়ুর আগমন ও প্রত্যাগমনের ওপর ভিত্তি করে ভারতের আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি) ভারতের জলবায়ুকে চারটি ঋতুতে ভাগ করেছে। মৌসুমি শব্দটির দ্বারা এক বিশেষ ঋতুকালীন নিয়মিত ও ধারাবাহিক বায়ুপ্রবাহকে নির্দেশ করা হয়। শীত ও গ্রীষ্মে ঋতুভেদে বিপরীত দিক পরিবর্তনকারী প্রবাহিত বায়ুকে মৌসুমি বায়ু বলে।

মাধ্যমিক ভূগোল

গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতে মোট বৃষ্টির ৯০ শতাংশ হয়ে থাকে। কারণ, গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে ভারতে প্রবেশ করে। অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু স্থলভাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এই বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকায় বৃষ্টিপাত ঘটে না। তবে প্রত্যাগমনকারী এই মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চল দিয়ে আসার সময় কিছুটা জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে বলে ভারতের পূর্ব উপকূলীয় রাজ্যগুলিতে বৃষ্টিপাত হয়। এর প্রভাবেই তামিলনাড়ুর করমণ্ডল উপকূলে বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আগমনে ভারতে বর্ষাকাল শুরু হয়।

সাধারণত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে এই মৌসুমি বায়ু ভারতে প্রবেশ করে এবং ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে সারা দেশ আর্দ্র মৌসুমি বায়ুর দখলে চলে আসে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারতে মূলত দুটি শাখায় প্রবেশ করে বৃষ্টিপাত ঘটায়। (ক) আরবসাগরীয় শাখা, (খ) বঙ্গোপসাগরীয় শাখা। মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখার প্রথম উপশাখাটি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে মেঘালয় মালভূমির গারো, খাসি, জয়ন্তিয়া পাহাড়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। বঙ্গোপসাগরের দ্বিতীয় উপশাখাটি উত্তর-পূর্ব হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

মৌসুমি বৃষ্টিপাতের প্রভাব

ভারতের জনজীবনে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। মৌসুমি বায়ু না বইলে ভারতের ভূগোল, ইতিহাস ও সংস্কৃতি অন্যভাবে বইত।

১) কৃষিকাজের ওপর প্রভাব : ভারত কৃষিভিত্তিক দেশ। এ দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। ভারতের অধিকাংশ কৃষিকাজ মৌসুমি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। একদিকে যেমন খরিফ ফসলের চাষ হয় মৌসুমি বায়ুর বৃষ্টি দিয়ে, অন্যদিকে মৌসুমি বৃষ্টির জমে থাকা জলের সাহায্যে সেচকার্যের মাধ্যমে রবি ফসলের চাষ হয়ে থাকে। অধিক বৃষ্টির কারণে পূর্ব ভারতে ধান চাষ এবং স্বল্পবৃষ্টির কারণে পশ্চিম ভারতে গম চাষ দেখা যায়।

২) মৃত্তিকার ওপর প্রভাব : ভারতের অত্যধিক মৌসুমি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে মাটির ক্ষারকীয় উপাদানগুলি মাটির নীচে চলে আসে। এর ফলে মাটির উপরের স্তরে লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পড়ে থাকে। মেঘালয়, ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে এইভাবে ল্যাটেরাইট মাটি সৃষ্টি হয়েছে। রাজস্থানের মরু অঞ্চলে কম বৃষ্টিপাতের কারণে খনিজ পদার্থগুলি মাটির ওপরের স্তরে সঞ্চিত হয়ে মরু মাটি বা সিরোজেম মাটির সৃষ্টি করেছে। বিপুল বৃষ্টিপাতের ফলে জলধারাগুলি হিমালয়কে ক্ষয় করে পাদদেশীয় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পলি, কাদা জমা করে পলিমাটি সৃষ্টি করে। পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভিদ সমৃদ্ধ স্থানে মৌসুমি বৃষ্টির ফলে হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় হিউমাস সমৃদ্ধ পডজল মাটি।

৩) উদ্ভিদের ওপর প্রভাব : পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চল ও পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে অত্যধিক মৌসুমি বৃষ্টিপাতের কারণে চিরসবুজ অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, ভারতে শীতকাল প্রায় বৃষ্টিহীন বলে পর্ণমোচী অরণ্য দেখা যায়।

৪) খরা ও বন্যা : মৌসুমি বায়ুর খামখেয়ালিপনার কারণে ভারতে প্রায়ই খরা ও বন্যা দেখা যায়। স্বল্প সময়ে অধিক বৃষ্টি, শরৎকালে প্রবল বর্ষণ, কোনও অঞ্চলে মৌসুমি বায়ুর দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্রমাগত বর্ষণ প্রভৃতির কারণে এই বায়ুর প্রভাবে বন্যা হয়। অন্যদিকে, এই বায়ু দেরিতে এলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকার দরুন স্বাভাবিকের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম হলে এবং বর্ষাকাল একটানা বৃষ্টিহীন থাকলে খরা দেখা যায়।

৫) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন : ভারতের পাহাড়, পর্বত, মালভূমি অঞ্চলে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে নদীগুলিতে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে নদীগুলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়ক হয়ে পড়ে।

এছাড়া বেশি বৃষ্টিপাতের বছরগুলিতে কৃষকদের মাছ চাষে সুবিধা হয় ও মৌসুমি বায়ু দেরিতে প্রত্যাবর্তন করলে রবিচাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, ভারতের জলবায়ুর ওপর মৌসুমি বৃষ্টিপাতের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলায় কারিগরি শিক্ষার বিকাশ

চন্দ্রাণী সরকার, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলায় আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটে। বাংলার শিক্ষার্থীরা পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং এখান থেকেই বাংলায় কারিগরি শিক্ষার পটভূমি তৈরি হয়। এ বিষয়ে কয়েকজন ইংরেজ ও ভারতীয়ের উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা কলেজ অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল বাংলার সর্বপ্রথম নামকরা কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এরই নতুন নাম হয় বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

কারিগরি শিক্ষা প্রসার :-

কংগ্রেস ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ সংবাদপত্রগুলি কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য দাবি জানানো শুরু করে। এর পরিণতি হিসেবে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গড়ে ওঠে একই উদ্দেশ্যে।

বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট :-

আইনজীবী তারকনাথ পালিত কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য নিজ অর্থ ব্যয়ে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে গড়ে তোলেন প্রথমে সোসাইটি

মাধ্যমিক ইতিহাস

ফর প্রোমোশন অফ টেকনিকাল এডুকেশন। এই সোসাইটির উদ্যোগে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার আপার সার্কুলার রোডে তৈরি হয় বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট। প্রমথনাথ বসু এর প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রথমদিকে দুই ধরনের পাঠক্রম চালু করেছিল এই সংস্থা। যথা তিন বছরের অন্তর্বর্তী পাঠক্রম এবং চার বছরের মাধ্যমিক পাঠক্রম । তিন বছরের অন্তর্বর্তী পাঠক্রমে ছিল যন্ত্রবিজ্ঞান ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র, ভূবিদ্যা, ফলিত রসায়ন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের অধীনে আসে। বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এর নতুন নাম হয় কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজি। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে এটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ শাসক এবং শিল্পপতিরা ভারতীয়দের কারিগরি ক্ষেত্রে অদক্ষ বলে মনে করতেন। এজন্য তাঁরা কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারে পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এতে বাংলায় কারিগরি শিক্ষার যথার্থ প্রসারও হয়নি। তবে স্বাধীনতার পরে ভারতে কারিগরি শিক্ষার প্রসারে নানা পদক্ষেপ করা হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম হল ভারতের বিভিন্ন শহর সহ পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি প্রতিষ্ঠা করা। এটি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি পরবর্তীকালে নানা ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়।

সমহার বৃদ্ধি ও হ্রাসের খুঁটিনাটি

বিজন সাহা, শিক্ষক
ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুল
জলপাইগুড়ি

দৈনন্দিন জীবনে আমরা এমন অনেক কিছু পেয়ে থাকি যার একটি প্রারম্ভিক মান থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার মান নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় যেমন জনসংখ্যা, দ্রব্যমূল্য ইত্যাদির মান বৃদ্ধি পায় এবং যন্ত্রপাতি, আয়ু ইত্যাদির মানের নির্দিষ্ট সময় অন্তর হ্রাস পায়। কোনও কিছুর মান সমহারে বা নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে তাকে সমহার বৃদ্ধি বা হ্রাস বলে, সেক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি সুদ নির্ণয়ের নিয়ম আমরা প্রয়োগ করতে পারি। সমহারে বৃদ্ধির সূত্র এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের সূত্র একই রকম।

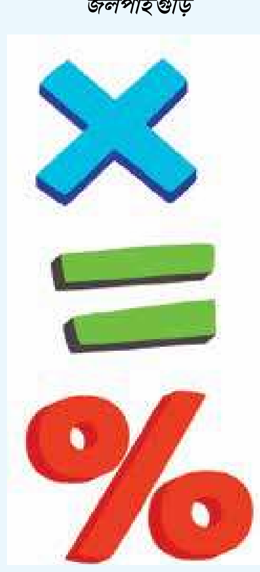

কোন শহরের বর্তমান জনসংখ্যা P এবং সমাহার বৃদ্ধি r% হলে n বছর পর জনসংখ্যা

$$A = P(1+\frac{r}{100})^n$$

এখন সমাহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যদি প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে বৃদ্ধির হার যথাক্রমে $r_1\%$, $r_2\%$, $r_3\%$ হয় তাহলে,

$$A = P(1+\frac{r_1}{100})(1+\frac{r_2}{100})(1+\frac{r_3}{100})$$

মাধ্যমিক গণিত

আবার কোনও দ্রব্যের মূল্য P টাকা এবং হ্রাস বা অবচয়ের হার বার্ষিক r% হলে n বছর পর বস্তুটির মূল্য হবে $A= P(1-\frac{r}{100})^n$

সমহার বৃদ্ধি বা হ্রাসের সমস্যাগুলি সমাধান করার সময় মনে রাখতে হবে, এখানে পুরো সমস্যাটাই একটি গল্পের মতো যেখানে গল্পের একটি শুরু ও শেষ থাকবে। তোমাদের সেই শুরুটিকে চিহ্নিত করে তাকে P হিসেবে ও শেষটিকে চিহ্নিত করে তাকে A হিসেবে ধরতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ কোনও শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 80000 (এখান থেকে গল্পের শুরু অর্থাৎ P = 80000) এবং ওই জনসংখ্যা প্রতিবছর 5% হারে বৃদ্ধি পেলে 3 বছর পরে ওই জনসংখ্যা হবে 92610 (এখানে গল্পের শেষ অর্থাৎ A= 92610)

সূত্রে প্রয়োগ করলে সম্পর্কটি হবে $A= P(1+\frac{r}{100})^n$

অর্থাৎ $926100 = 80000 \times (1+\frac{5}{100})^3$

অন্য আরেকটি উদাহরণ নিয়ে দেখি,

যদি কোনও মেশিনের বর্তমান মূল্য 72900 টাকা, মেশিনটির মূল্য প্রতি বছর 10% হারে হ্রাস পায় 3 বছর আগে মেশিনটির মূল্য ছিল 100000 টাকা।

এখানে কিন্তু গল্পটির শুরু হয়েছিল তিন বছর আগে অর্থাৎ P=100000 টাকা এবং গল্পটি শেষ হয়েছে বর্তমানে অর্থাৎ A = 72900 টাকা।

সূত্রে প্রয়োগ করলে সম্পর্কটি হবে $A= P(1-\frac{r}{100})^n$

অর্থাৎ $72900 = 100000(1-\frac{10}{100})^3$

গল্পটিকে যদি আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যাই এবং আরও দু'বছর পর মেশিনটির মূল্য কত হবে তা হিসেব করার চেষ্টা করি তবে, সেক্ষেত্রে গল্পটি শুরু হবে বর্তমান সময় থেকে অর্থাৎ P = 72900 এবং শেষ হবে 2 বছর পর অর্থাৎ 2 বছর পর যা মূল্য হবে তা হবে A। সূত্রে প্রয়োগ করলে সম্পর্কটি হবে,

$$A= P(1-\frac{r}{100})^n = 72900(1-\frac{10}{100})^2 = 72900(1-\frac{1}{10})^2$$
$$= 72900 \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} = 59049$$

এভাবে আমরা যে কোনও গল্পের শুরু এবং শেষকে চিহ্নিত করে খুব সহজেই সমহার বৃদ্ধি বা হ্রাসের অঙ্কগুলি করতে পারি।

রায়গঞ্জের বীরনগরের রিসান সেন (৫) সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের কেজি-২'এর ছাত্র। ফুটবল খেলায় ভীষণ আগ্রহী। ভবিষ্যতে সফল ফুটবলার হতে চায়।

‘টাওয়ার চুরি’তে ধৃত টেকনিসিয়ান

বালুরঘাট, ১৭ সেপ্টেম্বর : বাংলা প্রবাদে বলে ‘দিনে-দুপুরে পুকুর চুরি’। তাই বলে আস্ত মোবাইল টাওয়ারই হাওয়া! এক টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার তরফে দায়ের করা অভিযোগের তদন্তে নেমে চক্ষু-চড়কগাছ বালুরঘাট থানার পুলিশের। কোম্পানির হয়ে যে ব্যক্তি থানায় অভিযোগ করেছিলেন, তদন্তে নেমে তাঁকেই সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার কাছ থেকে মোবাইল টাওয়ারের মেশিনপত্র, ব্যাটারি ইত্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতকে বুধবার বালুরঘাট আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁর পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম কাজল মহন্ত। বাড়ি ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ত্রিনাথপাড়া এলাকায়।

২০২২ সালে বালুরঘাটের ডানলপ মোড় এলাকা থেকে একটি টাওয়ার গায়েব হয়ে গিয়েছে বলে ২০২৫ সালের ২৬ জুলাই মামলা দায়ের হয় বালুরঘাট থানায়। মূলত

> ২০২২ সালে মোবাইল টাওয়ারের ব্যাটারি এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চুরি যাওয়ার প্রেক্ষিতে গত জুলাইয়ে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন কাজল। বালুরঘাট থানার পুলিশ তদন্ত করে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
>
> **বিক্রম প্রসাদ**
> *ডিএসপি, বালুরঘাট সদর*

যে এলাকায় ওই টাওয়ারটি বসানো ছিল, ওই জমির মালিকের বিরুদ্ধে কোম্পানির হয়ে টেকনিসিয়ান কাজল বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার তদন্ত শুরু করেন বালুরঘাট থানার টাউন অফিসার সমীর কর্মকার। তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে পেয়ে যান সূত্র।

পুলিশ জানায়, চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ওই জমির মালিক টাওয়ার সরিয়ে নেওয়ার আবেদন করেন। সেই মোতাবেক ২০২২ সালে ওই টাওয়ারটি তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন খোদ কোম্পানির টেকনিসিয়ান কাজল। কিন্তু তিন বছর পরে তিনি ওই মোবাইল কোম্পানির হয়ে বালুরঘাট থানায় টাওয়ার চুরির অভিযোগ দায়ের করেন। এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে কাজলের বিভিন্ন ডেরায় হানা দেয় পুলিশ। ইতিমধ্যে ২৪টি ব্যাটারি এবং বিভিন্ন যন্ত্রাংশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সাংবাদিক বৈঠক করে ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, ‘২০২২ সালে মোবাইল টাওয়ারের ব্যাটারি এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চুরি যাওয়ার প্রেক্ষিতে গত জুলাইয়ে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন কাজল। বালুরঘাট থানার পুলিশ তদন্ত করে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং বেশকিছু যন্ত্রপাতি উদ্ধার করেছে। যিনি অভিযোগ করেছিলেন তিনি এই চুরির সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে। আদালতের মাধ্যমে ওই ধৃতকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।’

যন্ত্র বিলি

কালিয়াগঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের মধ্যে সহায়ক যন্ত্র দেওয়া হল কালিয়াগঞ্জে। বুধবার শহরের মাড়োয়ারিপট্টির একটি বেসরকারি ভবনে ২৩৪ জনের হাতে এদিন এগুলি তুলে দেওয়া হয়। রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল, বিজেপি নেতা গৌরাঙ্গ পাল, সন্তোষ বাঙ্গানি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

তুলির শেষ টান। বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

মায়ের মাথা ফাটিয়ে ধৃত শিক্ষক

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : বৃদ্ধা মা-কে বেধড়ক মারধর করে, মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগে বুধবার ছেলেকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সুব্রত মুখোপাধ্যায়। বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের কলেজপাড়া এলাকায়। পেশায় তিনি স্কুল শিক্ষক। রায়গঞ্জ থানার বড়ুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে কর্মরত সুব্রত। ধৃতের বিরুদ্ধে মামলার রুজু করেছে পুলিশ। এদিন ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তোলা হলে বিচারক তাঁর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ বলেন, ‘ধৃত শিক্ষকের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, হুমকি ও প্রবীণ নাগরিককে নিগ্রহের ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।’ মঙ্গলবার রাতে স্ত্রী মৌসুমি মুখোপাধ্যায় ও তাঁর দুই কন্যাসন্তানকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন সুব্রত। সে সময় তাঁর মা প্রতিবাদ করায় তাঁকে কাঠের বাটাম দিয়ে মাথায় আঘাত করে গুরুতর জখম করার পাশাপাশি কাঠ দিয়ে মেরে বাঁ পা ভেঙে দেন অভিযুক্ত। এলাকার বাসিন্দারা ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে বৃদ্ধা রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও

> **শ্রীঘরে গুণধর**
> - মঙ্গলবার রাতে স্ত্রী ও দুই কন্যাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন সুব্রত
> - সে সময় তাঁর মা প্রতিবাদ করায় তাঁকে কাঠের বাটাম দিয়ে মাথায় আঘাত করেন
> - এলাকার বাসিন্দারা ছুটে এসে ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন
> - বৃদ্ধার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার ছেলে

হাসপাতালের শল্যচিকিৎসা বিভাগে চিকিৎসাধীন। এদিন সকালে রায়গঞ্জ থানায় অভিযুক্ত ‘গুণধর’ ছেলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে অভিযোগের ভিত্তিতে ওই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম বৃদ্ধার নাম গীতা মুখোপাধ্যায়। অভিযুক্ত শিক্ষকের স্ত্রী মৌসুমি বলেন, ‘আমার স্বামী মদ ও জুয়ায় আসক্ত। সংসার খরচ দেন না। দুই নাবালিকা মেয়ে ও আমাকে গতকাল বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার সময় আমার শাশুড়ি ছেলের প্রতিবাদ করেন। তারপরই আমার শাশুড়িকে কাঠের বাটাম দিয়ে মাথায় ও পায়ে মেরে গুরুতর জখম করেন। আমার চিৎকারে পাড়া-প্রতিবেশীরা ছুটে এসে রক্তাক্ত ও জখম অবস্থায় শাশুড়িকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন।’ এদিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে জখম বৃদ্ধা গীতা মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘আমার বৌমা ভালো। সংসারী। আমার ছেলে প্রতিদিন মত্ত অবস্থায় বাড়িতে এসে বৌমাকে ও দুই নাতনিকে মারধর করে। গতকাল রাতে প্রতিবাদ করতে গেলে ছেলে আমাকে মেরে রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম করে দেয়। আমি চাই, আমার ছেলে জেলেই থাকুক।’

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, ‘ওই বৃদ্ধার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।’

মহালয়ায় রেডিওর খোঁজ

মহালয়া এলেই রেডিও থেকে ধুলো ঝাড়ার পালা। আর মনে পড়ে যায় রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে মহিষাসুরমর্দিনী শোনা। মহালয়ার আগে রেডিও নিয়ে ঠিক কী ভাবছেন একাল-সেকালের মানুষ, তা জানার চেষ্টা করেছেন কল্লোল মজুমদার।

রেডিও আর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ

টেবিলের ওপর রেডিওটা সাজানো। আর ক'টা দিন পরেই যে মহালয়া! বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে মহিষাসুরমর্দিনী শুনতে হবে যে! তাই রেডিওটা একটু ঝাড়পোঁছ করছিলেন। মালদা শহরের গ্রিনপার্কের বাসিন্দা সুবীরকুমার সাহার কাছে আজও রেডিওর কদর কমেনি এতটুকু। তাঁর কথায়, ‘মহালয়ার ভোরে সপরিবারে রেডিও শুনতেই হবে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের চণ্ডীপাঠ ছাড়া পুজোর আমেজ আসে না।’

প্রবীণ এই গ্রন্থাগারিকের বাড়িতে এক-আধটা নয়, ৮টা রেডিও রয়েছে। সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন ১৯৬২ সালের একটি রেডিও।

কেনাবেচা

রেডিও নিয়ে সুবীর সাহা যতই নস্টালজিক হোন না কেন, বাস্তবে রেডিওর সেই বাজার আর নেই। অন্তত মালদায়। একসময় মালদা শহরের নেতাজি মোড়, রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, বাঁশবাড়ি এলাকায় বেশ কয়েকটি দোকানে রেডিও বিক্রি হত। কিন্তু সেসব এখন অতীত। এখন সেই দোকানগুলোর বেশিরভাগই আর নেই। কোনও দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, কোনও দোকানে রেডিওর বদলে এখন বিক্রি হচ্ছে অন্য ইলেক্ট্রনিক

সামগ্রী। তবে আজও পুরোনো রেডিও আঁকড়ে রয়েছেন গজেন্দ্রপ্রসাদ সাহা নামে এক মেকানিক। তিনি মালদার মানুষের কাছে খোকনদা নামে পরিচিত। একসময়ে নেতাজি মোড় এলাকায় তাঁর রেডিও সারাইয়ের দোকান ছিল। নিজের বাড়িতে বসে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন খোকনদা। বয়স ৭০ পেরিয়ে গিয়েছে। রেডিও মেরামতিকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু আজ রেডিও কার্যত অবহেলায় পড়ে রয়েছে। তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, রেডিও এবং টেপ রেকর্ডারের সংমিশ্রণে তৈরি একটি টু-ইন ওয়ান মেরামতিতে ব্যস্ত। জানালেন, ‘এখন কোনও রেডিও খারাপ হয়ে গেলে আর ঠিক করা যায় না। কারণ বাজারে যন্ত্রাংশই পাওয়া যায় না। আজ আর রেডিওর কেনাবেচা হয় না বললেই চলে।’

সেকালের কথা

কথা হচ্ছিল মালদা শহরের প্রবীণ বাসিন্দা উদয়শংকর মজুমদারের সঙ্গে। তাঁর কথায়, ‘মহালয়ার আগের দিন তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়তে হত। কারণ ভোরবেলা একসঙ্গে বসে রেডিওতে মহালয়া শুনতেন। কেউ ঘুম থেকে উঠতে দেরি করলে, বড়রা ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙিয়ে দিতেন। সেসব দিনের কথা আজ ভাবলে অবাক লাগে। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মহালয়া শোনার গুরুত্ব বোঝে না। ওদের কাছে মহালয়া মানে রাত জেগে পিকনিক করা।’ প্রায় একই মত শিক্ষক অরুণ চক্রবর্তীর। তাঁর বক্তব্য, ‘মহিষাসুরমর্দিনী শোনার জন্য খুব ভোরবেলা বাবা ডেকে দিতেন। ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছা করত না। কিন্তু, যখন শুনতে শুরু করতাম, তখন

খুব ভালো লাগত। মনে হত, পুজো এসে গেল। এখন সেসবের রেওয়াজ উঠেই গিয়েছে।’

এখনও জনপ্রিয়

তবে আজকের প্রজন্ম একেবারেই যে রেডিও শোনে না তা নয়। অন্তত রূপা মণ্ডল দে সেটাই মনে করছেন। রেডিও জকিকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন মালদা শহরের এই তরুণী। তাঁর কথায়, ‘রেডিও-র সঙ্গে একটা আবেগ জড়িয়ে আছে। অনেক শ্রোতা এখনও ফোন করেন। রেডিও-তে গান শোনানোর আবদার করেন। আর মহালয়া এলে তো কথাই নেই। রেডিওতে এখনও মহালয়া শোনার কোনও বিকল্প হয় না।’

সচেতনতা

বালুরঘাট, ১৭ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানাতে সচেতনতা শিবির করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। বুধবার বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবনের বালুছায়া সভাকক্ষে আয়োজিত এই শিবিরে সংখ্যালঘুদের জন্য কী কী প্রকল্পের সুবিধা রয়েছে ও সেগুলি তাঁরা কীভাবে পেতে পারেন এবিষয়ে অনেক তথ্য দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন প্রমুখ। বিজিন কৃষ্ণা বলেন, ‘শতাধিক মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। শুধু তাঁদেরই সচেতন করাটা লক্ষ্য নয়, তাঁদের মাধ্যমে সহস্রাধিক মানুষের কাছে আজকের আলোচনার বিষয় ছড়িয়ে দেওয়াটাই উদ্দেশ্য।’

বাংলা দলে মালদার কিরণ

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৭ সেপ্টেম্বর : বাংলার রাজ্য সফট বল দলে নিজের জায়গা ধরে রাখলেন মালদা শহরের কুলদীপ মিশ্র কলোনির বাসিন্দা কিরণ দাস। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার বাংলা দলে জায়গা পেলেন কিরণ। ১৫তম ইস্ট জোন সফট বল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে। সেই প্রতিযোগিতার জন্য বাংলা দলে নিজের জায়গা পাকা করলেন মালদার ভূমিকন্যা। চলতি সপ্তাহে নদিয়া জেলায় দু'দিনব্যাপী বাংলা দলের ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়। ওই শিবির থেকে বাংলা দলের জন্য কিরণকে বেছে নেন নির্বাচকরা।

জেদ, সংকল্প আর অধ্যবসায় থাকলে কোনওকিছুই যে অসম্ভব নয় কিরণ তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। কিরণের বাবা গোপাল দাস অসুস্থ হয়ে বাড়িতে পড়ে আছেন। মা সরস্বতী দাস হোটেলে রুটি তৈরি করে সংসার চালান। অভাব অনটনের সংসারে টিউশন পড়িয়ে নিজের পড়াশোনার খরচ চালান মালদা

মালদা শহরের মেয়ে কিরণ দাস।

কলেজের এডুকেশন বিভাগের তৃতীয় সিমেস্টারের ছাত্রী কিরণ। এত প্রতিকূলতা তাঁকে দমাতে পারেনি। বরং জেদ বাড়িয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেকে নিয়মিত অনুশীলনে ডুবিয়ে রাখেন কিরণ। ক্লাস শেষের পর কিরণের প্র্যাকটিসের দৃশ্য মালদা কলজের প্রতিদিনের চেনা ছবি। মেয়ের এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি কিরণের পরিবার। বাবা-মায়ের চোখে খুশির ঝিলিক দেখতে দেখতে কিরণ বলেন, ‘আমার স্বপ্ন সফট বলে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা। বাংলা সফট বল দলে এই নিয়ে দুইবার সুযোগ পেলাম। ধারাবাহিকভাবে পরিশ্রম করছি। আশা করি একদিন জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পাব।’

ছাত্রীর এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি কোচ অসিত পাল। তিনি বলেন, ‘ও একদিনও প্র্যাকটিসে ফাঁকি দেয় না। খেলার প্রতি ওর অধ্যবসায় এবং আগ্রহ সত্যিই প্রশংসনীয়।’

মালদা জেলা সফট বল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নিলয় মিশ্র বলেন, ‘কিরণ নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে দলে সুযোগ করে নিয়েছে। মালদার উঠতি কয়েকজন খেলোয়াড় বেশ ভালো খেলছে। কিরণের এই সাফল্য তাদের ভালো খেলতে অনুপ্রাণিত করবে।’

ব্রঙ্কোস্কোপি হবে মেডিকেলেই

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৭ সেপ্টেম্বর : চিকিৎসা পরিষেবায় আরও একধাপ উন্নতি মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের। গৌড়বঙ্গে এই প্রথম সরকারি হাসপাতালে চালু হল ব্রঙ্কোস্কোপি পরিষেবা। আধুনিক এই পরিষেবায় উপকৃত হবেন ফুসফুসে টিউমার, নিউমোনিয়া ও যক্ষ্মার মতো জটিল রোগে আক্রান্তরা। রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হবে খুব সহজেই।

এই চিকিৎসার জন্য এতদিন রোগীদের গৌড়বঙ্গের বাইরে বা বেসরকারি হাসপাতালের ওপর ভরসা করতে হত। এই পরীক্ষা ব্যয়বহুল হওয়ায় সাধারণ রোগীরাও সমস্যায় পড়তেন। অবশেষে গত সপ্তাহ থেকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগে এই পরিষেবা চালু হয়েছে। রোগীরা সপ্তাহে একদিন করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্রঙ্কোস্কোপি পরিষেবা পাবেন। এই পরিষেবা চালু হওয়ায় উপকৃত হবেন মালদা সহ আশপাশের জেলার রোগীরাও। মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘ব্রঙ্কোস্কপি পরিষেবা চালু হওয়ায় ডায়াগনস্টিক ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নতি হবে। হাসপাতালের বহির্বিভাগের হৃদরোগ বিভাগে রোগীরা বিনামূল্যে পরিষেবা পাবেন। বর্তমানে শুধু বৃহস্পতিবার করে ব্রঙ্কোস্কোপি হবে।’ আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে যক্ষ্মা বা নিউমোনিয়ার মতো রোগের পাশাপাশি ফুসফুস, ক্যানসারের মতো জটিল রোগও খুব সহজেই নির্ণয় করা যাবে। হৃদরোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অরুণাভ দত্ত চৌধুরী বলেন, ‘এই পরিষেবা চালু হওয়ায় হৃদযন্ত্রের সমস্ত রকম রোগ নির্ণয় সহজ হবে। রোগ নির্ণয় দ্রুত হলেই রোগীদের চিকিৎসাও দ্রুত করা সম্ভব হবে। অবশেষে আমরা মেডিকেল কলেজে এই পরিষেবা চালু করতে পেরেছি। আশা করি এতে অনেক রোগী উপকৃত হবেন।’

ব্রঙ্কোস্কোপি যন্ত্রে বিশেষ

> **পরিষেবায় উন্নতি**
> - গৌড়বঙ্গে প্রথমবার মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চালু হল ব্রঙ্কোস্কোপি পরিষেবা
> - উপকৃত হবেন ফুসফুসে টিউমার, নিউমোনিয়া ও যক্ষ্মায় আক্রান্তরা
> - হৃদরোগে আক্রান্তদের আর বেসরকারি হাসপাতালের দিকে চেয়ে থাকতে হবে না

ক্যামেরা ও আলোর মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয়। রোগীকে সামান্য অবশ করে ওই ক্যামেরা মুখ বা নাক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষা করা হয়। বিশেষত ফুসফুসের ক্যানসার নির্ণয় করতেই ব্রঙ্কোস্কোপি অপরিহার্য। এতদিন মালদা মেডিকেলে এই পরিষেবা না থাকায় রোগীদের বাইরে যেতে হত। বর্তমানে বেসরকারি চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এই পরিষেবা খুব কম জায়গাতেই মেলে। তাই স্বাভাবিকভাবেই জেলা ও জেলার বাইরে বহু দুঃস্থ রোগী আসন্ন দিনে অনেক সুবিধা পাবেন। মালদা শহরের বাসিন্দা অনিমেষ রায় বলেন, ‘বাইরে ব্রঙ্কোস্কোপি করতে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। মালদা মেডিকেল কলেজে এই পরিষেবা চালু হওয়ায়, এখন থেকে বিনামূল্যে পরিষেবা মিলবে। নিশ্চিতভাবে বহু মানুষ এতে উপকৃত হবেন। মালদা মেডিকেল কলেজে এমন আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা চালু হওয়ায় আমরা খুশি।’

শোলার মোড়কে গল্পকথা বালুরঘাটে

এল এল পুজো এল

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ সেপ্টেম্বর : এই সময় যখন থার্মোকলের চাকচিক্য গ্রাস করছে দুর্গোৎসবের শোভা। তখনই এক ব্যতিক্রমী ভাবনা নিয়ে হাজির বালুরঘাটের সব্যসাচী ক্লাব। এবারের ৫৬তম বর্ষের শারদোৎসবে তাদের থিম ‘শোলার মোড়কে গল্পকথা’।

শুধু নতুনত্বের মোহে নয়, বরং এক পরিবেশবান্ধব ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকারেই এবছরের আয়োজন দাবি উদ্যোক্তাদের। প্রায় ৫.৫ লক্ষ টাকার সীমিত বাজেটে তৈরি হচ্ছে এই থিম। রূপায়ণে রয়েছেন মণ্ডপশিল্পী নেপাল দাস। যাঁর পরিকল্পনায় ভিতরের সাজসজ্জা থেকে সমস্তটাই তৈরি হচ্ছে। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রতিমা গড়ছেন মৃৎশিল্পী রোহিত যাদব। আলোয় থিমকে ফুটিয়ে তোলার দায়িত্বে রয়েছেন আলোকশিল্পী দীপ সরকার।

শোলা একসময় ছিল দেবতার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের সহজতম মাধ্যম। প্রতিমা থেকে মণ্ডপসজ্জা সর্বত্রই শোলার কোমল স্পর্শে ছড়িয়ে থাকত ভক্তির আবহ। কিন্তু কাঁচামালের অভাব, আর আধুনিক চাকচিক্যের ভিড়ে পরিবেশ বিধ্বংসী থার্মোকল ধীরে ধীরে দখল করে নিয়েছে সেই জায়গা। শিল্পীদের হাত দিয়েই যেন ঘটে চলেছে শিল্পের ক্ষয়। এই বিপর্যয়ের দিকেই আলোকপাত করতে চায় এবারের থিম। গত বছর তাদের পুজোর থিম ছিল ‘অবিচ্ছেদ্য’। যেখানে পুরুষতান্ত্রিক দম্ভকে ভেঙে নারীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করার বার্তা দেওয়া হয়েছিল। এবছর বার্তাটি আরও স্পষ্ট ও সামাজিক। শোলাশিল্প বাঁচুক, শোলাশিল্পী বাঁচুক, পরিবেশ বাঁচুক।

ক্লাব সভাপতি ও পুজো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় দত্তের কথায়, ‘আমরা চেয়েছি থিমকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যেতে, যেখানে শুধু শিল্প নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতাও উঠে আসবে। শোলা একসময় দেবতার কাছে পৌঁছোনোর সবচেয়ে পবিত্র মাধ্যম ছিল। এখনই সময় মানুষকে ফের সেই সঠিক পথে ফেরানোর। আমাদের বিশ্বাস দর্শনার্থীরা পরিবেশবান্ধব এই উদ্যোগের বার্তা গ্রহণ করবেন।’

সব্যসাচী ক্লাবে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। -মাজিদুর সরদার

নতুনত্ব নয়, বরং পুরোনো অথচ পরিবেশবান্ধব এক শিল্পকেই এবারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে থিমে বলছেন ক্লাব সম্পাদক পুলককুমার খাঁ। তাঁর বক্তব্য, ‘বাজেট সীমিত হলেও জেলার শিল্পীদের ভাবনা আর টিম ওয়ার্ক দিয়েই আমরা এমন এক মণ্ডপ গড়ে তুলতে চাইছি, যা একদিকে শিল্পকলা, অন্যদিকে পরিবেশ রক্ষার বার্তা বহন করবে।’

মণ্ডপশিল্পী নেপাল দাস বলেন, ‘শোলা আসলে শুধু সাজসজ্জা নয়, ভক্তির এক নিঃশব্দ ভাষা।’

এবছর তাই সব্যসাচী ক্লাবের পুজোমণ্ডপে প্রবেশ করলেই দর্শনার্থীরা পাবেন শোলার মায়াবী উপস্থিতি। শিল্পের সূক্ষ্ম রেখায় ধরা পড়বে ভক্তির প্রকাশ। আলোছায়ার খেলায় যেন প্রতিটি কোণ থেকে ভেসে আসবে একটাই বার্তা থার্মোকল নয়, শোলার ব্যবহারেই রক্ষা পাবে ঐতিহ্য আর পরিবেশ।

অরুণ আলোর অঞ্জলি

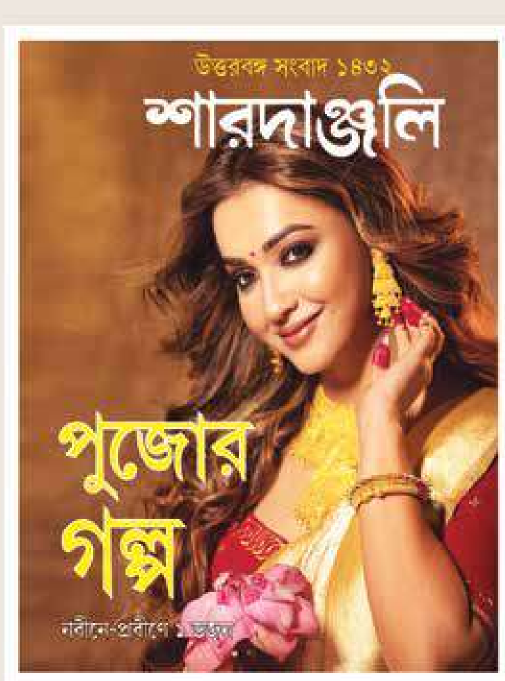

মহালয়া ১৪৩২

শরৎ। আসে। হাসে। কাশে। আকাশে। আশ্বাসে। আলোর ফুলকি লাগে। তনু-মনে। জীবনে। জীবনছুঁয়ে উঠে আসে গল্পেরা। নবীনে-প্রবীণে, নিবেদনে ১ ডজন গল্প।

পুজোর গল্প

বিপুল দাস — কাটামুণ্ডের রহস্য
সেবন্তী ঘোষ — হেমনলিনীর গল্প
অনির্বাণ নাগ — এক কামরার দূরত্ব
অনিন্দিতা গুপ্ত রায় — সে নহি সে নহি
হিমাংশু রায় — বোদংয়ের প্রথম মহালয়া
মনোমিতা চক্রবর্তী — উপলব্ধি
মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী — জানি নাই তো, তুমি এলে
রাজন্যা ভৌমিক — ডাক্তার রায়
শুভ্র মৈত্র — কলের মিস্ত্রি
শুভ্রদীপ চৌধুরি — থিমের নাম জ্বর
শুভ্র চট্টোপাধ্যায় — মায়ের ডাক
রাজা সাহা — উদ্ভিদ
শবরী চক্রবর্তী — কি জাদু রামের নামে
পুজোর ট্রেন্ড সাইয়ারা

মহালয়ার ভোরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে এই বিশেষ সংখ্যা

পৃথিবীর পাঠশালা

ডাক্তারের নতুন কান

স্টেথোস্কোপ প্রায় ২০০ বছর ধরে ডাক্তারদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু। কিন্তু এখন তা-ও আপগ্রেড হয়েছে! বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন স্মার্ট স্টেথোস্কোপ। এই যন্ত্র শুধু হৃদস্পন্দন শোনায় না, এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে হার্টের সমস্যাও বলে দিতে পারে। সাধারণ স্টেথোস্কোপ দিয়ে শুনতে হলে ডাক্তারের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, কিন্তু স্মার্ট স্টেথোস্কোপ হার্টের শব্দ রেকর্ড করে তার বিরাট ডেটাবেসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। কোনও অস্বাভাবিকতা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে সতর্ক করে দেয়। এটি হার্টের রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই, সেখানে এই যন্ত্র জীবন বাঁচাতে পারে।

সৌভাগ্যের পাথর, এক অমূল্য রত্ন

২০০৬ সালে, ফিলিপিন্সের এক জেলে সমুদ্রের নীচে একটি বিশাল ঝিনুক থেকে নোঙর সরাতে গিয়ে এক বিশাল পাথর খুঁজে পান। পাথরটির ওজন ছিল প্রায় ৩৪ কেজি। এটি ছিল আজ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক মুক্তা। কিন্তু সেই জেলে এর আসল মূল্য জানতেন না! তিনি এটিকে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করে প্রায় দশ বছর ধরে তাঁর খাটের নীচে রেখে দিয়েছিলেন। ২০১৬ সালে তিনি যখন নতুন বাড়িতে যান, তখন এটি একজন ট্যুরিজম অফিসারকে দেখান। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেন, এর মূল্য ৯৩ মিলিয়ন ডলার! এটি ট্রাইডাকনা গিগাস নামের এক বিশেষ ঝিনুকের ভেতরে তৈরি হয়েছিল।

কাচের বোতলে মাইক্রোপ্লাস্টিক

বহুদিন ধরে আমরা ভেবে আসছি যে পানীয়ের জন্য কাচের বোতল সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু একটি নতুন গবেষণা আমাদের সেই ধারণা পালটে দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, কাচের বোতলে প্লাস্টিকের বোতলের চেয়েও বেশি মাইক্রোপ্লাস্টিক থাকতে পারে! এর কারণ অবশ্য কাচ নয়, বোতলের ঢাকনা এবং ভেতরের লাইনিংয়ে ব্যবহার করা পলিমাইক্রোপ্লাস্টিক উপাদান। গরম বা ঘষার ফলে এই উপাদান থেকে ছোট ছোট কণা পানীয়ের সঙ্গে মিশে যায়। কিছু পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, কাচের বোতলের প্রতি লিটার জলে প্রায় ১০ হাজার পর্যন্ত মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা থাকতে পারে। এই কণাগুলি মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

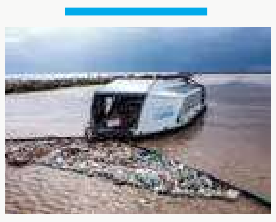

সমুদ্রের রাক্ষসকে ধরা!

নেদারল্যান্ডস-এর প্রকৌশলীরা সমুদ্রের প্লাস্টিক আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য এক অসাধারণ পদ্ধতি তৈরি করেছেন। এটি ৬০০ মিটার লম্বা একটি ভাসমান সিস্টেম, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসতে থাকে এবং প্লাস্টিক আবর্জনা সংগ্রহ করে। এই প্রকল্পের নাম 'দ্য ওশান ক্লিনআপ প্রোজেক্ট'। এর লক্ষ্য ২০৪০ সালের মধ্যে সমুদ্র থেকে ৯০ শতাংশ প্লাস্টিক পরিষ্কার করে ফেলা। এই প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই হাজার হাজার টন প্লাস্টিক ও অন্য আবর্জনা সংগ্রহ করেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, এই আবর্জনা দিয়ে তারা সানগ্লাস-এর মতো জিনিসও বানাচ্ছে, যা আবার বাজারে বিক্রিও হচ্ছে। এটি প্রমাণ করে যে মানব উদ্ভাবন গ্রহের ক্ষতি সারাতেও পারে।

মা চলেছেন মণ্ডপে। বুধবার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

তৃণমূলে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঝুলে রইল জেলা কমিটি

সিলমোহর দিল না রাজ্য

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ সেপ্টেম্বর : পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটির তালিকা প্রকাশের জন্য আগাম নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছিলেন তিনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত গরহাজির থাকলেন খোদ জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল। কারণ, জেলা সভাপতি সুভাষ যে তালিকা তৈরি করেছিলেন, তাতে সিলমোহর দেয়নি রাজ্য নেতৃত্ব। বরং পুরোনো কমিটি নিয়ে তাঁকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য নেতারা। বিধানসভা নির্বাচনের আগে আদৌ কবে জেলা কমিটি গঠন হবে, তা নিয়ে রয়েছে বড় প্রশ্ন। যা নিয়ে অবশ্য কোনও রাখঢাক নেই সুভাষের। তিনি বলছেন, 'পুজোর মধ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি দিয়েছে দল। তার বাস্তবায়নে ২১ সেপ্টেম্বর দলের একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। তার আগেই পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি ঘোষণা করে ফেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওই কমিটির অনুমোদন আটকে রেখেছে রাজ্য। পুরোনো কমিটিকে নিয়েই কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছে।' এমন ঘটনায় তাঁর বিরোধী পক্ষ অবশ্য উচ্ছ্বসিত।

মঙ্গলবার রাতে গঙ্গারামপুরের দলীয় কার্যালয় থেকে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণার কথা আগাম জানিয়েছিলেন জেলা সভাপতি সুভাষ। যথারীতি নির্দিষ্ট সময়ে দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছে যান দলের জেলার চেয়ারম্যান ও বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল সহ বিপ্লব মিত্র ঘনিষ্ঠ নেতারা। কিন্তু শেষপর্যন্ত অনুপস্থিত থাকেন সুভাষ। প্রথমদিকে জেলা সভাপতির গরহাজিরার বিষয়টি বুঝতে না পারলেও রাজ্য কমিটির অনুমোদন না পাওয়ার বিষয়টি পরবর্তীতে জানতে পারেন গঙ্গারামপুরে উপস্থিত সকলেই। সুভাষের 'বেকায়দায় পড়া'র বিষয়টি মুহূর্তে ছড়িয়ে পরে জেলার বাকি অংশে। কিন্তু রাজ্য নেতৃত্ব কেন জেলা সভাপতির তালিকায় সিলমোহর দিল না? তৃণমূলের একটি সূত্রে খবর, প্রস্তাবিত জেলা কমিটির আরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন বলে মনে করছে রাজ্য নেতৃত্ব। তারা মনে করছে, কোনওরকম বিশ্লেষণ ছাড়া এমন তালিকাকে অনুমোদন দেওয়া হলে জেলায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও চরম পর্যায়ে পৌঁছাবে। যার প্রভাব পড়তে পারে বিধানসভা নির্বাচনে।

> ❝ পুজোর মধ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি দিয়েছে দল। তার বাস্তবায়নে ২১ সেপ্টেম্বর দলের একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। তার আগেই পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি ঘোষণা করে ফেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওই কমিটির অনুমোদন আটকে রেখেছে রাজ্য। পুরোনো কমিটিকে নিয়েই কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছে।
>
> **সুভাষ ভাওয়াল**
> জেলা সভাপতি, তৃণমূল

দক্ষিণ দিনাজপুরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সর্বজনবিদিত। ফলে সুভাষের কমিটি আটকে যাওয়ায় তাঁর বিরোধীরা উৎফুল্ল। বিপ্লব মিত্র ঘনিষ্ঠ হিসেবে জেলার রাজনীতিতে পরিচিত সুভাষ। জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ দ্বিতীয়বার জেলা সভাপতি হওয়ার পর থেকেই চাপে বিপ্লব বিরোধীরা। কিন্তু মঙ্গলবার রাত থেকে পালটা চাপে পড়ে যান বিপ্লব-ঘনিষ্ঠরা। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে গোষ্ঠীকোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শংকর চক্রবর্তী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিযুক্ত ব্যানার পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায়। বালুরঘাট শহরের চকভবানী এলাকার একটি ক্লাবের দুর্গাপুজোর উদ্বোধক হিসেবে শংকরদের ছবি দিয়ে ব্যানারটি লাগানো হয়েছিল। রাতের অন্ধকারে কারা পুড়িয়েছে, তা স্পষ্ট না হলেও এর পিছনে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখছেন অনেকেই। ঘটনায় মঙ্গলবার বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এনিয়ে শংকরের পুত্রবধূ তথা কাউন্সিলার প্রদীপ্তা চক্রবর্তী বলেন, 'ওখানে মুখ্যমন্ত্রী সহ যাঁদের ছবি ছিল, তাঁরা সকলেই সরকারের প্রতিনিধি। তাই যাঁরা ব্যানারে আগুন দিয়েছেন, সরকারকেই অপমান করেছেন।'

তামিলনাড়ুতে আক্রান্ত বাঙালি শ্রমিকরা

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : ভিনরাজ্যে ফের একবার শ্রমিক হেনস্তার খবর সামনে এল। এবার তামিলনাড়ুতে দুষ্কৃতী হামলার মুখে পড়ে গুরুতর জখম হল বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের একটি দল। মুর্শিদাবাদের সালার, ভরতপুর, ভগবানগোলা, রানিতলা সহ একাধিক এলাকা থেকে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের একটি দল বেশকিছু দিন আগে তামিলনাড়ুতে একটি রাইস মিলের ফ্যাক্টরির কাজে যোগ দেয়। মঙ্গলবার রাতে ফ্যাক্টরির গোডাউন থেকে নিজেদের আস্তানায় ফেরার পথে একদল দুষ্কৃতী তাঁদের ঘেরাও করে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। জঙ্গলে তাঁদের ঘিরে ধরে এলোপাতাড়িভাবে মারা হয়। ঘটনায় ১২-১৩ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। পরে তাঁদের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে জখম শ্রমিকদের উদ্ধার করেন। সকলকে প্রাথমিকভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও দুইজন বর্তমানে ভর্তি রয়েছেন। বাকিদের চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

বুধবার ফোনে পরিবারের লোকের কাছে সেই খবর পৌঁছোতেই সকলে চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরিবারগুলি প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে তামিলনাড়ুতে থাকা তাঁদের পরিজনদের ওপর এই ধরনের আক্রমণের ঘটনায় যুক্ত থাকা দুষ্কৃতীদের খুঁজে বের করে শাস্তির দাবি তুলেছেন। কয়েকটি পরিবার মুর্শিদাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ জানায়, তারা এনিয়ে তামিলনাড়ু পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে। ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা ঘরভাড়া নিয়ে বসবাস করতেন। অভিযোগ, তাঁদের সঙ্গে সেখানকার স্থানীয় কিছু ফ্যাক্টরির কর্মীর বচসা বাঁধত। ফ্যাক্টরির জিনিসপত্র চোরাই পথে বিক্রির কারবার চালাত সেই কর্মীরা। তার প্রতিবাদ করতেই বাঙালি শ্রমিকদের ওপর আক্রোশ বাড়ে। এরপর ফের রাইস মিলে চুরির চেষ্টা করার সময় তাদের ধাওয়া করে হাতেনাতে ধরে ফেলেন কয়েকজন শ্রমিক। দুষ্কৃতীরা তখনকার মতো চম্পট দিলেও রাতে একদল লোক ওই বাঙালি শ্রমিকদের ওপর চরাও হয়।

> **কী ঘটেছে**
> - সালার, ভরতপুর, ভগবানগোলা, রানিতলার শ্রমিকরা তামিলনাড়ুতে যান
> - সেখানে ফ্যাক্টরির গোডাউন থেকে ফেরার পথে আক্রান্ত হন তাঁরা
> - দুষ্কৃতীদের আক্রমণে আহত হন ১২-১৩ জন শ্রমিক

নিগৃহীত এক শ্রমিক মোস্তাফিজুর রহমান তাঁর পরিবারকে ফোনে জানান, ঘরে ফেরার সময় একদল দুষ্কৃতী মারধর করেছে। কোনওমতে তিনি ঝোপে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এনিয়ে মুর্শিদাবাদে পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ফারুক বলেন, 'এটা খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা। বাংলার শ্রমিকেরা অন্য রাজ্যে গিয়ে দুষ্কৃতীদের আক্রমণে জখম হয়েছেন। সকলকে যাতে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা যায় সেই ব্যবস্থা আমরা করছি।'

কুমারগঞ্জে মিমের সভা

কুমারগঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কুমারগঞ্জ কেন্দ্রকে পাখির চোখ করে এগিয়ে চলছে মিম। মঙ্গলবার কুমারগঞ্জ বিধানসভার সাফানগর এলাকায় দলের তরফে একটি ধিক্কার মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। ওই সভায় বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষার অপমান, বাঙালি নির্যাতন এবং এসআইআর-এর নামে হয়রানির অভিযোগ তুলে সরব হন মিম নেতারা।

গত তিন মাসে কুমারগঞ্জ বিধানসভায় প্রায় দশটি সভা করেছে মিম। কিছুদিন আগে জাখিরপুর পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল থেকে মিমে যোগদান করেন বেশ কয়েকজন। রাজনৈতিক মহলের মতে, মুসলিম অধ্যুষিত কুমারগঞ্জ কেন্দ্রকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে খাতা খোলার চেষ্টা করছে মিম। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, কুমারগঞ্জে মিম বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দল প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

এদিনের মিমের সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের উত্তরবঙ্গ সম্পাদক উম্মেদ আলি খান, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি হায়দার আলি, সহ সভাপতি জালাল সরকার প্রমুখ। উম্মেদ বলেন, 'বাংলার বেকার তরুণরা কাজের অভাবে রাজ্যের বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আগে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে হয়নি। মোদি ও মমতা একে অপরের পরিপূরক হয়ে বাংলাকে পিছিয়ে দিচ্ছেন।'

ভূতনিতে ডুবে মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

নারায়ণপুর হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী হিমাঙ্গিনী। স্নান করার সময় আচমকা তলিয়ে যায় হিমাঙ্গিনী। তড়িঘড়ি তাকে খোঁজার চেষ্টা হলেও পাওয়া যায়নি। খবর দেওয়া হয় এনডিআরএফের দলকে। কিন্তু বেশ কিছুটা সময় কেটে গেলেও ঘটনাস্থলে হাজির হয়নি বিপর্যয় মোকাবিলা দলটি। শেষমেশ নিজেরাই জলে নেমে প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় উদ্ধার করেন হিমাঙ্গিনীকে। ততক্ষণে ছাত্রীটির মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা নির্মল মণ্ডল বলেন, 'বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সময়ে এলে হয়তো বেঁচে যেত হিমাঙ্গিনী। কিন্তু বারবার ফোন করা হলেও বিপর্যয় মোকাবিলা দলের তরফ থেকে কোনও সদুত্তর মেলেনি। যখন তারা এসেছে ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।'

পুরসভার জমিতে

প্রথম পাতার পর

সরকারি জমিতে দলীয় কার্যালয় নির্মাণ হলেও প্রতিবাদ করার কেউ নেই। তৃণমূলের ভেতরে একাধিক গোষ্ঠী থাকায় তাদের প্রত্যেকের আলাদা অফিস লাগে। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সরকারি সম্পত্তি দখল করে পার্টি অফিস বানানোই তৃণমূলের সংস্কৃতি। তৃণমূলের অফিস বাড়ছে, কিন্তু মানুষের সমর্থন ক্রমশ কমে যাচ্ছে।'

গঙ্গারামপুরের বিডিও অর্পিতা ঘোষাল বলেন, 'এটা যেহেতু পুরসভার অধীনে রয়েছে, তাই এক্ষেত্রে আমার কিছু বলাটা ঠিক নয়।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ১৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার তৃণমূলের পাপড়ি কর্মকার সাহা বলছেন, 'আমার যা বলার, অফিস উদ্বোধনের পরেই বলব।'

চিতাবাঘের কবলে দাদা, এখনও কাঁপছে

প্রথম পাতার পর

চোখে আলো পড়তেই চিতাবাঘটা ওই বাড়ির উঠোন থেকে কয়েক ফুট দূরে ঝোপের কাছে অস্মিতকে ফেলে লাগোয়া জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেল।

মঙ্গলবারের ঘটনার পর থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অস্মিতের মা প্রমীলা রায় ওরাওঁ। এদিনও ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছিলেন তিনি। কথা বলার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। স্বামী শত্রুঘ্ন পুত্রহারা স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে একসময় নিজেই কেঁদে উঠলেন হাউহাউ করে। দম্পতির বড় ছেলে মিলনও ভাইকে হারিয়ে কেঁদেই চলছিল। হতদরিদ্র ওই পরিবারটি একান্নবর্তী। যে কারণে জ্যাঠতুতো ও খুড়তুতো পিঠোপিঠি ভাইবোনের মধ্যে খুবই টান ছিল। খেরকাটা গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের মাঠে এবারও দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলের জন্য বাঁশ বাঁধা হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে গ্রামের কচিকাঁচারা বিকেলে সেখানেই হুল্লোড় করে। এদিন মা দুর্গার সেই মঞ্চও শুনসান। একটি বাচ্চাও সেখানে খেলতে যায়নি। এদিন বিকেলে ময়নাতদন্তের পর অস্মিতের দেহ বাড়ি ফিরে এলে গ্রাম যেন কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাড়ি লাগোয়া ডায়না নদীর পাড়ে যখন অস্মিতকে শেষবারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সংগীতা একবার ছুটে গেল সেদিকে। তারপর হাউহাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল। আগমনীর আগেই অস্মিতকে বিদায় জানাল তার গ্রাম।

জন্মদিনের শুভেচ্ছা নিয়ে কূটনীতির খেলা

প্রথম পাতার পর

ফোনে দারুণ কথাবার্তা হল। আমি ওঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালাম। উনি দুর্দান্ত কাজ করছেন। নরেন্দ্র, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে আপনার সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।'

ট্রাম্পের পাশাপাশি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান মোদিকে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতো সবার আগে, এমনকি নির্ধারিত জন্মদিনের কয়েক ঘণ্টা আগে নয়। রুশ প্রেসিডেন্টকে পালটা ধন্যবাদ জানিয়েছেন বটে ভারতের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু পাশাপাশি ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার দীর্ঘদিনের সংঘাত নিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের বার্তা দিতে ভোলেননি।

অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারত-পাক যুদ্ধবিরতির খবর সমাজমাধ্যমে প্রথম প্রকাশ করেছিলেন ট্রাম্পই। ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধবিরতি একতরফাভাবে ঘোষণা করেছিলেন তিনি। কৃতিত্ব দাবি করার এমন কৌশল যেন মোদিও রপ্ত করে ফেললেন। মোদি-ট্রাম্প কথায় দুই দেশের সম্পর্কে খানিকটা হলেও ফের সুবাতাস বইবার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। পাশাপাশি ইউক্রেন যুদ্ধের সমাধানের কথা বলে মোদি বুঝিয়ে দিয়েছেন, ওই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষপাতী নয়াদিল্লি।

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ ছিল, রাশিয়ার তেল কিনতে ভারতের খরচ করা অর্থ ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে বিনিয়োগ করে মস্কো। সেই অভিযোগে জল ঢালতেই যেন ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপের পর এক্স হ্যান্ডেলে নির্দিষ্টভাবে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতের অবস্থান ফের জানিয়ে দিলেন নির্দিষ্টভাবে। যদিও শুল্ক নিয়ে আঘাতের জেরে ভারত-আমেরিকার সম্পর্কে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে, তার নিরাময় কতটা হবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে

প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দেশ-বিদেশের আরও অনেক বিশিষ্টরা। যে তালিকায় আছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে, ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক, তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামা, মাইক্রোসফটের প্রাক্তন কর্তা বিল গেটস প্রমুখ।

মিলে হানা

সামশেরগঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : বুধবার সকালে সামশেরগঞ্জের একটি মশলার মিলে অভিযান চালাল পুলিশ। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণে ভেজাল হলুদ গুঁড়ো, লংকা গুঁড়ো, নানাবিধ মশলা সহ বিভিন্ন ধরনের অবৈধ পণ্য বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি ছয়জনকে আটক করেছে পুলিশ। অভিযান করেন সামশেরগঞ্জ থানার আইসি সুব্রত ঘোষ, এসআই দীপককুমার দাস প্রমুখ।

বাধ্য হয়েছে

প্রথম পাতার পর

জইশের কমান্ডারই বলে দিয়েছেন। আবার জঙ্গি হামলা হলে আবারও আমরা অপারেশন সিঁদুরের মতো জবাব দেব।'

মোদি নিজের জন্মদিনে বুধবার দেশের প্রথম 'প্রধানমন্ত্রী মেগা ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল রিজিওন অ্যান্ড অ্যাপারেল (পিএম মিত্র) পার্ক'-এর শিলান্যাস করেন। ঐতিহাসিক হায়দরাবাদ মুক্তি দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, '১৭ সেপ্টেম্বর সর্দার প্যাটেলের দৃঢ় নেতৃত্বে ভারতীয় সেনা মুক্ত করেছিল হায়দরাবাদকে। বহু বছর এই সাহসিকতা প্রাপ্য সম্মান পায়নি। আজ আমাদের সরকার সেই অমর ইতিহাসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।'

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে দেশীয় পণ্য ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনার কেনা জিনিসে ভারতীয় পরিশ্রমের ঘাম আর মাটির গন্ধ থাকতে হবে। দেশকে আত্মনির্ভর করতে হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে আমি ভারতকে উন্নত দেশ হিসেবে দেখতে চাই।'

বিদ্যুৎ চুরি রুখতে

ইটাহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিদ্যুৎ চুরি রুখতে ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য উদ্যোগী হল বিদ্যুৎ দপ্তর। মঙ্গলবার শিল্পের দেবতা বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে ইটাহার সাব-স্টেশনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অডিয়েন্স কুইজ হিসেবে প্রতিমা দর্শনার্থীদের দিকে ছুড়ে দেওয়া হয় বিদ্যুৎ ব্যবহারে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতাদের একটি করে কলম পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়। পাশাপাশি এদিন সন্ধ্যায় হুকিং করে বিদ্যুৎ চুরি ও তা থেকে বিপদ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরাই পরিবেশন করেন একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের একাঙ্ক নাটক। বিদ্যুৎ দপ্তরের ইটাহার সাব-স্টেশন ম্যানেজার গৌতম কীর্তনিয়া বলেন, 'বিদ্যুৎ চুরি, বিদ্যুতের ব্যবহার, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে এখনও বহু মানুষ ততটা সচেতন নয়। তাই ইটাহারের মানুষকে সচেতন করতে কুইজ ও নাটকের আয়োজন।'

শরৎচন্দ্রের জন্মদিবস

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : বুধবার হরিশ্চন্দ্রপুর শিবমন্দির পাড়ায় কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৫০তম জন্মদিবস পালন করা হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এসইউসিআই নেতৃত্ব।

নীচে পুলিশ

প্রথম পাতার পর

ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক মির জোয়ান হোসেন অবশ্য বলছেন, 'এলাকায় জুয়া ও নেশার ঠেক বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' তাহলে দোতলায় ওরা কারা? পুলিশ আধিকারিক এমন জবাব দিলেন, যেন তেমন কিছুই নয়। বললেন, 'গাছ বেয়ে উপরে উঠে মোবাইলে গেম খেলে কিছু ছেলেপিলে।' কিন্তু স্থানীয়দের প্রশ্ন, ভগ্নপ্রায় ভবনের দোতলায় কীভাবে অনায়াসে উঠে কিশোররা গেম খেলে চলেছে? সেখান থেকে পড়ে গিয়েও তো কোনও বিপত্তি ঘটতে পারে! গ্রামবাসীরা বলছেন, জমিদারবাড়ির এখন বেহাল দশা। পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও নেশা ও জুয়ার ঠেক বন্ধ হচ্ছে না। তাই পুজোতেও আগের মতো বাইরের মানুষ আর তেমন ভিড় করেন না এখানে।

বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আনিসুল আলি বলেন, 'পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে জমিদারবাড়িতে। সেখানে তো জুয়া বা নেশার ঠেক থাকা উচিত নয়। আমি অবশ্যই এ ব্যাপারে কথা বলব পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে।'

কয়েক বছর আগে বাহিন জমিদারবাড়িটি সংস্কার ও দেখভালের জন্য নিজেদের অধীনে নেয় ভারত সেবাশ্রম সংঘ। দুর্গাপুজো কমিটির সদস্য বিকাশ বাসফোরের দাবি, 'অনেক সমস্যা। তবু পুজো করতে হয়। আমরাই সারাবছর মন্দিরটি দেখে রাখি। আশ্রম কর্তৃপক্ষ আর আসে না, অনুষ্ঠানও করে না।'

আশ্রম কর্তৃপক্ষের অবশ্য আক্ষেপ, মাতালদের আড্ডার জন্য সবকিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মন্দির কমিটির ছেলেদের উপর অত্যাচার করায় কেউ ভয়ে আর সেখানে যায় না। পুলিশ ক্যাম্প বসলেও কোনও লাভ হচ্ছে না।

রায়গঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সংঘের অধ্যক্ষ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ বলেন, 'বাহিন হিন্দু মিলন মন্দির কমিটির সদস্যরা মন্দিরটি দেখভাল করেন। মাঝেমধ্যে মহারাজরা যান। জমিদারবাড়ি নিয়ে অনেক অশান্তি হয়েছে। অভিযোগ আসছে, পুলিশ ক্যাম্প বসানোর পরেও সেখানে মদ্যপরা ভিড় করছে, জুয়ার ঠেক বসছে। পুলিশের লক্ষ্য রাখা উচিত।'

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায় পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

পিপলার জমিদারবাড়িতে ত্রিশক্তির আরাধনা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পীঠস্থান হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পিপলা গ্রাম। একদা এখান থেকে জেলায় অহিংস সত্যাগ্রহের মশাল জ্বালিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী সুবোধকুমার মিশ্র। এই সুবোধকুমারের পূর্বপুরুষ ছিলেন খোদ শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য। তাঁর বংশধররা একসময় বাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন। সেই পুজো এখনও এলাকায় বড় চালীর দুর্গা বলে পরিচিত। ৩০০ বছর পেরিয়ে গেলেও এই পুজো আজও হয় পুরোনো রীতিনীতি, নিয়মনিষ্ঠা মেনে।

মিশ্র পরিবারের দুর্গাপুজোর ইতিহাস বর্ণময়। পরিবারের প্রবীণ সদস্য সমরকুমার মিশ্র জানান, ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তাঁদের পূর্বপুরুষ বরেন্দ্রভূমি অভয়পুরে বাস করতেন। সেসময় রামকেলিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটলে তাঁদের পূর্বপুরুষরা শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে গিয়ে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর তাঁরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নাচোল থানার ঘিওন গ্রামে চলে যান। পরবর্তীকালে তাঁদের এক পূর্বসূরি জগমোহন মিশ্র হরিশ্চন্দ্রপুরের এক জমিদারের থেকে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি নিয়ে এখানে সপরিবারে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পুত্র অভয়প্রসার মিশ্র এলাকার সুলতাননগর গ্রামে আজ থেকে ৩০০ বছর আগে দুর্গাপুজো শুরু করেন। পরবর্তীতে একাধিকবার বন্যার কারণে মিশ্র পরিবার দেবীর থান পিপলায় চলে আসেন। সেখানে দুর্গার পাশে কালী এবং চণ্ডীর থান প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেসময় থেকে শুরু হয় মিশ্র জমিদারবাড়িতে দেবী দুর্গার সঙ্গে ত্রিশক্তির আরাধনা।

এই পরিবারের সদস্য প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী সুরজিৎ মিশ্র জানান, শতাব্দীপ্রাচীন সাবেকি প্রথা অনুযায়ী আজও ষোড়শ উপচারে মায়ের পুজো হয়। সপরিবারে দুর্গার একচালার সাবেকি প্রতিমা, তার পিছনে বড় করে রয়েছে পটচিত্র। পুজোর আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য,

সপ্তমীতে মায়ের চক্ষুদানের সময় একটি পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। অষ্টমী এবং নবমীর সন্ধিপুজোতে আরও একটি পাঁঠাবলি এবং নবমীর দিন দুপুরে ত্রিশক্তির সামনে তিনটি পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে একটি ভেড়াবলি দেওয়ারও রীতি রয়েছে। বলির জন্য ব্যবহৃত খড়্গাটিও শতবর্ষ প্রাচীন। এবছর পুজোর জন্য বিশাল করে নাটমন্দির তৈরি হচ্ছে।

পরিবারের আরেক সদস্য তপোব্রত মিশ্র বলেন, 'বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে শুনেছি, পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় দুর্ভিক্ষ এবং মহামারিতে যখন একের পর এক গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছিল, তখন আমাদের পরিবারকে মা দুর্গাই আগলে রেখেছিলেন। দশমীর দিন তাই আজও নরনারায়ণ সেবা এবং বস্ত্র বিতরণ করা হয়।'

পরিবারের আরেক সদস্য অধ্যাপক তনুজ মিশ্র বর্তমানে ভিনরাজ্যে গবেষণায় নিযুক্ত। তিনি জানান, পুজোয় গ্রামের সবার জন্য দরজা সবসময় খোলা থাকে। পরিবারের যেসব সদস্য বাইরে থাকেন, তাঁরাও পুজোর সময় গ্রামে ফেরার চেষ্টা করেন। গ্রামের মানুষদের মধ্যে আজও এই দুর্গা প্রতিমা নিয়ে গভীর বিশ্বাস রয়েছে। স্থানীয় পরিমল দাস বলেন, 'দুর্গাপুজো ছাড়াও সারাবছর আমরা বিভিন্ন সময়ে মায়ের কাছে মানত করি। আমাদের পূর্বপুরুষরাও এই প্রতিমার ঐতিহ্য সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই প্রজন্মও কখনও তার অন্যথা করেনি।'

জোড়া পেনাল্টি জেতাল রিয়ালকে

৮ গোলের থ্রিলার, ড্র জুভেন্তাস-ডর্টমুন্ড ম্যাচ

মাদ্রিদ, ১৭ সেপ্টেম্বর : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শুরুতেই হোঁচট খেতে পারত রিয়াল মাদ্রিদ। যদি না মার্সেইয়ের ডিফেন্ডার ফাকুন্দো মেদিনা রিয়ালের স্ট্রাইকার ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে আটকাতে গিয়ে বক্সের মধ্যে বল হাতে লাগাতেন। সেই সুবাদেই পেনাল্টি পায় রিয়াল। তা থেকেই জয়সূচক গোলটি করেন কিলিয়ান এমবাপে। ফরাসি তারকার অপর গোলটিও পেনাল্টি থেকেই।

মঙ্গলবার রাতে পিছিয়ে পড়েও মার্সেইয়ের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে ম্যাচ জিতল রিয়াল মাদ্রিদ। ৫ মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড। ২২ মিনিটে আরদা গুলারের ভুলে এগিয়ে যায় মার্সেই। সমতা ফেরাতে অবশ্য খুব বেশি সময় নেয়নি রিয়াল। ২৮ মিনিটে রডরিগো পেনাল্টি আদায় করেন। স্পটকিক থেকে লক্ষ্যভেদে ভুল করেননি এমবাপে। ম্যাচে ফিরলেও জয়সূচক গোলের জন্য যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হল রিয়ালকে। ৭২ মিনিটে ড্যানি কার্বাহাল লাল কার্ড দেখায় আরও চাপে পড়ে যায় মাদ্রিদ জায়েন্টরা। শেষপর্যন্ত আরও একটি পেনাল্টি যেন আশীর্বাদ হয়ে নেমে এল রিয়ালের জন্য। সেই সুযোগেই গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন এমবাপে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচ ৪-৪ গোলে ড্র করল জুভেন্তাস ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। প্রথম ৫০ মিনিট খেলা দেখে একবারের জন্যও মনেই হয়নি যে ৮টা গোল হতে পারে। তারপর যেন কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দুই দলেরই রক্ষণের বাঁধ ভেঙে গেল। একবার জুভেন্তাস তো একবার ডর্টমুন্ড এগিয়ে গেল। ৯০ মিনিট শেষে অবশ্য ৪-২ গোলে এগিয়ে ছিল ডর্টমুন্ড। সংযুক্তি সময়ে জুভেন্তাসের জোড়া গোলে অবশেষে পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়। অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ২-০ গোলে হারাল আর্সেনাল। গোল করেন গাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি ও লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড।

এদিকে, বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরু করছে বার্সেলোনা। তবে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যাচে লামিনে ইয়ামালকে পাচ্ছে না কাতালান জায়েন্টরা। তবুও অভিজ্ঞতা ও মানের নিরিখে এগিয়ে বার্সাই। অন্যদিকে, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি-নাপোলি ম্যাচে আকর্ষণের কেন্দ্রে কেভিন ডি ব্রুয়েন। সিটি ছাড়ার পর প্রথমবার পুরোনো দলের বিরুদ্ধে খেলবেন তিনি। ডি ব্রুয়েনদের বিরুদ্ধে সিটির লড়াইটা একেবারেই সহজ হবে না। সিরি আ-তে দুর্দান্ত শুরু করেছে নাপোলি। যদিও ইতিহাস বলছে ইংল্যান্ডের মাটিতে তাদের রেকর্ড খুব ভালো নয়। তবুও ব্রুয়েন যে একক দক্ষতায় ম্যাচের রং বদলে দিতে পারেন সেই কথা পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন স্বয়ং সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাও।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

এফসি কোপেনহেগেন বনাম বেয়ার লেভারকুসেন
ক্লাব ব্রাগ বনাম মোনাকো
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট

নিউক্যাসল ইউনাইটেড বনাম বার্সেলোনা
ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম নাপোলি
এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট বনাম গালাতাসারে
স্পোর্টিং লিসবন বনাম এফসি কাইরাত
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ ২-১ মার্সেই
জুভেন্তাস ৪-৪ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
আর্সেনাল ২-০ অ্যাথলেটিক বিলবাও
টটেনহাম হটস্পার ১-০ ভিয়ারিয়াল
বেনফিকা ২-৩ কারাবাগ এফকে
পিএসভি আইন্দহোভেন ১-৩ ইউনিয়ন সেন্ট-ইউনিয়ন সেন্ট-গিল্লোইসে

রিয়াল মাদ্রিদকে জেতানোর পর চেনা সেলিব্রেশন কিলিয়ান এমবাপের (১০)।

বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে উল্লাস জুভেন্তাসের দুসান ভ্লাহোভিচের।

এক থ্রোয়ে ফাইনালে নীরজ

খেতাবি লড়াইয়ে ভারতীয় তারকার সামনে নাদিম

টোকিও, ১৭ সেপ্টেম্বর : টেনিসে পুরুষদের সিঙ্গলসে গত দুই বছরে একাধিক রূপকথার জন্ম দিয়েছেন জানিক সিনার ও কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে ভারতের নীরজ চোপড়া ও পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের দ্বৈরথের শুরু সেই ২০১৬ সালে। কিন্তু প্রচারের আলোয় এসেছে টোকিও অলিম্পিক থেকে। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে নীরজ এগিয়ে থাকলেও তাঁকে প্যারিস অলিম্পিকে টেক্কা দেন নাদিম। বুধবার নীরজ ও নাদিম বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছেন। ফলে বৃহস্পতিবার টোকিওতে খেতাবি লড়াইয়ে নীরজ-নাদিমের টক্কর দুজনের চলতি দ্বৈরথে নতুন অধ্যায় যোগ করতে চলেছে। এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান মহারণে হ্যান্ডশেক বিতর্কে সরগরম ক্রিকেট সমাজ। এই অবস্থায় আগামীকাল নীরজ-নাদিমের উত্তেজক লড়াইয়ের অপেক্ষায় আসমুদ্র হিমাচল।

প্রথম থ্রোয়ে সেরাটা দিয়ে দাও- যে কোনও টুর্নামেন্টে নীরজ এই ফর্মুলায় বিশ্বাস রাখেন। বুধবার নীরজ এই সহজ সমীকরণ মিলিয়ে দেন। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের নিয়মানুযায়ী, ফাইনালে ওঠার জন্য প্রতিযোগীদের হয় ৮৪.৫০ মিটার ছুড়তে হত নাহলে সেরা ১২ জনের মধ্যে থাকতে হত। যোগ্যতা অর্জন পর্বে নীরজ প্রথম থ্রোয়ে ৮৪.৮৫ মিটার ছুড়ে ফাইনালে নামার টিকিট আদায় করে ফেলেন। এদিন গ্রুপ 'এ'-তে নীরজই প্রথম থ্রোয়ার ছিলেন। বিশাল না হলেও কার্যকরী থ্রো যোগ্যতামান পেরিয়ে যাওয়ায় সময় নষ্ট না করে ব্যাগপত্তর গুছিয়ে সোজা হাঁটা দেন। যেন বোঝাতে চাইলেন, আজকের মতো কাজ শেষ। বাকিটা আগামীকাল দেখা যাবে।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ২০২২ সালে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। পরের বছর নীরজ বিশ্বসেরার আসরে সোনার পদক গলায় ঝোলান। ফলে নিজের বর্তমান কোচ জান জেলেজনি (১৯৯৩, ১৯৯৫) ও গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্সের (২০১৯, ২০২২) পর বিশ্বের তৃতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসেবে বৃহস্পতিবার খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে নামবেন নীরজ। এদিন ফাইনালে উঠে তিনি বলেছেন, 'ফাইনালে ওঠা আজ মূল লক্ষ্য ছিল। সেটা পূরণ হয়েছে। আজকের থ্রো আহামরি ছিল না। তবে আমি আজ দূরত্ব নয়, যোগ্যতামান পূরণের টার্গেট নিয়ে নেমেছিলাম। আগামীকাল আসল লড়াই হবে।'

প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী নাদিমের এদিনের রাস্তা অবশ্য নীরজের মতো মসৃণ ছিল না। প্রথম প্রচেষ্টায় নাদিমের জ্যাভলিন মাত্র ৭৬.৯৯ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। দ্বিতীয় থ্রোয়ে যা আরও কমে ৭৪.১৭ মিটারে নেমে আসে। ফলে নীরজ-নাদিমের খেতাবি লড়াই তখন অনেকটাই ফিকে মনে হচ্ছিল। কিন্তু শেষ থ্রোয়ে ৮৫.২৮ মিটার ছুড়ে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেন নাদিম।

নাদিম ছাড়াও আগামীকালের ফাইনালে নীরজকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবেন পিটার্স, জুলিয়ান ওয়েবাররা। নীরজের সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে শচীন যাদব ফাইনালের টিকিট পেয়েছেন। তিনি দ্বিতীয় থ্রোয়ে ৮৩.৬৭ মিটার ছুড়ে সেরা ১২ জনের মধ্যে জায়গা করে নেন। ২০২১ সালে টোকিওতেই অলিম্পিকে সোনা জিতেছিলেন নীরজ। আগামীকাল নাদিম, ওয়েবারদের টপকে ভারতীয় তারকা ফের সোনালি সাফল্য রচনা করতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

বাগান ম্যানেজমেন্ট ও কোচের সিদ্ধান্তে প্রশ্ন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : হুয়ান ফেরান্দো, আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের পর এবার কি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে আরও এক স্প্যানিশ কোচের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে?

মরশুম শুরুর আগেই ম্যানেজমেন্টের এক শীর্ষ কর্তা ঘনিষ্ঠ মহলে ইঙ্গিত দেন, এবার এএফসি টুর্নামেন্টে ভালো কিছু করতে না পারলে আর হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে রাখা হবে না। মঙ্গলবার হারের পর গ্যালারি থেকে উঠে আসা 'গো ব্যাক মোলিনা' ধ্বনি ওই কর্তার ভাবনাচিন্তার ভিত আরও শক্ত করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আহল এফকে-র বিপক্ষে এক হারেই শিবিরের অন্দরের কোন্দলও প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। কোচের কিছু ভুল সিদ্ধান্ত এবং ফুটবলারদের ফিটনেসের অভাবের দায় এবার নিশ্চিতভাবেই পড়বে মোলিনা ও তাঁর কোচিং স্টাফদের উপর। যদিও মোহনবাগানের হেড কোচ বলছেন, 'আমি একেবারেই চাপে নেই। আমি যা করছি সবটাই নিশ্চিত হয়ে। তাছাড়া আপনাদের মনে থাকবে, গত মরশুমের শুরুটাও ঠিক এভাবেই হয়েছিল আমাদের। কিন্তু আমার হাতে ভাল ফুটবলার আছে। পরবর্তীতে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।' গত মরশুমে ডুরান্ড কাপে হারের পর রাভসান এফসি-র বিরুদ্ধে ড্র করলেও পরবর্তীতে মোহনবাগান আইএসএল লিগ ও কাপ জয়ী হয়। কিন্তু এবারের মতো তাঁর সংসারের অশান্তি গতবার প্রকাশ্যে এসে পড়েনি।

মোহনবাগানে কোচ তাড়ানোর একটা বিশেষ 'প্যাটার্ন' গত কয়েক বছরে লক্ষ করা গেছে। ফেরান্দো, হাবাস প্রত্যেকেই চ্যাম্পিয়ন করার পর বিতাড়িত হয়েছেন। এবার পরিস্থিতি আরও ঘোরালো। কারণ সুপার জায়েন্ট ম্যানেজমেন্টও মরশুমের শুরু থেকেই নানা গোলযোগ পাকিয়ে বসে আছে। আর তাঁদের এখন নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলতে বন্দুক রাখার জন্য একটা কাঁধ প্রয়োজন। আর সেটা কোচের থেকে ভালো আর কেই বা হতে পারে! কলকাতা লিগ খেলা নিয়ে প্রতিবারই এক টালবাহানা থাকে। এবার সেটা ডুরান্ড কাপ নিয়েও শুরু করেন এসজি কর্তারা। খেলব কী খেলব না করতে করতে অনেকটা সময় নষ্ট করে প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু হয়। যার ফলে ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ডার্বি হেরে বিদায়। এরপর জাতীয় দলে ফুটবলার ছাড়া হল না এসিএলের ম্যাচের অজুহাতে। অথচ ফুটবলে পা না লাগানো কর্তারা বুঝলেনই না যে ফুটবলারদের ছেড়ে দিলে তাঁরা বেশ কয়েকটি ভালো ম্যাচ খেলে নিজেদের তৈরি করার সুযোগ পেতেন। জাতীয় দলে না গিয়েও তো চোটের জন্য খেলতে পারলেন না মনবীর সিং। তাহলে চোটের অজুহাত দিয়ে কেন ফুটবলার ছাড়া হল না?

আহল এফকে-র বিরুদ্ধে হারের পর হতাশ মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

আসলে এই এসজি কর্তাদের মাথায় সাফল্য চড়ে বসেছে। তাঁরা নিজেদের ফুটবলের থেকেও বড় ভাবতে শুরু করেছেন বলেই এই অবস্থার মুখোমুখি আজ দল। অবশ্যই মঙ্গলবারের ম্যাচে মোলিনার ভুল আছেই। তাঁর ফিজিক্যাল ফিটনেস ট্রেনার কেন এতদিনেও সব ফুটবলারকে ৯০ মিনিটের মতো ম্যাচ ফিট করতে পারলেন না? ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন করলে মোলিনার জবাব, 'আমার ফুটবলাররা সকলেই ফিট। ফিটনেস সমস্যা ছিল, আপনাদের এই কথার সঙ্গে একমত নই।' তাই যদি হয় তাহলে তিনি কেন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ছয় বিদেশি নিয়ে শুরু করলেন না? কেন বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয়ের গোল করা দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে মাঠেই নামালেন না? কেন দীপক টাংরিকে হঠাৎ তুলে ডিফেন্সটা হাট করে খুলে দিলেন? কেন আধা ফিট শুভাশিস বসুকে নামানো হল অভিষেক সিং টেকচামের জায়গায়?

সবমিলিয়ে ডুরান্ড কাপ ডার্বিতে হারের পর আবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের শুরুটাই বিশ্রী হওয়ায় বহু প্রশ্নের মুখে এখন মোহনবাগান টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে কোচ, সকলেই। এসবের প্রশ্নের জটিল জবাব শেষপর্যন্ত তাঁরা মেলাতে পারবেন কি না তা সময়ই বলবে। তার আগে আপাতত যন্ত্রণাময় দিন কাটাতে হবে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের।

গোল এবং অ্যাসিস্টে ফের চেনা ছন্দে লিওনেল মেসি।

মেসি ম্যাজিকে বদলা মায়ামির

ফ্লোরিডা, ১৭ সেপ্টেম্বর : লিগ কাপ ফাইনালে সিয়াটেল সাউন্ডার্সের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। মেজর লিগ সকারে সেই হারের বদলা নিল ইন্টার মায়ামি।

লিগ কাপ ফাইনালের পর এমএলএসে শার্লটের কাছেও হারতে হয়েছিল লিওনেল মেসিদের। দুই ম্যাচেই নিষ্প্রভ ছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। মেসি জ্বলে উঠতেই ছন্দে ফিরল ইন্টার মায়ামি। তিনি নিজে গোল করলেন আবার করালেনও। সেই সুবাদেই সিয়াটেলকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে এমএলএস ইস্টার্ন কনফারেন্সে প্রথম পাঁচে জায়গা ফিরে পেল মায়ামির ক্লাবটি।

মঙ্গলবার রাতে ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। ১২ মিনিটে মেসির পাস থেকে গোল করেন জর্ডি আলবা। ৪১ মিনিটে সেই আলবার সাজিয়ে দেওয়া বল জালে পাঠান লিও। তার আগে ২৮ মিনিটে অবশ্য মেসির একটি শট বিপক্ষের পোস্টে প্রতিহত হয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ৩-০ করেন ইয়ান ফ্রে। ৬৯ মিনিটে সিয়াটেল একটি গোল শোধ করলেও তা ম্যাচে কোনও ফারাক গড়তে পারেনি।

ভারত সফরে বাদ ব্রেথওয়েট

অ্যান্টিগা, ১৭ সেপ্টেম্বর : আগামী মাসের শুরুতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ভারত সফরে আসবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যার জন্য ১৫ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করল উইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। দল থেকে বাদ পড়েছেন প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক ক্রেগ ব্রেথওয়েট। ১০০ টেস্টের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্রেথওয়েট চলতি বছরে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টেও প্রথম একাদশে জায়গা খুইয়েছিলেন।

তবে জানুয়ারির পর প্রথমবার টেস্ট স্কোয়াডে ফিরেছেন মিডল অর্ডার ব্যাটার আলিক আথানাজে। দেড় বছরের বেশি সময় পর লাল বলের ক্রিকেটে জায়গা হয়েছে প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান তারকা শিবনারায়ণ চন্দ্রপলের ছেলে তেগনারায়ণের। সব ঠিক থাকলে জন ক্যাম্পবেলের সঙ্গে তেগনারায়ণই ওপেন করবেন।

ফিরলেন আথানাজে, তেগনারায়ণ

জোমেল ওয়ারিকান ও টেস্ট অভিষেক না হওয়া খারি পিয়েরে- মাত্র দুজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার নিয়ে ভারতে আসছেন ক্যারিবিয়ানরা। পার্ট-টাইম স্পিনার হিসেবে রয়েছেন অধিনায়ক রোস্টন চেজ। আসন্ন সাদা বলের ব্যস্ত ক্রীড়াসূচির জন্য বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বাঁহাতি স্পিনার গুডাকেশ মোতিকে। পেস বিভাগের দায়িত্বে আলজারি জোসেফ, শামার জোসেফ, অ্যান্ডারসন ফিলিপ ও জেডন সিলস। ২৪ সেপ্টেম্বর ভারতে পা রাখার কথা ক্যারিবিয়ানদের। আহমেদাবাদে প্রথম টেস্ট শুরু ২ অক্টোবর। ১০ অক্টোবর থেকে নয়াদিল্লিতে দ্বিতীয় টেস্ট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোয়াড : রোস্টন চেজ (অধিনায়ক), জোমেল ওয়ারিকান, কেভলন অ্যান্ডারসন, আলিক আথানাজে, জন ক্যাম্পবেল, তেগনারায়ণ চন্দ্রপল, জাস্টিন গ্রিভস, শাই হোপ, টেভিন ইমলাচ, আলজারি জোসেফ, শামার জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, খারি পিয়েরে ও জেডন সিলস।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে আবেগে ভাসলেন সিন্ধু

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ৭৫তম জন্মদিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে শুভেচ্ছা জানালেন পিভি সিন্ধু। প্রধানমন্ত্রীর উৎসাহ তাঁর সফল কেরিয়ারে কীভাবে প্রভাব ফেলেছে সমাজমাধ্যমে সুদীর্ঘ পোস্ট করে সেই স্মৃতিতে ডুব দিলেন ভারতের তারকা শাটলার।

> একজন ক্রীড়াবিদ হিসাবে বহু ট্রফি জিতেছি। দেশের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছি। তবে জীবনে কিছু মুহূর্ত থাকে যেগুলো পদক জয়ের থেকেও উজ্জ্বল। আমার কাছে সেই মুহূর্ত এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতে। শুধুই প্রশংসা নয়, তাঁর কথাগুলো বিশ্বাসের প্রতীক।
>
> **পিভি সিন্ধু**

সিন্ধু লেখেন, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই তাঁর সাফল্যের ধারা শুরু হয়। অলিম্পিক, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জয়ের পর যখনই সাক্ষাৎ হয়েছে কেবলই অভিনন্দন জানাননি প্রধানমন্ত্রী, বরং উৎসাহ জুগিয়েছেন। সিন্ধুর কথায়, 'একজন ক্রীড়াবিদ হিসাবে বহু ট্রফি জিতেছি। দেশের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছি। তবে জীবনে কিছু মুহূর্ত থাকে যেগুলো পদক জয়ের থেকেও উজ্জ্বল। আমার কাছে সেই মুহূর্ত এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতে। শুধুই প্রশংসা নয়, তাঁর কথাগুলো বিশ্বাসের প্রতীক।'

এরপরও সিন্ধু লেখেন, প্রধানমন্ত্রী সবসময় তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করেন। মনে করিয়ে দেন ক্রীড়াবিদরা দেশের 'রোল মডেল'। সবশেষে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, 'শুভ জন্মদিন, প্রিয় স্যর। এই বিশেষ দিনে আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দেশের আরও অগ্রগতি কামনা করি।'

অজিদের হারিয়ে বদলা স্মৃতিদের

নিউ চণ্ডীগড়, ১৭ সেপ্টেম্বর : ভুল থেকে শিক্ষা। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পর্যদুস্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচ ১০২ রানে জিতল হরমনপ্রীত কাউরের ভারতীয় মহিলা দল। সৌজন্যে ক্রান্তি গৌড়দের আঁটোসাঁটো বোলিং। যা দেখা যায়নি প্রথম ম্যাচে। ভারতের ২৯২ স্কোরের জবাবে অজিরা গুটিয়ে যায় ১৯০ রানে। ম্যাচের পর হরমনপ্রীত বলেছেন, 'নিজেদের পরিকল্পনায় আস্থা রাখার ফল এই জয়। আমরা বিষয়গুলো সহজসরল রাখাতেই বিশ্বাসী।'

বোলারদের ছড়ি ঘোরানোর আগে অবশ্য মঞ্চ তৈরি করে দেন ব্যাটাররা। আর সেই ব্যাটিংয়ের নেতৃত্বে স্বপ্নের ফর্মে থাকা স্মৃতি মান্ধানা। গত ম্যাচের অর্ধশতরানের পর এদিন শতরান এল ২৯ বছরের ওপেনারের ব্যাটে। ৯১ বলে ১১৭ রানের ইনিংস সাজানো ১৪টি বাউন্ডারি ও ৪ ছক্কায়। এদিনও রান পাননি অধিনায়ক হরমনপ্রীত (১৭)। জ্বলে উঠতে পারেননি শিলিগুড়ির রিচা ঘোষও (২৯)।

ওডিআই কেরিয়ারের ১২ নম্বর শতরানের পর স্মৃতি মান্ধানা। বুধবার।

জবাবে রান তাড়ায় নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে অজিরা। দ্বিতীয় ওভারেই জর্জিয়া ভলকে শূন্য রানে ফেরান রেণুকা সিং ঠাকুর (২৮/১)। ২৮ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন ক্রান্তি। কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করেন অ্যালিস পেরি (৪৪) ও অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড (৪৫)।

সিরিজের শেষ তথা নির্ণায়ক ম্যাচ শনিবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে।

ঝোড়ো শতরান ফিলিপসের

ভালো শুরু করলেও ৪৪ রানে আউট হলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

লখনউ, ১৭ সেপ্টেম্বর : বেসরকারি টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও দাপট জারি অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের। বুধবার অজিরা ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয় ৫৩২/৬ স্কোরে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ভারতের স্কোর ১১৬/১।

প্রথম দিনে শতরান করেছিলেন স্যাম কনস্টাস। বুধবার ঝোড়ো শতরান করলেন জোশ ফিলিপস (৮৭ বলে অপরাজিত ১২৩)। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন লিয়াম স্কট (৮১)। আট নম্বরে নেমে অপরাজিত ৩৯ রানের ইনিংস খেলেন জেভিয়ার বার্টলেট। ফলে ৫.৪৩ রান রেটে মাত্র ৯৮ ওভারে অজিরা তুলে ফেলে ৫৩২ রান।

রান তাড়ায় নেমে শুরুটা ভালো করলেও ইনিংস লম্বা করতে ব্যর্থ বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৪৪)। তাঁকে ফিরিয়ে ভারতকে প্রথম ধাক্কা দেন স্কট (৯/১)। বৃষ্টিতে দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় ক্রিজে নারায়ণ জগদীশান (৫০) ও বি সাই সুদর্শন (২০)।

ওমান ম্যাচে হয়তো বিশ্রামে বুমরাহ

দুবাই, ১৭ সেপ্টেম্বর : কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা!

মরুদেশে ভারতীয় ক্রিকেট দল এই মুহূর্তে এমন আপ্তবাক্যের সেরা উদাহরণ। পাকিস্তানকে নিয়ে ছেলেখেলা করা। বাইশ গজে অপারেশন সিঁদুর। সঙ্গে এশিয়া কাপের সুপার ফোর নিশ্চিত করে ফেলা।

এমন ফুরফুরে আবহের মধ্যে আজ আরও সুখবর এসেছে টিম ইন্ডিয়ার জন্য। টি২০ বোলারদের র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থানে উঠে এসেছেন রহস্য বোলার বরুণ চক্রবর্তী। ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরমেন্সের পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, কুড়ির ক্রিকেটে বোলারদের র‍্যাংকিংয়ে এই প্রথমবার শীর্ষস্থান পেয়েছেন বরুণ। জসপ্রীত বুমরাহ, রবি বিষ্ণোইয়ের পর তিন নম্বর ভারতীয় হিসেবে এমন নজির গড়লেন বরুণ। ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়েও ভারতীয়দের দাপট। কুড়ির ক্রিকেটে ব্যাটারদের তালিকায় সবার উপরে রয়েছেন ওপেনার অভিষেক শর্মা।

অনুশীলনে খামতি নেই জসপ্রীত বুমরাহর (বাঁয়ে)। স্পিন অস্ত্রে শান বরুণ চক্রবর্তীর।

টি২০ র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে বরুণ-অভিষেক

বরুণ-অভিষেকদের নিয়ে সুখবরের দিন মরুদেশে বিশ্রাম নিয়ে কাটিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। রবিবার পাকিস্তান ম্যাচে অনায়াস জয়ের পর সোমবার ছুটি ছিল টিম ইন্ডিয়ার। গতকাল দুবাইয়ের আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা অনুশীলন করেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। অনুশীলন শেষে দুবাইয়ে দলের সঙ্গে সফররত ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে জন্মদিনের কেকও কেটেছেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। তুলেছেন সেলফিও। একইসঙ্গে ভারতীয় দলের দীর্ঘ অনুশীলনে বারবার সামনে এসেছে টিম বন্ডিং। কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে দলের এক নম্বর বোলার বুমরাহকে মাঠের ধারে দীর্ঘসময় আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। ভারতীয় দলের একটি সূত্রের দাবি, শুক্রবারের ওমান ম্যাচে হয়তো বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়ার পথে হাঁটতে চলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। বুমরাহর বদলে হর্ষিত রানা ও অর্শদীপ সিং, কাকে খেলানো হবে, সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি এখনও। এমন জল্পনার মধ্যেই জানা গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার নেটে স্থানীয় নেট বোলার হিসেবে পাক পাসপোর্ট থাকা বোলারদের 'নিষিদ্ধ' করার চমকপ্রদ সিদ্ধান্তের কথাও।

গতরাতের টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে নেটে ব্যাটিং-বোলিংয়ের পাশে ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের নজরদারিতে দীর্ঘসময় ফিল্ডিং চর্চাও হয়েছে ভারতীয় দলের। যেখানে অলরাউন্ডার হার্দিক থেকে শুরু করে বাঁহাতি জোরে বোলার অর্শদীপ-সকলকেই খোশমেজাজে দেখা গিয়েছে। প্রথমে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, পরে পাকিস্তানকে হারিয়ে স্বপ্নের ছন্দে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ক্রিকেটের সব বিভাগেই দাপট দেখিয়ে চলেছেন সূর্যরা। একমাত্র উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে রয়েছে দোলাচল। এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়ার জোড়া ম্যাচ জয়ের আসরে একবারও ব্যাট হাতে নামতে হয়নি সঞ্জুকে। তাঁকে দিয়ে যে ওপেন করানো হবে না, আগেই জানা ছিল দুনিয়ার। কিন্তু মিডল অর্ডারে ঠিক কত নম্বরের জন্য ও কোন ভূমিকায় সঞ্জুকে ভাবছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, স্পষ্ট হয়নি। ভারতীয় দলের একটি সূত্রের খবর, শুক্রবারের ওমান ম্যাচে সঞ্জুকে টপ অর্ডারে সুযোগ দেওয়া হতে পারে।

শেষপর্যন্ত যাই হোক না কেন, মরুদেশে সূর্যের সংসার এখন আদ্যন্ত সুখী পরিবার। যেখানে জোড়া ম্যাচ জয়ের পাশে এশীয় সেরা হওয়ার স্বপ্ন দেখাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

পাকিস্তানের আপত্তি সত্ত্বেও ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটই

নাটক শেষে এক ঘণ্টা পর শুরু ম্যাচ

দুবাই, ১৭ সেপ্টেম্বর : যত কাণ্ড দুবাইয়ে। নাকি পাকিস্তানে?

নাটকের পর নাটক। বাস্তবের মেগা সিরিয়ালও লজ্জা পাবে। চাপ তৈরির খেলা। আবার পালটা চাপ সামলাতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়াও। আবার অনেকের মতে, পাকিস্তানের গালে ফের সপাটে চড়।

রবিবার প্রতিবেশী ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে লজ্জার হার। সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার তরফে পাকিস্তান ক্রিকেটারদের সঙ্গে সৌজন্যের করমর্দন না করা। ভারতের তরফে এমন জোড়া ধাক্কা কিছুতেই হজম করতে পারছে না পাকিস্তান। সূর্যকুমার যাদবদের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের ধাক্কা ও লজ্জার ড্যামেজ কন্ট্রোলে শুধুই অজুহাতের পথে পাকিস্তান। কখনও হুমকি এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়ানোর। কখনও ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে সরাতেই হবে। না সরানো হলে এশিয়া কাপে খেলবে না পাকিস্তান। ছিঁচকাঁদুনি বাচ্চাদের মতো একের পর এক আবদার ও দাবি। শেষপর্যন্ত যার কোনওটাই মানা হয়নি। পাকিস্তান এশিয়া কাপ বয়কট করেনি। এক ঘণ্টা দেরিতে ম্যাচ খেলতে নেমেছে। আবার সলমন আলি আঘাদের ম্যাচে ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পেয়েছেন পাইক্রফটই।

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে আজ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচ শাহিন শা আফ্রিদিদের। এশিয়া কাপের সুপার ফোর নিশ্চিত করতে হলে পাকিস্তানকে জিততেই হবে এই ম্যাচ। কিন্তু তার আগে শেষ কয়েক ঘণ্টায় যে নাটক করল পাকিস্তান, তার ফল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙিনায় সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই। গতকাল সাংবাদিক সম্মেলন বয়কট করে পালটা চাপের খেলায় গিয়েছিল পাকিস্তান। আজ নিজেদেরই ব্যাকফুটে চলে যেতে হল। ভারতের হাত না মেলানোর ধাক্কা যে এতটা জোরদার হতে পারে, অপারেশন সিঁদুরের মতোই তার প্রভাব হতে পারে-কে আর ভেবেছিল। প্রতিবেশী পাকিস্তান হয়তো ভেবেছিল, এশীয় ক্রিকেট সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে চাপে রেখে তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে আইসিসি-র চেয়ারম্যানের পদে যে জয় শা বসে রয়েছেন, সেটা বোধহয় পাকিস্তান ক্রিকেটের শীর্ষ কর্তা মহসিন নকভি ভুলে গিয়েছিলেন।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে নামার আগে টিম ম্যানেজার নাভেদ আক্রামের সঙ্গে আলোচনায় পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আলি আঘা।

সাংবাদিক সম্মেলন বয়কটের পর গতরাতে পাকিস্তানের তরফে আইসিসি-র কাছে ফের একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল। সেই চিঠিতে দাবি করা হয়, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচে ম্যাচ রেফারি হিসেবে পাইক্রফট যেন না থাকেন। দুবাইয়েই থাকা রিচি রিচার্ডসনকে ম্যাচ রেফারির ভূমিকায় চেয়েছিল পাকিস্তান। এই দাবিতে অনড় থেকে আজ নির্ধারিত সময়ে হোটেল থেকে টিম বাসে চড়েননি সলমনরা। পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হতে থাকে। আইসিসি ও এসিসি কর্তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের ম্যারাথন আলোচনা শুরু হয়। সেই আলোচনায় শেষপর্যন্ত নিজেদের স্টান্স বদলাতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়ালে বিপুল আর্থিক ক্ষতির পাশে আগামীদিনে নানা সমস্যায় পড়তে হবে বুঝে নিয়ে শেষপর্যন্ত ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সামান্য আগে পিসিবি প্রধান নকভি তাঁর দলের ক্রিকেটারদের মাঠে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রায় একই সময়ে আইসিসি-র তরফে সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটের রবিবারের ম্যাচে কোনও ভুল ছিল না। ভারত-পাক মহারণের সবদিক খতিয়ে দেখেছে আইসিসি। স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, ম্যাচ রেফারির ভূমিকায় কোনও ভুল নেই। উপরি হিসেবে পাকিস্তানকে নিয়ে সমাজমাধ্যমে রীতিমতো ট্রোল করা হয়েছে। যার নির্যাস, পাকিস্তান ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত দলই নয়। আইসিসি-র মনোভাব বুঝে যাওয়ার পর রাতের দিকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ম্যাচ রেফারি পাইক্রফট পাক অধিনায়ক ও দলের ম্যানেজারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। বাস্তবে আদৌ এমন হয়েছে কিনা, তা নিয়ে বিস্তর ধন্দ রয়েছে।

তবে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভারতের সঙ্গে হাত মেলাতে না পেরে এবার আইসিসি-র বিরুদ্ধে নয়া ম্যাচ শুরুর দিকে এগিয়ে গেল পাকিস্তান। যার ফলে পাকিস্তানের ফের মুখ পোড়ে কিনা, সেটাই দেখার।

পাকিস্তানের ছিঁচকাঁদুনি

- অ্যান্ডি পাইক্রফটের বদলে রিচি রিচার্ডসনকে ম্যাচ রেফারি হিসেবে চেয়েছিল পাকিস্তান।
- দাবি পূরণ না হওয়ায় আজ নির্ধারিত সময়ে হোটেল থেকে টিম বাসে চড়েননি সলমনরা।
- পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় আইসিসি ও এসিসি কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে পিসিবি।
- শেষপর্যন্ত নিজেদের অবস্থান বদলে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সামান্য আগে পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি তাঁর দলে ক্রিকেটারদের মাঠে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

লড়াই সলমন-ফখরদের

পাকিস্তান- ৭১/৩ (১১ ওভার পর্যন্ত)

দুবাই, ১৭ সেপ্টেম্বর : মাঠের বাইরের পর এবার মাঠের ভেতরেও চাপে পাকিস্তান। সুপার ফোরে পৌঁছাতে গেলে জিততেই হবে এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান দল মাঠে দেরিতে আসায় ম্যাচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পরে।

টসে হেরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই উইকেট হারাল পাকিস্তান। গত দুই ম্যাচের মতো এদিনও খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফেরেন সাইম আয়ুব। প্রথম ওভারে পঞ্চম বলেই আয়ুবকে ফেরান জুনেইদ সিদ্দিকি। পরের ওভারে ফের জুনেইদের শিকার হন আর এক পাক ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান (৫)। এরপর কিছুটা হাল ধরেন অধিনায়ক সলমন আলি আঘা ও ফখর জামান। সলমনকে (২০) ফিরিয়ে তাদের ৬১ রানের পার্টনারশিপে ইতি টানেন ধ্রুব পরাসর। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১১ ওভারে পাকিস্তানের স্কোর ৭১/৩। ক্রিজে ফখর (৩৮) ও হাসান নওয়াজ (১)।

এশিয়া কাপে আজ

আফগানিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা

সময় : রাত ৮টা, **স্থান :** আবু ধাবি
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

শূন্যের হ্যাটট্রিক সাইমের

বুধবারও খাতা খুলতে পারলেন না সাইম আয়ুব।

এফসি গোয়ার হার

মারগাঁও, ১৭ সেপ্টেম্বর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের প্রথম ম্যাচেই হারের স্বাদ পেল এফসি গোয়া। আল জাওরার কাছে ২-০ গোলে হেরে গেল মানোলো মার্কুয়েজ রোকার দল। ম্যাচের প্রথমার্ধে বলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে রাখলেও সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি ইকের গুয়ারেটেক্সেনা, জাভিয়ের সিভেরিওরা। উলটে ৪৪ মিনিটে ইরাকের ক্লাবটিকে এগিয়ে দেন রেজিক বানি হানি। দ্বিতীয়ার্ধেও ছবিটা খুব বেশি বদলায়নি। গোয়ার সামনে সুযোগ এল বটে, তবে আল জাওরার রক্ষণ ভাঙতে পারলেন না মানোলোর ছেলেরা। ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে নিজার মাহমুদ আল রাশদান গোল করে জাওরার জয় নিশ্চিত করেন।

রাজ্য ভলিবলে তিলন হাইস্কুল

তপন, ১৭ সেপ্টেম্বর : রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের ভলিবলে জেলার প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে তিলন উচ্চবিদ্যালয়ের ভলিবল দল। ২৩ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার রাজবল্লভপুর উচ্চবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা। দলের শক্তি বাড়িয়েছে রাজুয়ার এসএস হাইস্কুলের দুইজন ছাত্রও। দলে রয়েছে- তিলন হাইস্কুলের বাবাই বর্মন, মহিতোষ বর্মন, সঞ্জিত বর্মন, শুভম বর্মন, সুজয় বর্মন, প্রদীপ বর্মন, নীলাদ্রি বর্মন, জয় বর্মন, সৌমিক বিশ্বাস ও জয় সরকার। রাজুয়া হাইস্কুলের সত্যদেব ভুইমালি ও রিঙ্কু বসাক। দলের সঙ্গে থাকবেন কোচ শুভ বর্মন এবং ম্যানেজারের দায়িত্ব সামলাবেন তিলন হাইস্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক অজিত রায়।

অজিদের হারিয়ে বদলা স্মৃতিদের
-খবর এগারোর পাতায়

ABRIDGE TENDER NOTICE

e-Tenders are hereby invited by the undersigned for 04 nos work as per NIT Ref. No.: - 18/UGP/25-26, DT-15-09-25, Memo No-376/UGP/2025, dt-15/09/25. Last date of Submission : 23-09-2025 upto-12.00 PM. Date of opening- 25-09-2025 after 13.00 P.M.

Sd/- Prodhan
No-3 Udaypur Gram Panchayat
Kushmandi, D/Dinajpur

নয়া সভাপতি নিয়ে দোলাচল চলছেই

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : দিন এগিয়ে আসছে। জল্পনা শেষ হচ্ছে না!

২৮ সেপ্টেম্বর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা। সেই সভা নিয়ে ইতিমধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে আগ্রহ, উন্মাদনা বাড়তে শুরু করেছে। সঙ্গে রয়েছে বিস্তর প্রশ্নও।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, হরভজন সিং ও রঘুরাম ভাট। ২৮ সেপ্টেম্বরের এজিএমে ভারতীয় ক্রিকেটের এই তিন প্রাক্তন ক্রিকেটারের থাকা নিশ্চিত। মিঠুন মানহাস, জয়দেব শা-র মতো ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রাক্তন তারকারাও থাকবেন সেদিনের এজিএমে। প্রশ্ন হল, এই তালিকা থেকেই কি কাউকে বিসিসিআইয়ের আগামী সভাপতি হিসেবে দেখা যাবে? সঠিক

বিসিসিআই এজিএম

জবাব কোথাও নেই। কিন্তু কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট। এক, শেষ পর্যন্ত যিনিই বিসিসিআইয়ের সভাপতি পদে বসুন না কেন, কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের আশীর্বাদ তাঁকে পেতেই হবে। দুই, আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা-র আশীর্বাদও অত্যন্ত জরুরি। তিন, সভাপতি পদে শেষ কয়েক বছর ধরে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের দেখা গিয়েছে বলে আগামীদিনেও তেমনই হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তাও নেই।

সচিব পদে দেবজিৎ শইকিয়া থাকছেন বলেই খবর। কিন্তু রজার বিনির উত্তরসূরি নিয়ে বোর্ডের অন্দরেই অচলাবস্থা রয়েছে। বর্তমান সহ সভাপতি রাজীব শুক্লাও বোর্ড সভাপতি হয়ে যেতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। দিন কয়েক আগে সিএবি সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ তাঁকে বোর্ড সভাপতির পদে না দেখার কথাই জানিয়েছিলেন। মনোনয়ন দাখিলের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সৌরভের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণ। তাছাড়া অতীতে সৌরভ বোর্ড সভাপতির পদ সামলেছেন বিজেপির আশীর্বাদ নিয়ে। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। তুলনায় হরভজনের সম্ভাবনা অনেকটাই উজ্জ্বল। ভাজ্জি এখনও তাঁর বোর্ড সভাপতি পদের জল্পনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। হয়তো বাকিদের মতো তিনিও জল মাপতে ব্যস্ত।

বোর্ড সভাপতি পদের জল্পনার মধ্যেই জাতীয় নির্বাচক কমিটিতেও বদল হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, মধ্যাঞ্চলের সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও দক্ষিণের এস শরথের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার আরপি সিং ও প্রজ্ঞান ওঝা। প্রবীণ কুমার ও আশিস উইনস্টন জাইদির নামও ঘুরছে। যদিও সম্ভাবনা কম বলেই খবর।

অঙ্কুশের জোড়া গোল

হলদিবাড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায় বসুনিয়া ও বাণী রায় বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়র লিগ কাম নকআউট ফুটবলে বুধবার আয়োজক দল ৩-০ গোলে জয় পেয়েছে কচুয়া বোয়ালমারী সেভেন স্টারের বিরুদ্ধে। জোড়া গোল করেন অঙ্কুশ রায়। অন্য গোলটি চিরঞ্জিত বর্মনের। বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হবে কাশিয়াবাড়ির জেএসকে সেভেনস্টার ও নয়াসড়ক ব্যবসায়ী সমিতি।

চিন ওপেন ব্যাডমিন্টন

শেষ ষোলোয় সাত্ত্বিক-চিরাগ

শেনচেন, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিদায় নিলেন লক্ষ্য সেন। চিন ওপেনে ভারতের আশা এখন 'সাতচি' জুটিকে ঘিরে।

সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টির মরশুমটা বেশ ভালোই যাচ্ছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ, হংকং ওপেনে রানার্স। চিন ওপেনেও সাড়া জাগিয়ে শুরু করল ভারতীয় জুটি। প্রথম রাউন্ডে মালয়েশিয়ার জুনাইদি আরিফ-রয় কিং ইয়াপকে ২৪-২২, ২১-১৩ পয়েন্টে হারালেন তাঁরা। ম্যাচ জিততে সাত-চি জুটি সময় নিলেন মাত্র ৪২ মিনিট।

এদিকে, লক্ষ্য সেন হেরে গিয়েছেন ফ্রান্সের তোমা জুনিয়ার পোপোভের কাছে ১১-২১, ১০-২১ পয়েন্টে। আয়ুষ শেঠি আগেই বিদায় নিয়েছিলেন। মিক্সড ডাবলসে ভারতের ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টোও চিনের ফেং ইয়ান ঝে-হুয়াং ডং পিংয়ের কাছে পরাস্ত হয়। সাত্ত্বিক-চিরাগ ছাড়া প্রতিযোগিতায় টিকে রয়েছেন ভারতের পিভি সিন্ধু। মহিলা সিঙ্গলসের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবেন তিনি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা অনিল রায় - কে 23.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 62E 66896 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমার মতো অনেক সাধারণ মানুষকে ভালো একটি দিন যে আসতে পারে তা বিশ্বাস করার একটি ক্ষমতা দিয়েছে। এটি শুধুমাত্র একটি জয় নয়, এটি আমার জীবন পরিবর্তনকারী একটি মোড়। এই এমন সুন্দর একটি জীবন পরিবর্তনকারী সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি তাদের কাছে সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ট্রফি নিয়ে উল্লাস বিনায়ক দামোদর সাভারকর ফুটবল দলের। -রাহুল দেব

নরেন্দ্র কাপে চ্যাম্পিয়ন সাভারকর

রায়গঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রায়গঞ্জের বিনায়ক দামোদর সাভারকর ফুটবল দল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে কালিয়াগঞ্জের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ডিজিএফসি-কে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা সাভারকরের সুমন মণ্ডল এবং প্রতিযোগিতার সেরা শ্যামাপ্রসাদের রাজু হেমব্রম।

তার আগে প্রথম সেমিফাইনালে সাভারকর জয় পায় ইসলামপুরের ভগৎ সিং একাদশ ফুটবল দলের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শ্যামাপ্রসাদ হারায় ইটাহারের জয়হাট সিধুকানু ফুটবল দলকে। এদিন চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি সহ পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। রানার্সদের প্রাপ্তি ট্রফির সঙ্গে পঁচিশ হাজার টাকা। এছাড়াও তৃতীয় ইটাহারের জয়হাট সিধুকানু ও চতুর্থ ইসলামপুরের ভগৎ সিং একাদশের হাতে তুলে দেওয়া হয় পনেরো হাজার টাকার চেক। পুরস্কার তুলে দেন রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল, বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ প্রমুখ।

উত্তরের খেলা

খেতাব অরবিন্দর

বালুরঘাট, ১৭ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বালুরঘাটের ঋষি অরবিন্দ ফুটবল দল। বুধবার বালুরঘাট ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে ফাইনালে তারা ১-০ গোলে কুশমণ্ডি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফুটবল দলকে হারিয়েছে। গোলস্কোরার ফাইনালের সেরা মাসুম সোরেন। এদিন প্রথম সেমিফাইনালে অরবিন্দ হারিয়েছিল তপনের মারাংবুরু দলকে। ম্যাচের সেরা গোলরক্ষক সৌমেন এক্কা। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রবীন্দ্রনাথ ফাইনালে উঠেছিল তপনের বিরসা মুন্ডা একাদশকে হারিয়ে। ম্যাচের সেরা অলোক সোরেন। প্রতিযোগিতার সেরা গোলরক্ষক সৌমেন ও সর্বাধিক গোলস্কোরার অরবিন্দর অজয় ওরাওঁ।